ম্পির বংশধরগণকে এইরূপে উচ্ছেদ করিলে, দেশের লোকের মনঃ-
নী ন না। রোমে তখনও এমন লোকের সংখ্যা অধিক ছিল,
ারে পম্পির স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিত। পম্পির সেই ভক্ত-
এই নিষ্ঠুর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিল না। সিজার
্যাগত হইলে, তাঁহার বিজয়লাভের সম্মানস্বরূপ রোমে অনেক আমোদ-
বং সদনুষ্ঠান হইতে লাগিল; কিন্তু সকলে তাহাতে যোগ দিল না।
র উঠিবার, সিজার আপন ক্ষমতায়, সে উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন।
ধারণ উত্থানে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইল। তাঁহার এই ক্ষমতা-বৃদ্ধির
হইবে, ইহা ভাবিয়া, কূটবুদ্ধি রাজনৈতিক পুরুষগণ যেমন চিন্তিত
উচ্চপদস্থ তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার সেই ক্ষমতা লাঘবের জন্য নানারূপ
রিতেন।

র পর যাহা ঘটিল, সিজার-জীবনের সেই সকল ঘটনা লইয়া, সেক্সপিয়র
জুলিয়াস্ সিজার" নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

রের ব্যক্তিগত এবং সাধারণ-চরিত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলাও আব-
করি। সর্ব্বপ্রধান হইবার বাসনা,—তাঁহার মনে এতই প্রবলা ছিল
ার দ্বিতীয় পদ উপেক্ষা করিয়াও, সুদূর পল্লীতে সর্ব্বপ্রথম পদের তিনি
হইতেন। দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য হইবেন,—সর্ব্বলোকের
সম্মান পাইবেন, ইহা তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। যখন তিনি
কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় মহাবীর আলেকজান্দারের প্রতি-
া তাঁহার নয়নে অবিরল বারিধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। লোকে
লে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মহাবীর যে বয়সে পৃথিবী জয়
লন, আমি সে বয়সে কি করিলাম!"

রর বাগ্মিতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাণ্ডিত্যেও তাঁহার শক্তি
তাঁহার কয়খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। একদিকে যুদ্ধনৈপুণ্য,
এই পাণ্ডিত্য,—এই দুই গুণ তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তিনি
পঞ্জিকার সংস্কার ও সংস্করণ করিয়াছিলেন। গল্‌সদিগের
দ্ধে ব্যাপৃত, তখন সেই যুদ্ধস্থলেই তাঁহার যুদ্ধ-বিবরণ,—
(Commentaries) লিপিবদ্ধ হয়।

দেশের সাধারণ কার্য্যের উদ্দেশে বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী, সাধারণ প্রভৃতি—তিনি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং নানাবিধ নি ব দেশকে উন্নত ও বৰ্দ্ধিত-শ্রী করিয়া, তিনি দেশ দেশান্তরে ছিলেন। তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, একই সময়ে কার্য্যে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারিতেন।—একই স শুনিতেন, চক্ষে পুস্তক দেখিতেন, হস্তে লিখিতেন, পায়ে ঘোড়ায় চ এবং মনে চিন্তা করিতেন।

রোমের সেনেট-সভা হইতে সিজারকে বহু উপাধি প্রদত্ত হইল। উন্নতির কারণ তাঁহাকে বিজয়-মুকুট প্রদত্ত হইল। এবং নানা কার্য্যের জন্য, তাঁহাকে সমগ্র রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া করিতে সেনেট-সভা মনস্থ করিলেন। সিজার ইটালি এবং ইটালি নগর রোম ব্যতীত আর সকল দেশের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু সভার সে আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, সিজারকে ইহলোক পরিত্যা হইয়াছিল। কিসে এবং কিরূপে, তাহা মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই করুন।

---

(১)

স্পেন হইতে পম্পির বংশধরগণকে নিহত করি, জুলিয়া জয়োল্লাসে রোমে প্রত্যাগত হইলে, নগরীতে মহা সমারোহের উদ্যো জন সাধারণ সেই সমারোহে যোগ দিল। তবে দেশের গণ্য ব্যক্তিগণ,—সকলে যোগ দিলেন না। পম্পির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার পুত্রগণের বিনাশে উল্লসিত না হইয়া, যোগ দিলেন না; কেহ কেহ সিজারের প্রতি বিরূপ এবং বক্র হইলেন।

সিজারের সর্ব্বোচ্চক্ষমতার উৎসাহদাতার সংখ্যা একদিকে যেম অন্যদিকে তাঁহার শত্রুসংখ্যাও অল্প ছিল না। তাঁহার উন্নতি অনেকেরই বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতেছিল। কখন পরিষ্কাররূপে কখন বা প্রচ্ছন্নভাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত।

যাহারা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিল।

যখন দলে দলে সাধারণ লোকবৃন্দ বিজয়ী সিজারকে দেখিতে আসিতে লাগিল, তখন শত্রুপক্ষের কর্ম্মচারীবৃন্দ সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। ফ্লেভিয়াস্ ও ম্যারুলাস্ তখন নগরের শান্তি-রক্ষক। তাহারা সমাগত লোকদিগকে তাড়না করিতে লাগিল। এবং এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? কেন আসিতেছ?"

একজন বলিল, সে মিস্ত্রীর কাজ করে। ফ্লেভিয়াস্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তোমার অস্ত্র শস্ত্র কোথায়?—এমন সুন্দর পরিচ্ছদেই বা কেন আসিলে?"

আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে বলিল, "আমি চর্ম্মকার,—চামড়ার কাজ করিয়া থাকি।"

আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে বলিল, "আমি মুচি,—ছেঁড়া জুতা মেরামত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। আমি পুরাতন জুতার বৈদ্যস্বরূপ।—যখন তাহাকে বড়ই অসহায় দেখি, তখন তাহার উদ্ধার করি।"

ফ্লেভিয়াস্। তবে মূর্খগণ! দোকান-পাট বন্ধ করিয়া, আজ পথে এত ভিড় করিতেছিস কেন?

মুচি। মহাশয়! ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পথ চলিতেছি এই জন্য যে, হাঁটিয়া হাঁটিয়া ইহাদের জুতা ছিঁড়িবে, আর আমারও দুই পয়সা উপায় হইবে।—কিন্তু আসল কথা এই।—আজ আমাদের বিশ্রাম দিন। আমরা মহাত্মা সিজারকে দেখিতে আসিয়াছি। তাঁহার বিজয়-উৎসবে আনন্দ ক[illegible]তে আ[illegible]য়াছি।

মারুলাস্। আনন্দ করিতে আসিয়াছ? কিসে[illegible]নন্দ? সিজার রো[illegible] ধন-রত্ন আনিয়াছেন এবং এমন কত বন্দী আ[illegible]ন যে, তাঁহা[illegible] বিজয়-রথের চক্রের সহিত তাহাদিগকে বাঁধিয়া, তাঁ[illegible]আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন হইবে, এবং তাহা দেখিয়া তোমরা চ[illegible]র্থক[illegible]? মূর্খ কা[illegible] জ্ঞানহীন তোমরা,—চক্ষুহীন, প্রাণহীন, [illegible]ণ্ডের স্থায় তোমরা! রোমের অতি নৃশংস,—নিষ্ঠুর লোক[illegible] তোমরা জান না,— [illegible]বার,—যখন পম্পি শত্রু জয় [illegible]ন, [illegible]

জন্য,—কতবার তোমরা গৃহের দেওয়ালে, উচ্চ প্রাচীরে, মুক্ত বাতায়নে প্রভৃতি কত উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়াছ;—তোমাদের শিশুদিগকে কোলে লই.. সারাদিন স্থিরভাবে আশানেত্রে চাহিয়া থাকিয়াছ,——কখন পম্পি সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইবেন! যখন দূরে তাঁহার শকটের অতি অল্প মাত্র দেখা যাইত, আনন্দ-উৎসাহে তোমরা এমনি উচ্চধ্বনি করিতে যে, তাহাতে টাইবারের জল কাঁপিয়া উঠিত! আর আজ?—আজ তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া, পথে পথে জনতা করিতেছ,—তাহাকে দেখিবার জন্য,—যে তোমাদের সেই চিরযশস্বী পম্পির পুত্রগণকে নিষ্ঠুররূপে বিনাশ করিয়া আসিয়াছে!—দূর হও হতভাগ্যগণ! গৃহে গিয়া, জানু পাতিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—তিনি তোমাদের এই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

ফ্লেভিয়স্। হে স্বদেশবাসী বন্ধুগণ! তোমরা এখনি তোমাদের ন্যায় দরিদ্র লোকদিগকে আহ্বান করিয়া, টাইবার নদীতীরে বসিয়া, এই অপরাধের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকো। তাহাতে যেন, টাইবারের সর্ব্বনিম্নস্রোত জলে স্ফীত হইয়া, টাইবারের সর্ব্বোচ্চ তীরভূমি প্লাবিত করিতে পারে।

একে একে সকলে গৃহে ফিরিল। ফ্লেভিয়াস্ মেরুলাস্‌কে বলিল, দেখ, ইহাদিগকে সিজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইবে। ইহারা অপরাধীর [illegible] বাক্যহীন হইয়া অপসারিত হইল। তুমি ঐ পথে যাও এবং আমি অন্য পথ ধরি। যেখানে যেখানে দেখিবে, সিজারের প্রতিমাটি নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আভরণগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে।*

মেরুলাস্। তাহা কি আমরা পারি? তুমি জানো, এখন লুপার্কেল * মহোৎসবের সময়।

---

* [illegible] ফেব্রুয়ারি তারিখে এই মহোৎসব [illegible] ইহাকে [illegible] বলা হইত। [illegible] সেই [illegible] পথ [illegible] এবং [illegible] দাঁড়া[illegible] দাঁড়াইয়া থাকিতেন [illegible] তাহা[illegible] সেই হাত [illegible] এইরূপ [illegible] কেহ [illegible] থাকিতেন [illegible] সহজে [illegible] [illegible]ক থাকিতেন

ফ্লভিয়াস্। সে জন্ত কিছু ভাবিও না। যাহাতে সিজারের কীর্ত্তিঘোষণা হয় এমন কিছুই রাখিতে দিবে না। আমিও চলিলাম। পথে যেখানে কোন জনতা দেখিবে, সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিও। এইরূপে দেখিবে, সিজারের বর্দ্ধনশীল পাখা হইতে এক একটা করিয়া পুচ্ছ তুলিয়া লইলে তাঁহাকে আর অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে না। এইরূপ না করিলে, তুমি দেখিবে, সিজার এত ঊর্দ্ধে উঠিবে যে, মনুষ্যের দৃষ্টি বুঝি ততদূর পঁহুছিবে না। এবং তাহা হইলে আমাদিগকেও সদাই ভীত অন্তরে দাসানুদাসের স্থায় তাঁহার অধীনে থাকিতে হইবে।

---

(২)

একটা খুব ফরদা জায়গায় সেই 'লুপার্কেল মহোৎসব' সম্পন্ন হইতেছিল। সিজারের নাকি তখন বড়ই সৌভাগ্যের সময়, তাই চারিদিকে তাঁর নাম গান, চারিদিকেই তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা এবং চারিদিকেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। সিজার এবং তাঁহার প্রিয়বন্ধু আণ্টনি, সিজার-পত্নী কালপূর্ণিয়া, ব্রুটাস, ব্রুটাস-পত্নী পোর্শিয়া, কেসিয়াস, ক্যাস্কা, সিসিরো, ডিসিয়াস্ প্রভৃতি [illegible] স্ত্রী পুরুষ এবং অন্যান্য বিস্তর লোক সমবেত হইয়া, এই উৎসব-কার্য্য [illegible] করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন গণৎকারও উপস্থিত [illegible] আণ্টনি সেই উৎসবে দৌড়িবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিজার [illegible] লেন। এজন্য তিনি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কালপূর্ণিয়া [illegible] পথে আণ্টনি দৌড়িবেন, তুমি ঠিক সেই পথেই দাঁড়াইও।" [illegible] আণ্টনিকে বলিলেন, "আণ্টনি! যখন তুমি দৌড়িবে, কালপূর্ণিয়ার হস্ত [illegible] করিতে ভুলিবে না।"

আণ্টনি। তাহা আমার মনে থাকিবে। যখন সিজার বলেন,—ইহা কর, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়।

যে দৈবজ্ঞ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেই জনতার ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সিজার!——"

সিজার। কে আমায় ডাকে?

কাস্কা। সব গোলযোগ নিস্তব্ধ করো,—একবার তোমরা সকলে থ..মা।

সিজার। এই জনতার মধ্যে কে আমায় আহ্বান করিল? আমি মন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিলাম যে, উচ্চ সঙ্গীত অপেক্ষাও এই স্বর তীক্ষ্ণ।—কি বলিবে, বলো? সিজার শুনিবার জন্য প্রস্তুত।

দৈবজ্ঞ। সিজার! মার্চ্চমাসের ১৫ই তারিখ স্মরণ রাখিও।

সিজার। এ লোকটা কে?

ব্রুটাস্। একজন দৈবজ্ঞ। বলিতেছে যে, মার্চ্চমাসের ১৫ই তারিখ স্মরণ রাখিও।

সিজার। উহাকে আমার সম্মুখে আসিতে দাও। আমি উহার মুখখানা একবার দেখিতে চাই।

কাসিয়াস্। জনতা ভেদ করিয়া তুমি এস,—সিজারের সম্মুখীন হও।

দৈবজ্ঞ সম্মুখে উপস্থিত হইলে সিজার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইমাত্র তুমি আমায় কি বলিলে?—আবার বলো।"

দৈবজ্ঞ। মার্চ্চমাসের ১৫ই তারিখ স্মরণ রাখিও।

সিজার। এ ব্যক্তি প্রলাপ বকিতেছে। ইহাকে যাইতে দাও। এস, আমরা উৎসব সম্পন্ন করি।

তখন একে একে সকলেই সেই উৎসবে যোগদান করিলেন। সেই বিপুল জনতা তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কেবল ব্রুটাস ও কাসিয়াস, কি ভাবিয়া, সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(৩)

সিজারের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত, তাঁহার শত্রু-সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার শত্রুগণ সকলেই কিছু নীচপ্রবৃ ছিলেন না।—সিজারের সর্ব্বোচ্চ পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, অনেকেই বি বহ্নিতে জলিতে থাকিলেও, কেহ কেহ সেদিক না ভাবিয়া, সিজারের এই পদবৃদ্ধিতে দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে,—এই আশঙ্কায়, সিজা শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারিণী, বুদ্ধি ও

তা,—অন্যের অনধিগম্য, এবং স্বদেশহিতৈষিতা তাঁহাদের হৃদয়ে দেবতা-স্বরূপ হইয়া, অন্তরে চিরজাগরূক ছিল। সেই স্বদেশ,—যাহার জন্য জীবন ও মৃত্যু দুই-ই একই চক্ষে—একই ভাবে দেখিতে, যাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না,—তাঁহাদের আশঙ্কা, পাছে সিজার এই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা-সুখ চিরদিনের জন্য ঘুচাইয়া দেন। এইরূপ চিন্তা হইতেই তাঁহারা সিজারের বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রুটাস ইহাঁদেরই অগ্রণী। নহিলে, ব্রুটাস সিজারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু,—সিজারের পদগৌরবে তিনি উল্লসিত এবং সিজারের মঙ্গল-কামনায় তিনি মুক্তপ্রাণ। কিন্তু একদিকে বন্ধুর প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ, অন্যদিকে স্বদেশবাৎসল্য।—ব্রুটাস আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিতে পারেন, কিন্তু স্বদেশের ধূলি-কণাও, অধীনতা-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে দিতে পারেন না।

আজ এক এক করিয়া, যখন সকলে সেই মহোৎসবে যোগদান করিলে ব্রুটাস্ তখন চিন্তিত মনে দাঁড়াইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। ব্রুটাস্ নিজের পথে একাকী ছিলেন না। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত প্ৰ... ভাবে কেহ তাঁহার সহিত যোগদান করে নাই।

ক্যাসিয়াস্‌ও সিজারের উন্নতির পথে একজন অন্তরায় স্বরূপ বটে, কিন্তু যে মহতী আশায় ব্রুটাস্,—প্রিয়বন্ধু সিজারের শত্রুস্থানীয় হইয়াছিলেন, সে মহতী ...শা ক্যাসিয়াসের আদৌ ছিল না। পরন্তু সিজারের গৌরব-শ্রীতে ক্যা...য়াস ...র। ক্যাসিয়াসের একটা বিশেষ শক্তি ছিল যে, লোকের মনোভা... ...হার সহিত শীঘ্র মিশিতে পারিতেন এবং একজোটে কাজ করিতে ... তাই ক্যাসিয়াস্ যখন দেখিলেন, ব্রুটাস্ সি...রের সহিত যোগ ...ন না, তখনই তিনি বুঝিলেন, ভিতরে কিছু রহস্য আছে। সেই রহস্য জানিবার জন্য তিনিও উৎসবে ...গদান না করিয়া, ব্রুটাসের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। অথচ মুখে ব্রুটাস্‌কে জিজ্ঞাসিলেন,

"তুমি কি এই উৎসব দেখিতে যাইবে?"

ব্রুটাস্। না।

ক্যাসিয়াস্। আমি অনুরোধ করি, তুমি চল।

ব্রুটাস্। আমার মন বড় ভালো নাই। আণ্টনি যেমন ক্রীড়া-কৌতুকে

উৎসাহ [illegible] আমার তেমন উৎসাহ নাই, কিন্তু কাসিয়াস্, তোমার ই[illegible] আমি বাধা দিতে চাহি না। তুমি যাইতে ইচ্ছা করো,—যাও।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস্! আজ কয়দিন আমি তোমায় বিশেষভাবে দেখিতেছি। তোমার চক্ষে বন্ধুত্বের সেই করুণা ও স্নেহ আর বড় দেখিতে পাই না। যে তোমায় একান্ত মনে ভালবাসে, তাহার প্রতি তুমি যেন বিপরীত আচরণের ভাব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

ব্রুটাস। কাসিয়াস্! তুমি ভুল বুঝিও না। যদি আমার দৃষ্টির কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা তোমাদিগের প্রতি নহে,—সে আমার নিজের প্রতি। আজ কিছুদিন হইতে মনে কত বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছে! এমন কত চিন্তা আসিয়াছে, যাহা কেবল আমার আত্ম-সম্পর্কীয় বলিয়া মনে করি। তাহাতেই বোধ হয়, আমার বন্ধুগণের প্রতি আমার ব্যবহার কিছু বিপরীত [illegible] কিবে। কিন্তু সেজন্য আমার বন্ধুগণ যেন দুঃখিত না হন, এবং [illegible]স! তুমিও তাঁ[illegible]দের একজন,—তুমিও যেন দুঃখিত না হও। আমা[illegible] এই [illegible]না উপেক্ষা ভাব,—অন্যরূপ না বুঝিয়া, ইহাই বুঝিও যে, ব্রুটাস এখন নিজের স[illegible] নিজেই অবিশ্রাম সংগ্রাম করিতেছে!—তাহাতেই অন্যের প্রতি স্নেহ-ব্যবহারের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস! বস্তুতই আমি তোমার মনোভাব না বু[illegible] [illegible]কা[illegible]াছি। আমিও আমার অন্তরে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লুক[illegible] রাখিয়াছি।—আচ্ছা, বলো দেখি, তুমি কি তোমার মুখ দেখিতে পা[illegible]

ব্রুটাস। না কাসিয়াস! চক্ষু নিজেকেই নিজে দেখিতে পায় [illegible] জিনিস দেখিয়া, তা[illegible]র প্রতিবিম্বে আপনাকে দেখিয়া থাকে।

কাসিয়াস্। ঠিক তাই।—ব্রুটাস্! এ বড় দুঃখের কথা [illegible], তোমার [illegible] দর্পণ নাই, যাহার প্রতিবিম্বে তোমার লুক্কায়িত গুণরাশি তোমার চক্ষে প্রতিভাত হয়,—যাহাতে তুমি তোমার নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও। আমি শুনিয়াছি, রোমের বিস্তর গণ্যমান্য লোক,—কেবল [illegible] ব্যতীত,—[illegible]সের কথায় আনন্দিত হন এবং বর্ত্তমান সময়ের কঠিন শাসন[illegible] একা[illegible] হইয়া মনে মনে বলিতে থাকেন, "হায়! ব্রুটাসের [illegible] চক্ষু থাকিত!—ব্রুটাস যদি নিজেকে নিজে দেখিতে পাইতেন!"

ব্রুটাস। কাসিয়াস্! তুমি কি বলিতে চাও?—যাহা আমাতে নাই, আমার ভিতর তাহা দেখাইবার প্রয়াস করিয়া, তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলিতে চাও?

কাসিয়াস্। ব্রুটাস! তবে শুন,—আমি কি বলিতে চাই! যখন তুমি প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখিতে পাও না, তখন আমি তোমার দর্পণ স্বরূপ হইয়া তোমাকে দেখাই,—তুমি কি! আমার প্রতি সন্দেহ করিও না। যদি আমি একটা শূন্য-হৃদয় ভাঁড়মাত্র হইতাম, কিংবা ভালবাসার কথা কহিয়া নূতন নূতন উপায়ে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম, এবং তোষামোদে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পরে নিন্দায় জর্জ্জরিত করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ভীষণ লোক মনে করিতে পারিতে।—কিন্তু আমি তাহা নহি।

অদূরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। দুইজনে চমকিয়া দাঁড়াইলেন।

---

(৪)

ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের এ কোলাহল? আমার আশঙ্কা হয়, লোক সাধারণ বুঝি বা, সিজারকে রাজ-উপাধি দিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে!"

কাসিয়াস্। তুমি কি ইহা আশঙ্কা করো? তবে বোধ হয়, তুমি ইহা ইচ্ছা করো না যে, সিজার রাজা হউন।

ব্রুটাস। কাসিয়াস্, সত্যই আমি তাহা ইচ্ছা করি না। কিন্তু তবু আমি সিজারকে বড় ভালবাসি।——তুমি আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছ কেন?—তোমার কি বলিবার আছে? সাধারণের হিতের কোন কথা যদি তোমার বলিবার থাকে, তবে এক চক্ষুতে মৃত্যুর ভয় দেখাও, অন্য চক্ষে প্রকৃত সম্মানের ভাব প্রদর্শন করো,—আমি তুল্যরূপে তোমার উভয় চক্ষুই দেখিতে থাকিব! তুমি জানো, মৃত্যুভয় অপেক্ষা সম্মানের মর্য্যাদারক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়?

কাসিয়াস্। ব্রুটাস! তাহা আমি জানি। আমিও যাহা বলিব, তাহাতে নীচতা কিছু নাই। আমি জানি না, তুমি কিংবা অপর ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে কিরূপ

ধারণা করো বা করে। কিন্তু আমার মনে হয়, ভয়পূর্ণ জীবন না থাকাই ভালো। —আজ সিজার যেমন স্বাধীন, আমিও অমনি স্বাধীন জন্মিয়াছিলাম, তুমিও জন্মিয়াছিলে। সিজারও যা খাইয়াছে, তুমি আমিও তাই খাইয়াছি। শীতের দারুণ কষ্ট সিজারও যেমন সহিতে পারে, তুমি-আমিও তেমনি পারি। একদিন যখন প্রবল বাত্যায় টাইবার-বক্ষ আলোড়িত হইতেছিল,—তীর-ভূমি অতিক্রম করিয়া জলরাশি উছলিয়া উঠিতেছিল, সিজার আমায় ডাকিয়া বলিল, "প্রিয় কাসিয়াস্! এস, এই উদ্বেলিত নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দেই।"—আমি তখনি জলে পড়িলাম, সিজারও পড়িল।—জলের সে কি প্রবল প্রতাপ! আমরা সবলে জলরাশি ঠেলিতে ঠেলিতে লক্ষ্যস্থানে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার অগ্রেই সিজার ক্লান্ত হইয়া আমায় বলিল, "আমায় ধরো,—নহিলে ডুবিয়া যাই।" আমিও সেই মহাবল তরঙ্গরাশি ঠেলিয়া, মগ্নপ্রায় সিজারকে রক্ষা করি।—আজ সেই সিজার দেবতার ন্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে!—আর এই কাসিয়াস্ নিতান্ত হতভাগ্য দীনহীনের ন্যায় তাহারই চরণে মস্তক অবনত করিতেছে!——আর এক দিন স্পেনে, ভীষণ মূর্চ্ছারোগে সিজার যখন নিতান্ত কষ্ট পাইতেছিলেন,—তাঁহার ওষ্ঠাধর মলিন হইয়া গিয়াছিল, এবং যে চক্ষু আজি জগৎকে চমকিত করিতেছে, সেই চক্ষু জ্যোতিঃহীন হইয়াছিল;—যে জিহ্বা আজি প্রতি কথা রোমবাসীর গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতে বলে, সেই জিহ্বা সেদিন শুকাইয়া আর্ত্ত বালিকার ন্যায় আমার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিল!——হায় ঈশ্বর! সেই ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বলহৃদয়,—আজি জগতের কর্ত্তা!

পুনর্ব্বার সেই আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল।

ব্রুটাস। পুনর্ব্বার সেই কোলাহল! আমার বোধ হয়, আরও কিছু নূতন সম্মান সিজারকে প্রদত্ত হইল।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস! তুমি বুঝিতেছ না, এই ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে,—আর আমরা তাহার পদপ্রান্তে থাকিয়া, সারাটা জীবন অতিবাহিত করিব! মানুষ কখন কখন তাহার অদৃষ্টের উপরও প্রভুত্ব করিয়া থাকে। ব্রুটাস, আমাদের অদৃষ্টের দোষ কিছুই নাই। দোষ আমাদের নিজেদেরই।——ব্রুটাস ও সিজার নামে প্রভেদ কি? সিজার নামেই বা এমন কি

মোহিনী শক্তি! তোমার নাম না হইয়া, কেনই বা সিজারের নাম এত উচ্চ কণ্ঠে নিনাদিত! এক সঙ্গে দুই না লিখিয়া দেখ, তোমার নামও তেমনি সুন্দর! মুখে উচ্চারণ করো, সেইরূপই হইবে। ওজন করিয়া দেখ, তুল্য পরিমাণ হইবে। নামে জগৎ কম্পিত করো,—সিজার নামেও যেমন, ব্রুটাস নামেও তেমনি কম্পিত হইবে। সিজার এমন কি খাদ্য পাইয়াছেন, যাহাতে এত বড় হইলেন?—হে কাল! তোমার কি কলঙ্ক!—হে রোম! মহৎ ও উন্নত চরিত্র তুমি চিনিলে না!

ব্রুটাস। কাসিয়াস, তুমি যে আমায় ভালবাস, তাহাতে আমি সন্দেহ করি না। তুমি আমাকে কি বলিবে, তাহা আমি কতক বুঝিতেছি। এসম্বন্ধে আমি অনেক ভাবিয়াছি,—সে সকল পরে বলিব। এখন সস্নেহে তোমায় অনুরোধ করি, আমাকে তুমি আর উত্তেজিত করিও না। যাহা তুমি আমাকে বলিয়াছ, তাহা বিবেচনা করিব; এবং অবশিষ্ট যাহা তোমার বলিবার রহিল, তাহা পরে শুনিব। এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, ব্রুটাস একজন সামান্য পল্লীবাসী হইয়াও থাকিতে পারে, তথাপি এরূপ কঠিন সময়ে, রোমের "একজন" বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না।

কাসিয়াস্। তবু ভালো,—আমার কথায়ও ব্রুটাসের ভিতর এতটুকুও অগ্নিকণা জ্বলিয়াছে!

এই সময় উৎসব সমাপনান্তে, সপারিষদবর্গ সিজার ফিরিতেছিলেন। সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য, ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্,—আপনাদের দলভুক্ত কাস্কাকে আহ্বান করিলেন।

---

(৫)

উৎসব হইতে ফিরিবার পথে সিজার আণ্টনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আণ্টনি, আমি এমন লোক চাই, যাহারা বেশ স্থূলকায়, মস্তিষ্কের গঠন বেশ স্বাভাবিক, এবং রাত্রিতে যাহারা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়।—ঐ যে কাসিয়াস্কে দেখিতেছ, উহার চক্ষু বড় ভীষণ এবং ও, অনেক ভাবে। এইরূপ লোক বড়ই ভয়ানক হইয়া থাকে।"

আণ্টনি। সিজার, উহাকে ভয় নাই। কাসিয়াস্ একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি,—উহা হইতে কোন আশঙ্কা নাই।

সিজার। কাসিয়াস্ কিছু স্থূলকায় হই... ভাবিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমি ভয় করি না। তথাপি যদি আমায় ভয় করিতে হয়, তো আমার বোধ হয়, কাসিয়াস্ ছাড়া আর কাহাকে ভয় করিতে হয় না। ও, বড় বেশী দেখে, বেশী বুঝে। কে কি ...রে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, ও, নিরীক্ষণ করে।—তোমার মত কোন ক্রীড়া-কৌতুকে উহার আসক্তি নাই,—সঙ্গীতে উহার অনুরাগ নাই,—কচিৎ ওকে হাসিতে দেখা যায়;—যদি হাসে, তবে তাহাতে উহার অন্তরের ঘৃণা প্রকটিত হয় মাত্র। কাহাকে বড় দেখিলে, উহার মনে অসুখের সীমা থাকে না। এই জন্য এই শ্রেণী...ক বড়ই ভীষণ হইয়া থাকে।—কিন্তু আমি জুলিয়াস্-সিজার, ইহা ... জানিও,—আমি ...হাকে ভয় করি না। তবে যদি কাহাকে ভয় করিতে হয়, তো ঐ শ্রেণী...কেই করি। তাই কাসিয়াসের প্রকৃতি এমনি করিয়া বিশ্লেষণ করি...।—আচ্ছা, বলো দেখি, উহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা?

কাসিয়াস্ সম্বন্ধে নানা ক... ...ে, উভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আর এদিকে ব্রু... ...সিয়াসের আহ্বানে,—কাস্... তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ... কাহতে কহিতে

ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করি...টাস ও কা...স্কা, আজিকার দিনের ব্যাপার..., আমায় সবিশেষ বলো।—সিজারকে যেন কিছু বিষণ্ণ দেখিলাম।"

কাস্কা। কেন, তুমি কি সঙ্গে ছিলে না? সিজারকে রাজ-মুকুট প্রদত্ত হইয়াছিল যে! কিন্তু সিজার তাহা গ্রহণ করেন নাই। এজন্য লোক-সাধা... আনন্দ-কোলাহল করিয়াছিল।

ব্রুটাস। দ্বিতীয়বার কোলাহলের কারণ কি?

কাস্কা। সেও ঐ জন্য।

কাসিয়াস্। তিনবার কেন কোলাহল হইয়াছিল?—শেষ-কোলাহলের কারণ কি?

কাস্কা। সেও ঐ জন্য।

ব্রুটাস। তবে কি তিনবারই রাজ-মুকুট প্রদত্ত হইয়াছিল।

কাস্কা। তিনবারই হইয়াছিল;—কিন্তু তিনবারই সিজার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।—তাহাতেই সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল।

তখন কাস্কা একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন।

আণ্টনি, সিজারকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্যের পরামর্শ পূর্ব্ব হইতেই অবধারিত হইয়াছিল। এ সময় রোমের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সাধারণ-তন্ত্র একরূপ অদৃশ্য হইতেছিল। এবং সিজার এরূপ প্রবল ও শক্তিধর পুরুষ হইয়া সর্ব্বোপরি আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন যে, সকলেই অনুমান করিল, বুঝি বা রোমের চির-স্বাধীনতা-তন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া, রোম সিজারের অধীন হয়। এই আশঙ্কা হইতেই বিস্তর সম্ভ্রান্ত ও শক্তিমন্ত ব্যক্তি সিজারের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। ব্রুটাস তাঁহাদেরই অগ্রণী, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আণ্টনি সিজারের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিও কৌশলে প্রিয়বন্ধুর ক্ষমতা চির-অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ম নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন। মহোৎসব ব্যাপারে, যখন সেই বিরাট জনতার মধ্যে, সিজারের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া, সকলে জয়োল্লাস করিতেছিল, তখন, সুযোগ বুঝিয়া, আণ্টনি রাজ-মুকুট দিয়া, সিজারের সংবর্দ্ধনা করিলেন। লোক সাধারণ চমকিত হইল। সুচতুর সিজার লোকের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, সে মুকুট প্রত্যাখ্যান করিলেন। অমনি সেই সমবেত লোকমণ্ডলী আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। আবার সেইরূপ মুকুট প্রদত্ত হইল, আবার সিজার তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপ আরও একবার হইল,—সিজার দেখিলেন এবং বুঝিলেন, মুকুটগ্রহণ লোকের মনঃপূত হইবে না, পরন্তু তাহা প্রত্যাখ্যানেই জনসাধারণের আনন্দ ও উল্লাস বৃদ্ধি হইবে।—বুদ্ধিমান্ সিজার তখন তাহা আর গ্রহণ করিলেন না। সেই জন্মই আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইল। কিন্তু সিজার অন্তরে প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না, দারুণ অবসাদে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে বলিলেন, "এখানে যদি আমি এমন কিছু বলিয়া থাকি বা করিয়া থাকি,—যাহা সকলের মনোমত না হইয়া বরং বিরক্তির কারণই হইয়া থাকে, তবে আমার সে অপরাধ সকলে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রুটাস ও কাসিয়াস,—কাস্কার নিকট কোলাহল-বিবরণ অবগত হইলেন। কাস্কা ও ব্রুটাস স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

তখন কাসিয়াস মনে মনে বলিল, "ঔষধ ধরিয়াছে।——ব্রুটাস, তুমি মহৎ, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু জানিলাম, কৌশলে, মহতের মহত্ত্বও বিচলিত করিতে পারা যায়। এই জন্যই লোকে বলে,—"যে যেমন, তাহার সেই সংসর্গে থাকাই কর্ত্তব্য। কেন না, এমন দৃঢ় কে আছে,—কে অহঙ্কার করিতে পারে যে, প্রলোভনে ও বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হয় না!"—আজ রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষরে রোমের দুর্দ্দশার কথা,—সিজারের অতি-বৃদ্ধির কথা,—ঘোরালো করিয়া লিখিয়া, ব্রুটাসের পাঠাগারে নিক্ষেপ করিব।—ব্রুটাসকে আরও উত্তেজিত করিতে হইবে।"

---

(৫)

সেই দিন রাত্রে বিষম ঝড় ও বজ্রপাতে রোম আন্দোলিত হইল। বিস্তর লোক সেই গভীর রাত্রে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিয়া, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশে চারিদিক ঝলসিয়া উঠিল। সেই দুর্য্যোগ রজনীতে, কাস্‌কা পথে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন ভীষণ ভূকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যায়! বোধ হইল, ভীষণ ঝটিকা, যেন ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে! যেন স্বর্গে দেবগণ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া,—কাস্‌কা সেই সকল দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন অদূরে তাঁহার একজন ভৃত্য তাহার বামহস্ত উত্তোলন করিল, আর অমনি তাহার সেই হস্ত জ্বলিতে লাগিল। কুড়িটা বাতি একত্র করিয়া জ্বালিলে, তাহার তেজ ও শিখা যেমন বর্দ্ধিত বেগে বাহির হয়, এই আলোকও তদ্রূপ। কিন্তু তবুও যেন সেই ভৃত্যের হস্ত দগ্ধ হইল না। কাসকা আরও দেখিলেন, নগরাভ্যন্তর হইতে যেন একটা ভীষণ সিংহ বহির্গত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল, অথচ সেই সিংহ কিছুই না বলিয়া, চলিয়া গেল! তাঁহার বোধ হইল, দূরে যেন ভীষণাকৃতি কতকগুলা স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে;—তাহারা যেন বলিল, "বিস্তর পুরুষ আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে নগরের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।"

রোমের সুবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো,—রোমের বিচার-সভার একজন প্রধান

সভ্য সিসিরো,—সে সময়, যেখানে দাঁড়াইয়া কাস্‌কা এই ভীষণ ঘটনা মানসচক্ষে অবলোকন করিতেছিলেন,—সিসিরো সে সময় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন কাস্‌কা সিসিরোকে সেই ভীষণ দুর্য্যোগ রজনীর কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

সিসিরো। বস্তুতঃ, কাল বড় কুটিল। এখন সকলই সম্ভব। এই সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ, হয়ত কেহ বুঝিবে না; পরন্তু যে যাহার নিজের মন-গড়া এক একটা কারণ উদ্ভাবন করিবে।—তুমি বলিতে পারো, সিজার কাল সেনেট-সভায় উপস্থিত হইবেন কি না?

কাস্‌কা। হাঁ, এইরূপ শুনিয়াছি। আণ্টনি এই সংবাদ লইয়া, আপনার নিকট যাইবেন, এমন কথাও আছে।

সিসিরো। তবে এখন আসি। যে দুর্য্যোগ,—এখন বেড়াইবার সময় নয়।

সিসিরো প্রস্থান করিলে, কাসিয়াস্ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কাসিয়াস্ সিজারের সর্ব্বপ্রধান শত্রু,—সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর যাঁহারা সিজারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য, কাসিয়াসের ন্যায় হীন ও নীচ ছিল না। কাসিয়াস্ কাস্‌কার সহিত, এই দুর্য্যোগময়ী রজনীর সকল কাহিনীর আলোচনা করিতে করিতে, সিজারের কথা উত্থাপিত করিয়া বলিল, "তুলনা করিলে, সিজারে ও এই রাত্রিতে,—কোন প্রভেদ নাই।"

কাসিয়াস্ অল্পে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে সিজারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং কাস্‌কাকে আপন মতাবলম্বী করিয়া বলিল, "আমি সৎপ্রকৃতির বিস্তর রোমবাসীকে এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট করিয়াছি। তাঁহারা প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি। এক্ষণে তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদের মন্ত্রণা যেরূপ ভীষণ,—সেই মন্ত্রণার ফলও যেরূপ ভীষণ,—এই ভীষণ রাত্রিও সেইরূপ ভীষণ! এক্ষণে আমাদের অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। রাত্রি এইরূপ দুর্য্যোগময়ী হইয়া, আমাদের বড়ই সুবিধা করিয়া দিয়াছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সিনা নামে আর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। কাসিয়াস্ সিনার হস্তে কতকগুলি কাগজ দিয়া

বলিল, "তুমি এই এই কাগজগুলি ব্রুটাসের গবাক্ষ-দ্বার দিয়া তাঁহার পাঠাগারে নিক্ষেপ করিবে। আর এই এই কাগজ,—সেই প্রাচীন রোমের গৌরব স্থানীয়—সেই ব্রুটাসের মূর্ত্তিতে সংস্থাপিত করিবে। *

সিনা কাগজগুলি লইয়া সেইরূপ করিল। কাস্‌কা ও কাসিয়াস্‌ অন্যত্র প্রস্থান করিল।

---

(৬)

সেই রাত্রে ব্রুটাস্‌ আপন উদ্যানস্থ গৃহে বসিয়া, রোমের বিষয়,—তাহার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। বর্ত্তমানের এই যে অবস্থা, ইহার পরিণাম কি,—সিজারের এই যে পদবৃদ্ধি, ইহার সহিত ভবিষ্যতের ভালোমন্দ কতটা নির্ভর করিতেছে,—এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন, সিজারের মৃত্যু ভিন্ন রোমের উদ্ধারের আশা নাই।

তবে, সিজার কি রোমের শত্রু? যে সিজার নিজ বাহুবলে বহু দেশ, বহু সাম্রাজ্য রোমের অধীন করিয়া সম্যকপ্রকারে রোমের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শত্রু? শত শত সুন্দর অট্টালিকায় ও নানাবিধ অপূর্ব্ব শিল্পে যিনি রোম নগরীকে এমন শোভাময়ী করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শত্রু? শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে,—যিনি রোমকে পৃথিবীর আদর্শস্থল করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শত্রু? শত্রু কি মিত্র, তাহা তিনি জানেন, আর তাঁহার প্রতিযোগী বন্ধুবর্গই বলিতে পারেন? সিজার সামান্য অবস্থা হইতে এক্ষণে রোমের একরূপ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন। দেশের বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্‌, বহুমান্য সেনেট-সভার সভ্যগণের উপরও তাঁহার প্রভুত্ব প্রসারিত হইয়াছে। এমন কি, রোমের চিরন্তন নানা স্বাধীন বিষয়ের উপরও সিজার হস্তক্ষেপ করিতেছেন। বাক্যে ও কার্য্যে,—আপামর সাধারণকে তিনি এমন মুগ্ধ করিয়াছেন যে, সকলেই বুঝি, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতেও পারে!

---

* এই ব্রুটাস টার্কুইন বংশধরদিগের অত্যাচার হইতে প্রাচীন রোম চিরস্বাধীন করিয়াছিলেন।

তবুও সেই সব লোকবৃন্দ,—সেই মহোৎসব-ব্যাপার-কালে, সিজারকে রাজ-উপাধিদানে অসম্মত হইয়াছিল। কেন না, সমগ্র রোম-সাম্রাজ্যে, তাহাদিগের ব্যক্তিগত যে টুকু অধিকার, রোম এক রাজার শাসনাধীন হইলে, তাহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে,—ইহা তাহারা স্পষ্টই বুঝিত। স্বদেশ-বৎসল ব্রুটাস, স্বদেশের মঙ্গলকামনায়, এই সকল বিষয় গভীর নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিলেন। যে দিক্ দিয়া যতদূর ভাবা সম্ভব, সেই দিক দিয়া ততদূর ভাবিলেন। ভাবিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন,—সিজারের পতন ভিন্ন রোমের মঙ্গল নাই।

ব্রুটাস মনে মনে বলিলেন,

"আমি দেখিতেছি, সিজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণ নাই। আমি সাধারণের জন্যই ভাবিতেছি। এবং ভাবিয়া দেখিলাম, সিজারের মৃত্যু ভিন্ন রোমের স্থায়ী-মঙ্গল অসম্ভব। কেহ কেহ সিজারকে রাজা করিতে চায়;—যদি তাহাই হয়? রোমের জন্য সিজার যথেষ্ট করিয়াছেন, সে কথা স্বীকার্য্য। সেজন্য সেনেট-সভার মনস্বী সভ্যগণের কেহ কেহও তাঁহাকে রাজ-উপাধি প্রদান করিতে চান। কিন্তু ইহার ফলে সিজারের স্বভাবের কি বিষম পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমার বোধ হয়, সিজারকে রাজা করিলে, আমরা যেন আপনা হইতে তাঁহার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ হুল সংলগ্ন করিয়া দিব,—তদ্দ্বারা তিনি নিজের ও অন্যের যথেচ্ছা বিপদ ঘটাইতে পারেন। সুচিন্তা ও কোমলভাব,——ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যতই উচ্চপদে উন্নীত হইবে, ততই সে তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে থাকিবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ পর্য্যন্ত সিজারের ক্ষমতার অপব্যবহারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।——আমার চিন্তা ভবিষ্যৎ লইয়া। যাহারা উচ্চাভিলাষী ও এইরূপ একাধিপত্য স্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহারা অতি ধীরে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে থাকে। পরে যখন লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়, তখন তদূর্দ্ধে শূন্যপানে চাহিয়া, নিম্ন সোপান-গুলি ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে।—ইহাই স্বাভাবিক;—ইহাই প্রতিনিয়ত দেখা গিয়া থাকে।—সিজারও সেইরূপ করিতে পারেন। যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রত্যক্ষ কারণ আজিও হয় নাই এবং তাঁহার অপরাধ পরিষ্কার

বুঝানো যায় না, তথাপি ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সিজারকে এইরূপ বাড়িতে দিলে, ভবিষ্যতে নানা বিপদ ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহাকে সর্প-ডিম্বের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে; এবং সেই ডিম্বকে কালসহকারে বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া, সেই ডিম্বেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে হইবে।—অন্ততঃ এইরূপ করাই উচিত।"

ব্রুটাস ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া পাঠাগারে দীপ জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য দীপ জ্বালিতে গিয়া, জানেলার নিকট কতকগুলি কাগজ কুড়াইয়া পাইল, ও তাহা প্রভুকে আনিয়া দিল।

ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতে পারো, কল্য মার্চ্চ মাসের পনের তারিখ কি না?

ভৃত্য। আজ্ঞা, তাহা আমি জানি না।

ব্রুটাস। পঞ্জিকা দেখিয়া এখনি তাহা আমাকে বলিয়া যাও।

ভৃত্য প্রস্থান করিল। ব্রুটাস সেই কাগজ গুলি পড়িতে লাগিলেন। তখন আকাশে ঘন ঘন বিজলী খেলিতেছিল। সেই চকিতালোকে ব্রুটাস একটা কাগজে পড়িলেন,—কোথাও লেখা আছে,—"ব্রুটাস্! তুমি এখনও নিদ্রিত রহিয়াছ,—জাগ্রত হও।" কোথাও লেখা আছে,—"উঠ, মারো,—রোমের দুঃখ দূর করো।" এইরূপে কাগজগুলি পড়িতে পড়িতে ভাবিতে লাগিলেন, "এইরূপ লেখা আমি প্রায়ই পাইয়া থাকি। রোম কি তবে সত্য সত্যই একের শাসনাধীনে আসিবে? তবে রোম!—যে রোমে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ অপূর্ব্ববীরত্বে টার্কুইন বংশধরগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন, সেই রোমে পুনর্ব্বার রাজা?—"উঠ, জাগ্রত হও,—রোমের দুঃখ দূর করো"—আমি পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুরুদ্ধ হইতেছি।——তাহাই হইবে! হে রোম! আমি তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।——ব্রুটাস তোমার দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইল।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মার্চ্চমাসের চতুর্দ্দশ দিন অতিবাহিত,—কল্যই পনের তারিখ!

দ্বারে কে আঘাত করিল। ভৃত্য সংবাদ লইতে গেল।

ব্রুটাস ভাবিতে লাগিলেন, "যে অবধি কাসিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করিয়াছে, সে অবধি আমার নিদ্রা নাই। যখন কোন ভীষণ চিন্তা

মনে জাগে, তখন,—এবং যে পর্য্যন্ত না সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত হয়,—সেই অবধি,—ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অতিবাহিত করিতে হয়।—মনুষ্যের শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিচারশীল আত্মার সে পর্য্যন্ত কি একটা পরামর্শ চলিতে থাকে। মনুষ্যের অবস্থা তখন,—বিপ্লবপীড়িত একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে।"

সেই সময় কাসিয়াস ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীগণ তথায় উপস্থিত হইল।

---

(৭)

কাসিয়াস ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি,—ব্রুটাসের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাসিয়াস বলিল, "ব্রুটাস! আজ আমরা তোমার বিশ্রামসুখে বাধা দিয়া, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিলাম।"

ব্রুটাস। আমি এ পর্য্যন্ত জাগ্রতই আছি,—নিদ্রা যাইতে পারি নাই।—এখানে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা সকলেই কি আমার পরিচিত?

কাসিয়াস। আবরণ দ্বারা ইহাঁদের সকলেরই মুখ আচ্ছাদিত বটে; কিন্তু ইহাঁরা সকলেই তোমার পরিচিত। এবং ইহাঁরা সকলেই তোমাকে সম্মান করিয়া থাকেন।

এই বলিয়া একে একে সকলের পরিচয় দিয়া, কাসিয়াস সকলকে চিনাইয়া [illegible]ন। ব্রুটাস সেই সমবেত ষড়যন্ত্রকারীদিগের এক উদ্দেশ্য ও এক অভিসন্ধি [illegible]য়া, সকলের করমর্দ্দন করিলেন।

এই অবসরে কাসিয়াস বলিল, "এক্ষণে আমাদের সকলকে শপথ করিয়া সঙ্কল্পগ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্রুটাস। না, শপথের প্রয়োজন নাই। আমি সকলের একাগ্রতা দেখিয়া, সকলের মনের কথা বুঝিতেছি। তার পর আমাদের প্রত্যেকের মনঃকষ্ট,—সর্ব্বোপরি এই বর্ত্তমান অবস্থা। এ সকল ভাবিয়া দেখিলে আমাদের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইতে পারে না। যদি অন্তরের কষ্ট ও কালের অত্যাচার যথেষ্ট কারণ না হইল, তবে মিথ্যা এ জল্পনার প্রয়োজন কি? এখন যে যাহার গৃহে গিয়া বিশ্রামলাভ করুন।—শপথের প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি এই উপস্থিত ব্যক্তি-

গণের অন্তরে আগুন জলিয়া থাকে,—যাহাতে অতি ভীরুরও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে,—তবে, হে স্বদেশবাসীগণ! যে কারণে এই আগুন জলিয়াছে, সেই কারণ কি যথেষ্ট নহে? তাহার উপর আর শপথ কেন? কি শপথ করিতে পারেন? সকলেই সৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট, সকলেই সৎউদ্দেশ্যে সম্মিলিত;—সকলেই জানেন, আমাদের লক্ষ্য কি এবং তাহার পরিণতি কিসে;—তবে আর অন্য শপথের প্রয়োজন কি? ভীরু ও অতি-সতর্ক ব্যক্তি শপথ করুক! মন্দ অভিপ্রায় লইয়া যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়,—যাহাদের প্রতি কাহারও আস্থা নাই,—তাহারাই শপথ করুক। কিন্তু আমাদের এই নির্দ্দোষ সঙ্কল্প,—কোন শপথে দূষিত হইতে দিব না। আমাদের সঙ্কল্প বা কার্য্য শপথ-সাপেক্ষ,—এরূপ মনে ভাবাও দোষ। যে রোমবাসী সৎ উদ্দেশে, যে কথা একবার মুখে আনিয়াছে, সে কথার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না,—ইহা স্থির ও সুনিশ্চিত।

তখন রোমের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বৃদ্ধ সিসিরোর কথা উঠিল। কেহ প্রস্তাব করিল, "সিসিরোকে আহ্বান করিয়া আমাদের দলভুক্ত করা হউক।" কেহ বা এ কথার সমর্থনও করিল। কিন্তু ব্রুটাস বলিলেন, "না, তাহা হইবে না,—সে সঙ্কল্প ত্যাগ করো। সিসিরো অন্যের অনুসরণ করেন না,—ইহাতে তিনি নিশ্চয়ই যোগ দিবেন না।"

তখন আর একজন বলিল, "তবে কি কেবল সিজারই আমাদের লক্ষ্য? তাঁহার সঙ্গে আর কাহাকেও লইলে হয় না?"

কাসিয়াস্। তুমি যথার্থই বলিয়াছ! আমার মনে হয়, সিজারের প্রিয় এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপ যে আণ্টনি, তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে লইলেই ভালো। আণ্টনি বড়ই কৌশলী; মনে করিলে, আণ্টনিও অনেক অনিষ্ট করিতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি, উভয়কেই এক সঙ্গে মারা উচিত।

ব্রুটাস। কাসিয়াস্, একটু ভাবিয়া দেখ,—ব্যাপার বড় গুরুতর. এ যেন ক্রমশই একটা বিদ্বেষ ও হিংসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। আণ্টনি তো সিজারের একটা শাখা-স্বরূপ।—সিজারকে মারিয়া, পরে আণ্টনিকে মারিলে লাভ কি? কাসিয়াস্, আমরা কসাই নই,—যে, যাহাকে পারিব, মারিব। কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য সিজারকে বলিদান করিবার সঙ্কল্প করিতেছি,—নীচ হিংস্রকের ন্যায় সিজারের রক্তপাত করিবার জন্য দাঁড়াই নাই। সিজারের

আত্মা দেশের জন্য বলি দিব। তবু হায়! সিজার রক্তাক্ত হইবে!—বন্ধুগণ! এস, আমরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, বরং সাহসের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হই। যেন আমরা সিজারকে বলি দিয়া,—সেই বলি, দেবতার ভোগে উৎসর্গ করিতে পারি;—কুক্কুরে যেন তাহা স্পর্শ করিতে না পারে! তাহা হইলে আমাদের এই কার্য্য,—হিংসার ফলস্বরূপ না হইয়া, বরং অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে। এবং লোকে আমাদিগকে হত্যাকারী না বলিয়া, প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়াই জানিবে।—আণ্টনির কথা ভাবিও না। সিজার নিহত হইলে, আণ্টনির কোন শক্তিই থাকিবে না। দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে, হস্তের আর শক্তি কি?

কাসিয়াস্। তবু, আমি তাহাকে ভয় করি! তুমি জানো, সিজারের প্রতি আণ্টনির কি প্রগাঢ় ভালবাসা!

ব্রুটাস। কিছু ভাবিও না। আণ্টনি না হয়, এই পর্য্যন্তই করিবে,—সিজারের দুঃখে আত্মঘাতী হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে!

ঘটিকায় তখন তিনটা বাজিয়া গেল। রাত্রি শেষ হইতে অল্পই বাকী। তখন সকলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত [illegible] কাসিয়াস বলিল, "সব তো ঠিক হইল। এখন কল্য প্রাতে সিজার যে, সেনেট-সভায় নিশ্চয়ই যাইবেন, এমন কথা কি? আপনারা সকলেই জানেন, সিজার আজকাল কিছু [illegible]মনা হইয়াছেন। তার উপর গণৎকারেও তাঁহার ভাবী [illegible] কথা বলিয়া[illegible] [illegible] উপর আবার আজ রাত্রের এই নানা অসম্ভাবী ঘটনা!—কে বলিতে পারে, সিজার কাল আদৌ বাটী হইতে বাহির হইবেন কি না?"

তখন ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্য হইতে ডিসিয়াস্ নামে এক ব্যক্তি বলিল, "সে ভার আমার উপর রহিল। আমি তাঁহাকে যেরূপে পারি, হাজির করিব। সিজার বড় আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভাল বাসেন। ভল্লুক যেমন দর্পণে, হস্তী যেমন গহ্বরে, সিংহ যেমন জালমধ্যে প্রতারিত হয়,—আত্মযশোলিপ্সু মানুষও সেইরূপ চাটুকারদিগের স্তুতিবাক্যে প্রতারিত হইয়া থাকে। আমি যদি বলি যে, সিজার চাটুকারদিগকে বড় ঘৃণা করেন, তবে সিজার বড় [illegible] এবং সেই কথাতেই একেবারে গলিয়া যান!—এই খানেই সিজারের মহাদুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই দুর্ব্বলতার সময়ে তাঁহার উপর বেশ এক চাল চালা যায়।—এখন একটা সময় নির্দ্ধারিত হউক।"

ব্রুটাস। প্রাতে আটটার মধ্যেই তাঁহাকে সেনেট-সভায় আনা চাই,—ইহাই আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় রহিল।

সকলে একে একে প্রস্থান করিল। ব্রুটাস্ একাকী বসিয়া রহিলেন। তখন ব্রুটাস-পত্নী পোর্সিয়া সহসা সেই কক্ষে উপনীত হইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে ব্রুটাসকে সম্বোধন করিলেন।

---

(৮)

ব্রুটাস্। পোর্সিয়া! এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই,—তুমি এখনি উঠিয়াছ কেন? এবং এখানেই বা কেন? তোমার কোমলদেহ এই শীতল বায়ুর উপযোগী নহে।

পোর্সিয়া। তোমার দেহও তো নহে!—ব্রুটাস্, তুমি লুকাইয়া আমার শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ!—গত রাত্রে আহার করিতে করিতে, হঠাৎ উঠিয়া, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধ[illegible] কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলে! কত করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কিছুই বলিলে না। বরং বড় নিষ্ঠুর বিরক্তিকর দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া গেলে! তবুও আমি কারণ জিজ্ঞাসা ক[illegible]ইলাম না। তখন তুমি মস্তকে করাঘাত করিয়া, ভূমিতে দৃঢ়রূপে পদাঘাত করিলে। আবার তোমাকে কারণ জিজ্ঞাসিলাম, পুন[illegible] তুমি অধৈর্য্য হইলে, ও আমাকে তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে। কাজেই আমি চলিয়া গেলাম। কি জানি, আমি থাকায় যদি তোমার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হয়,—এই ভাবিয়া চলিয়া গেলাম।—হাঁ, সময় সময় মানুষের উপর এইরূপ এক একটা অসহ্য দুঃখের ভার পড়ে বটে!—মানুষ তাহাতে অস্থির হয়।——ব্রুটাস্! আমায় বলো, তোমার দুঃখের কারণ কি?

ব্রুটাস্। আমার শরীর ভালো নাই,—তা' ছাড়া আর কিছুই নহে।

[illegible]। ব্রুটাস্ বিবেচক;—শরীর যদি ভালো না থাকিবে, তবে শরীর সুস্থের [illegible] যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতেন।

ব্রুটাস্। কেন, তাহাও তো আমি করি।—পোর্সিয়া, তুমি গি[illegible] শয়ন করো।

পোর্সিয়া। ব্রুটাস্ পীড়িত? তবে তিনি এমনি উন্মুক্ত দেহে এই শীতল বায়ু কেন লাগাইবেন?—ব্রুটাস্ পীড়িত?—তবে শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রির এই দূষিত বায়ু কেন স্পর্শ করিবেন?——না ব্রুটাস্! আমায় প্রতারিত করিও না। এ পীড়া তোমার দেহে নয়,—মনে। তাহা জানিবার অধিকার আমার সম্পূর্ণরূপেই আছে। আমি এই নতজানু হইয়া, তোমাকে আমার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য স্মরণ করাইয়া,—প্রণয় ও ভালবাসার সকল অঙ্গীকার,—যে অঙ্গীকারে তোমায় আমায় আজ এক,—সেই সকল স্মরণ করাইয়া, আমি প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে বলো,—তোমার দুঃখের কারণ কি? দেখ, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী; তোমার সকল কথা জানিবার অধিকার আমার আছে। কেন, কিসের তোমার এত দুঃখ? আর কাহারাই বা তোমার নিকট এই গভীর নিশীথে আসিয়াছিল?

পতিপ্রাণা পোর্সিয়া নতজানু হইয়া ব্রুটাসের মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

ব্রুটাস্। পোর্সিয়া, নতজানু হইও না।

পোর্সিয়া। ইহার আবশ্যক ছিল না, যদি তুমি আমার কথা রাখিতে!—ব্রুটাস্, তুমি নাই বলো,—কিন্তু বিবাহকালে এমন কোন অঙ্গীকার ছিল কি, যে, তোমার কোন গোপনীয় বিষয়,—মনঃকষ্টের বিষয় আমি জানিতে পারিব না? তবে আমি কি কেবল তোমার সুখের অংশই গ্রহণ করিব? এবং আনন্দে, উৎসবে, শয়নে ও ভোজনে তোমার সঙ্গিনী মাত্র হইব? ইহার বেশী যদি কিছু না হয়, তবে পোর্সিয়া ব্রুটাসের ধর্ম্মপত্নী নহে,—উপপত্নী মাত্র।

ব্রুটাস্। তুমি আমার বহু সম্মানিতা, পরম গুণবতী স্ত্রীরত্ন।—আমার এই কাতর হৃদয়ে যে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে, তুমি তাহা অপেক্ষাও আমার প্রিয়।

পোর্সিয়া। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমার এই গোপনীয় বিষয়টি [illegible] —আমায় বলো। আমি স্বীকার করি, আমি স্ত্রীলোক,—তোমার গোপ[illegible] কথা হয়ত গোপন রাখিতে পারিব না। কিন্তু আমি এমন স্ত্রীলোক,—যা[illegible] ব্রুটাস, ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! আমি স্ত্রীলোক স্বীকার [illegible] কিন্তু আমি কেটোর কন্যা! তুমি কি মনে করো যে, এইরূপ উ[illegible]

ব্যক্তির কন্যা, এবং এইরূপ স্বামীর পত্নী,—সাধারণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও সবল নহে? তোমার কথা আমায় বলো,—আমি তাহা প্রকাশ করিব না।—এই দেখ, আমার জানুতে, আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া, কি দারুণ অস্ত্রাঘাত করিয়াছি! তুমি কি এদৃশ্য কোথাও কখন দেখিয়াছ? ধীরভাবে এ যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিলাম,—আর আমার স্বামীর গোপনীয় কথা গোপনে রাখিতে পারিব না!

ব্রুটাস্। হে দেবতামণ্ডলি! আমি যেন এই সাধ্বী রমণীর অনুপযুক্ত না হই!——পোর্সিয়া! মিনতি করি, এখন তুমি যাও, সকল কথাই যথাসময়ে তুমি জানিতে পারিবে।—ঐ শুন, আমায় কে আহ্বান করিতেছে।

---

(৯)

সেই দিন রাত্রে সিজার-পত্নী কাল্‌পূর্ণিয়া নিদ্রিতাবস্থায় ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া, তিন চারিবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন,—"রক্ষা করো—রক্ষা করো,—সিজারকে হত্যা করিও না।" সিজার তাহা নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। পরে কাল্‌পূর্ণিয়া জাগ্রত হইলে, সিজারকে প্রভাতে বাটীর বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সিজার তাহা শুনিলেন না। বলিলেন, "আমাকে বাহির হইতেই হইবে। ভয়, আমার পশ্চাৎ হইতে আমাকে ভয় দেখাইতে পারে; কিন্তু সিজারের মুখপানে চাহিলে, ভয় ভয়ে পলায়ন করিবে!"

কাল্‌পূর্ণিয়া তথাপি আগ্রহ সহকারে নিষেধ করিতে লাগিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, গত রাত্রে অনেকে অনেক ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটা সিংহ যেন পথে প্রসব করিয়াছে;—কবর সকল মুখব্যাদান করিয়া মৃতদেহ সকল উত্তোলন করিয়াছে; দুর্দ্দান্ত বীরগণ যেন মেঘমধ্যে সংগ্রাম করিয়াছে;—চারিদিকে শোণিতপাত হইয়াছে;—অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ,—যেন চারিদিক পূর্ণ করিয়াছে, এবং প্রেতযোনি পথের চারিধারে বিকট চীৎকার করিয়াছিল।——প্রিয়তম, এই কথা অবধি আমি বড় ভয় পাইয়াছি।—আজ আমি তোমাকে বাটীর বাহির দিব না।"

সিজার। ইহার জন্য এত ভয় কেন? এ সকল ঘটনা সকলের পক্ষেও যেমন, সিজারের পক্ষেও তেমনি!

কালপূর্ণিয়া। যখন কোন সামান্য ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করে, তখন কি শূন্যমার্গে ধূমকেতু বা আর কিছু দৃষ্ট হয়? কিন্তু যখন কোন বড় লোক ইহলোক ত্যাগ করে, তখন সমগ্র আকাশ যেন জ্বলিতে থাকে!

সিজার। যাহারা ভীরু, মরণের পূর্ব্বে, কতবারই তাহাদের মৃত্যু ঘটে! কিন্তু যে বীর, মৃত্যুর পরীক্ষা তাহাকে একবার মাত্র দিতে হয়। মানুষ ভয় করে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!—ইহার বাড়া বিস্ময় আমি আর কিছু জানি না। কারণ ইহা স্থির নিশ্চয় যে, মৃত্যু সকলকেই একবার ধরিবে।

সিজার ভৃত্যকে পুরোহিতগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, যেন দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলাফল তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, সিজার আজ বাটির বাহির হন, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। কারণ সকলেই দেখিয়াছে যে, সেই বলির জীবের দেহে প্রাণ ছিল না।—ইহা নিতান্ত অশুভ চিহ্ন।

ভৃত্যের এ কথায় সিজার দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "সিজার সেই প্রাণহীন পশুর ন্যায় হইবে,—যদি ভয়ে আজি গৃহমধ্যে অবস্থান করে!—না, তাহা হইবে না,—ভয় বিশেষরূপ জানে যে, সিজার তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ। ভীতি এবং সিজার দুই জনেই এক দিনে জন্মিয়াছে।—আমি জ্যেষ্ঠ!—সুতরাং ভয় হইতেও আমি ভয়াবহ।"

কাল্পূর্ণিয়া। সিজার,—হায়! আমি দেখিতেছি, তোমার ধৈর্য্য ও জ্ঞান তোমার অধিকতর বিশ্বাসের কারণ হইয়াছে! কিন্তু আমার অনুরোধ, আজ বাটীর বাহির হইও না। তোমার ভয় না হউক,—আমার ভয়ে আমি তোমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই। আমি এখনি আণ্টনিকে দিয়া সেনেট-সভায় বলিয়া পাঠাইতেছি, যে, সিজার আজ অসুস্থ আছেন,—এজন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। দেখ, আমি তোমায় বারবার অনুরোধ করিতেছি,—আমার কথা রাখো।

তখন সিজার নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত গৃহে থাকিতে সম্মত হইলেন।

কিন্তু তাহা হইলে, যাহা ঘটিবার, তাহা তো ঘটে না। এইজন্ত কালরূপে ডিসিয়াস্ তথায় উপস্থিত হইল।

পাঠক অবশ্যই মনে রাখিয়াছেন, ব্রুটাসের সহিত যখন সকলের সলা-পরামর্শ চলিতেছিল, তখন, সিজার প্রাতে সেনেট-সভায় আসিবেন কি না, এই সন্দেহ হইলে, ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে একজন চাঁই, সে ভার লইয়াছিল।—সে চাঁই-চূড়ামণি,—ডিসিয়াস্। এখন কালরূপে ডিসিয়াস্ তাহার বাক্য পালনার্থ সিজার-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। বিধি-লিপি ফলিল।

---

(১০)

সিজার বলিলেন, "ডিসিয়াস্, তুমি গিয়া সেনেট-সভায় সংবাদ দাও, আজ আমি তথায় যাইতে পারিব না।"

কাল্পূর্ণিয়া। বলিবেন, সিজার অসুস্থ আছেন।

সিজার। সিজার কি এই মিথ্যা কথা বলিয়া পাঠাইবেন? শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র কেশ, প্রাচীনবয়ঃ সেনেট-সভ্যগণের নিকট সিজার সত্যের অপলাপ করিবে?—না ডিসিয়াস্! তুমি গিয়া বলো, সিজার আসিতে পারিবেন না।

ডিসিয়াস্। মহাশয়, সেনেটে না যাইবার কারণ আমাকে কিছু জানিতে দিন। নহিলে, আমার কথা শুনিয়া, সকলে আমায় বিদ্রূপ করিবেন।

এই ডিসিয়াস্কে সিজার অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সিজার সরল অন্তরে বলিলেন, "ডিসিয়াস্, যাইবার ইচ্ছা নাই,—ইহাই আমার কারণ। তবে তোমার নিজের জন্য আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কাল্পূর্ণিয়াই আমাকে যাইতে দিতেছেন না। গত রাত্রে উনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন আমার প্রতি-মূর্ত্তি হইতে নির্ঝরিণীর ন্যায় শত শত ছিদ্র হইয়া, তাহার ভিতর হইতে শোণিত উদ্গীরিত হইতেছে। আর যেন অনেক বীর্য্যবান্ রোমবাসী হাসিতে হাসিতে আসিয়া, সেই শোণিতে হাত ডুবাইতেছে। তাহাতেই আমার পত্নী একান্ত ভীতা হইয়াছেন। এবং তাঁহারই একান্ত অনুরোধে ও কাতরপ্রার্থনায়, আমি গৃহে থাকিতে সম্মত হইয়াছি।"

ডিসিয়াস্। এই স্বপ্নের অর্থ বিপরীতভাবে বুঝা হইয়াছে। কেন, এ

স্বপ্ন তো শুভ! আপনার প্রতিমূর্ত্তি হইতে সহস্র মুখে শোণিত নির্গত হইতেছে এবং হাসিতে হাসিতে রোমবাসী তাহাতে হাত ডুবাইতেছে,—ইহার অর্থ এই যে, রোম আপনা হইতেই পরিপুষ্ট হইবে।—আপনা হইতেই রোম যশে ও কীর্ত্তিতে এবং গৌরবে ও সমৃদ্ধিতে সমুন্নত হইবে। আর দেশের মহৎ লোকগণ আপনার চিরস্মরণীয় স্মৃতি ভক্তিভরে রক্ষা করিবেন।

সিজার। তোমার ব্যাখ্যা মন্দ নহে।

ডিসিয়াস্। সেনেট-সভা আজ আপনাকে রাজ-মুকুটে বিভূষিত করিবেন। আজ যদি আপনি উপস্থিত না হন, কাল যে সভ্যগণের মনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না,—ইহা নিশ্চিতরূপে কে বলিতে পারে? কে বলিবে যে, আজ সভা বন্ধ থাক্,—সিজার-পত্নী আবার যেদিন শুভস্বপ্ন দেখিবেন, সেই দিন সিজার সেনেটে উপস্থিত হইবেন। বিশেষ ইহাতে কেহ কেহ গা-টেপাটিপি করিয়া বলাবলি করিতে পাবে, 'সিজার নাকি তবে ভয় করেন না?'—আমায় ক্ষমা করুন,—মহাশয়! আপনার প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে, তাহার জোরেই এত কথা বলিলাম।

সিজার। কাল্‌পূর্ণিয়া,—ছি! এখন বুঝিতেছি, তোমার কথায় সায় দিয়া, কি ঘৃণার কাজই করিয়াছি! আর কি সামান্য কারণেই তোমার ভয়!—দাও, আমার পরিচ্ছদ দাও,—আমি এখনি যাইব।

অগত্যা কাল্‌পূর্ণিয়া কাতর হৃদয়ে নীরব রহিলেন। তাঁহার আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

সেই সময়ে ব্রুটাস ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ, বিলম্ব দেখিয়া, সিজারকে লইতে আসিলেন। সিজার লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন।

---

(১১)

যখন জুলিয়াস সিজারকে লইয়া, ষড়যন্ত্রকারিগণ সেনেট-সভায় উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন ব্রুটাস-পত্নী পোর্সিয়া, গৃহে বসিয়া, স্বামীর চিন্তায় একান্ত আকুল হইতেছিলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্রুটাসের মনের ভাব অবগত

হইয়াছিলেন। সিজারকে হত্যা করা সাধারণ ব্যাপার নহে, এবং তাহার পরিণামও যে নিতান্তই ভীষণ হইবে, এই চিন্তায়, সেই কোমলপ্রাণা সাধ্বীর অন্তর নানা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। পোর্সিয়া মনের চাঞ্চল্যে তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে সেনেট-সভায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। সেখানকার ব্যাপার কি, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনি তথায় যাও। কোন কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। যাও,—শীঘ্র যাও। ——এখনও বিলম্ব করিতেছ কেন?"

ভৃত্য। আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

পোর্সিয়া। যতক্ষণে আমি তোমায় বলিব,—এই জন্য তোমায় পাঠাইতেছি, ততক্ষণে তুমি সেখানে গিয়া, পুনর্ব্বার এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।—হে দৃঢ়তা! তুমি আমায় বলীয়ান্ করিয়া তোল,—আমার অন্তর ও জিহ্বার মধ্যে বিরাট পর্ব্বত স্থাপন করিয়া দাও! পুরুষের হৃদয় পাইয়াছি বটে,—কিন্তু অবলার দেহের বল কতটুকু! কি কঠিন, কি কঠিন!—রমণি! কি কষ্টেও তুমি বিষম মন্ত্রণা অন্তরে লুকাইয়া রাখিতে পারো!——তুমি এখনও এখানে দাঁড়াইয়া?

ভৃত্য। আমায় কি করিতে হইবে, বলুন।—সেখানে দৌড়িয়া যাইব,—আর কিছু নয়? পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিব,—ইহাই আমার কাজ?

পোর্সিয়া। তুমি গিয়া দেখিয়া এস,—তোমার প্রভু এখন কেমন আছেন? কারণ যখন তিনি গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বড় বিষণ্ণ দেখিয়াছি।—আর দেখিয়া আইস, সিজার কি করিতেছেন, এবং কাহারাই বা তাঁহার পার্শ্বে আছে?

এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্যে পোর্সিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। ওদিকে সিজার,—ব্রুটাস প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, বহু আবেদনকারী লোকের সহিত,—সেনেট-সভা অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইল।

---

(১২)

সিজারের শুভানুধ্যায়ী এক ব্যক্তি,—ইতিপূর্ব্বে ষড়যন্ত্রের কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সিজারকে সতর্ক করিবার জন্য, একখণ্ড কাগজে, দুই চারি

কথা লিখিয়া, তিনি পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। জনতার মধ্যে সেই গণৎকারও উপস্থিত ছিল। সিজার সেই জনতার মধ্যে সেই গণৎকারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই না আমাকে মার্চ্চমাসের পনরই তারিখ স্মরণ রাখিতে বলিয়াছিলে?—আজি তো সেই দিন উপস্থিত!

গণৎকার। হাঁ।—কিন্তু দিন এখনও অতিবাহিত হয় নাই।

তৎপরে যিনি সেই কাগজ-খণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! অগ্রে আমার এই লেখাটি পাঠ করুন; ইহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে আপনার দেখার বিশেষ প্রয়োজন।—আপনারই সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা।"

সিজার। যাহাতে আমার নিজের কোন কথা আছে, তাহা পরে দেখিব।

পুনরায় সেই ব্যক্তি জিদ প্রকাশ করিল। সিজার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "লোকটা পাগল নাকি?"

তখন আর পাঁচজনে মিলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেখান হইতে সরাইয়া দিল।

ইত্যবসরে ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে একজন,—আণ্টনিকে সিজারের পার্শ্বে দেখিয়া ভাবিল, "আণ্টনিকে, কাছে থাকিতে দেওয়া হইবে না।—লক্ষ্য ব্যর্থ হইতে পারে।" সে ব্যক্তি কৌশলে আণ্টনিকে লইয়া, অন্যত্র গেল।

এই সময়ে ষড়যন্ত্রকারিদিগের পরামর্শমত মিটিলাস্ সিম্বার নামে এক ব্যক্তি, তদীয় ভ্রাতার নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য, সিজারের নিকট প্রার্থনা করিল। সকলেই জানিত, সিজার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না। কারণ নির্ব্বাসিত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর। সিম্বার নতজানু হইয়া সিজারের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিল। সিজার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সিম্বার, তোমার এই কাতরভাব ও বিনীত প্রার্থনা,—সাধারণ লোকের শোণিত বিচলিত করিতে পারে;—কিন্তু মনে করিও না সিম্বার,—সিজারও সেই ধাতুতে গঠিত। মিষ্ট কথা, নতজানু, করুণ-দৃষ্টি এবং স্তাবকতায়,—তুমি আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আইন অনুসারে তোমার ভ্রাতা নির্ব্বাসিত। তবু যদি তুমি তাহার মুক্তি প্রার্থনা করো, তবে কুক্কুরের ন্যায় তোমাকে পথ হইতে দূরীভূত করিয়া দিতে আমি বাধ্য হইব। সিজার কাহারও মন্দ করে না; কিন্তু স্তোকবাক্যে সিজারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।"

সিম্বার। এখানে এমন কেহ কি নাই, যাঁহার কথায় সিজার আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন?

ব্রুটাস অগ্রসর হইলেন। সিজারের হস্ত চুম্বন করিয়া অনুরোধ করিলেন। সিজার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি ব্রুটাস! তুমিও এই জন্য আমায় অনুরোধ করিতেছ?"

তার পর ক্যাসিয়াস্ অনুরোধ করিল।

সিজার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি যদি তোমার মত হইতাম, তবে অবশ্যই আমাকে বিচলিত হইতে হইত। কিন্তু স্থির জানিও, উত্তর আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র আপনার পথে চির-স্থির, আমিও তাহারই মত লক্ষ্যপথে চিরস্থির।—সিম্বার! তোমার ভ্রাতা নির্ব্বাসনের উপযুক্ত;—তাই নির্ব্বাসিত। তোমার অনুরোধ,—রক্ষণীয় নহে,—এই জন্য উপেক্ষিত। আমি তখনও স্থির, এখনও স্থির।"

তখন ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্য হইতে সিনা অগ্রসর হইল। এবং সকলে মিলিয়া সিজারের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কেহ আসিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ ধরিল; কেহবা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সিজার বিরক্ত হইয়া একবার তাকাইলেন। তখন কাস্কা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিল। তার পর একে একে আর সকলে তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিল। অবশেষে যখন সিজার দেখিলেন, তাঁহার হত্যাকারিগণের মধ্যে ব্রুটাসও একজন, এবং ব্রুটাসেরও অস্ত্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে,—তখন বিস্ময়ে, দুঃখে ও অভিমানে,—সিজার বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "ব্রুটাস!—তুমিও! তবে, সিজারের বাঁচিয়া ফল কি?"

এ পর্য্যন্ত সিজার যুঝিতেছিলেন। কিন্তু ব্রুটাসকে দেখিয়া আর আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না। হত্যাকারিগণ সিজারকে টানিয়া, যেখানে পম্পির বিরাট প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল, সেইখানে আনিয়া, অতি নিষ্ঠুররূপে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল।

চারিদিকে শোণিত-প্রবাহ ছুটিল। তাঁহার দেহে তেইশ জন হত্যাকারীর তেইশ খানা শাণিত-কৃপাণের ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল।

এইরূপে সিজারকে হত্যা করিয়া, হত্যাকারিগণ "মুক্তি, স্বাধীনতা" এইরূপ

চীৎকারে চারিদিক পরিপূর্ণ করিল। 'দেশের শত্রু বিনষ্ট হইল'—এই রবে চারিদিক পূর্ণ হইল। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে, অগণিত লোক ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। সেনেট-সভার সভ্যগণ ভয়ে কম্পিত হইলেন। ব্রুটাস সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "দুরাকাঙ্ক্ষী, অত্যাচারী লোকের দমন হইল,—তোমাদের ভয় নাই।"

এদিকে আণ্টনি সিজারের হত্যার কথা শুনিয়া,—আতঙ্কে, বিস্ময়ে এক স্থানে পলায়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া, ব্রুটাসের নিকট আপন ভৃত্যকে পাঠাইলেন। ভৃত্য শিক্ষামত ব্রুটাসের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমার প্রভু এইরূপ নতজানু হইয়া আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, আপনি মহৎ, জ্ঞানী, সাহসী ও বীর; এজন্য তিনি আপনাকে ভালবাসেন ও সম্মান করেন। সিজার সাহসী, তেজস্বী, বীর, রাজগুণে ভূষিত এবং স্নেহশীল ছিলেন,—এজন্য আমার প্রভু তাঁহাকে ভয়ও করিতেন, ভালও বাসিতেন। এক্ষণে যদি আপনি অনুমতি করেন যে, আমার প্রভু আপনার নিকট নিরাপদে আসিতে পারেন, এবং সিজার-হত্যার প্রকৃত কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি আপনারই পক্ষ অবলম্বন করিবেন, এবং সর্ব্বথা আপনার অনুগত হইয়া থাকিবেন।"

ব্রুটাস। তোমার প্রভু সদ্বিবেচক ও উন্নতমনা। আমি কখন তাঁহার মন্দচিন্তা করি নাই, এবং তাঁহাকে মন্দ ভাবিও নাই;—তাঁহাকে সচ্ছন্দে আসিতে বলো, তিনি সমস্ত কারণ অবগত হইবেন।

কথাটা কাসিয়াসের ভালো লাগিল না। 'কি জানি, ইহার পরিণাম কি!'—ইহা ভাবিয়াই, ভালো লাগিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে আণ্টনি তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সিজারের মৃত-দেহ দেখিয়া, যার-পর-নাই কাতর ও ব্যথিত হইলেন।

---

(১৩)

আণ্টনি, সিজারের সেই রক্তাক্ত, ধূল্যবলুণ্ঠিত মৃতদেহ দেখিয়া, করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রুটাস ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ সিজারের

শোণিতে আপনাদিগের হস্ত প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন ;—তাঁহাদের অস্ত্রে এখনও সিজারের সদ্যো-শোণিত-ধূম নির্গত হইতেছে ;—আণ্টনি একবার সিজারের সেই মৃতদেহ পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকেন, আর বার সজলনয়নে ব্রুটাসের পানে চাহিয়া বলিতে থাকেন,—"আর যদি কাহাকে হত্যা করিবার থাকে, তবে আমাকেই করুন। এমন স্থান, এমন অবসর, এমন সুযোগ আর মিলিবে না। এই সিজারের পার্শ্বে, তাঁহারই শোণিত-রঞ্জিত অসিতে,—আপনাদের ন্যায় উন্নতচেতা, মহাবীরগণের হস্তে প্রাণত্যাগ,—আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।—হায় ঈশ্বর! সমগ্র সাম্রাজ্য যাহার পদতলে,—আজি এই ধূলিকর্দ্দমের উপর, সামান্য স্থানে, দীনদুঃখীর ন্যায় তাহার অবস্থিতি!"

ব্রুটাস আণ্টনিকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আণ্টনি! তোমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই শাণিত-কৃপাণ,—এই রক্তাক্ত হস্ত দেখিয়া, আমাদিগকে ভীষণ বোধ করিতেছ, কিন্তু আমাদের অন্তর তুমি দেখিতে পাইতেছ না।—আমরা হিংসাবশে সিজারকে হত্যা করি নাই। লোকে যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, সিজার-হত্যার কারণ কি? বাজারের প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া, অগ্রে তাহাদিগকে বুঝাইয়া, তাহাদের ভয় ও ভাবনা দূর করি; পরে তোমাকে সবিশেষ বলিব।"

আণ্টনি। ব্রুটাস, তোমার সুবিচারে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এস, আমি সকলের করস্পর্শ করি।

আণ্টনি প্রথমে ব্রুটাস, পরে অন্যান্য সকলের করস্পর্শ করিয়া বলিলেন,

"তোমরা আমাকে হয় ভীরু, নয় চাটুকার ভাবিবে।—সিজার, তোমায় আমি কত ভালবাসিতাম, তাহা তুমি জানো। কিন্তু এখন যদি তোমার আত্মা আমাকে দেখিতে পায়,—তাহা হইলে দেখিবে, যাহারা তোমাকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদেরই সহিত তোমার প্রিয় আণ্টনি সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে!——এ ক্ষোভ তোমায় মরণেরও অধিক ব্যথিত করিবে। যতগুলি অস্ত্রাঘাতে তোমার দেহ ক্ষত হইয়াছে, ততগুলি ক্ষতের ন্যায় যদি আমার চক্ষু থাকিত, এবং যদি তোমার শোণিত-প্রবাহের ন্যায়, আমার সেই চক্ষে অশ্রু বহিত, তবে বন্ধুত্বের উপযুক্ত নিদর্শন আমি দেখাইতে পারিতাম। সিজার! আমায় ক্ষমা করো।—হায়! এখনও এখানে তোমার হত্যাকারিগণ দাঁড়াইয়া

আছে।——হে পৃথিবি! তুমি এই নির্দ্দোষ খরগোসের পক্ষে অরণ্য ছিলে; এইখানেই সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত;—আর আজ শত রাজপুরুষের হস্তে হরিণ-শিশুর ন্যায়,—সেই সিজার! আজ ধরাশায়ী।"

কাসিয়াস্। আণ্টনি——

আণ্টনি। কাসিয়াস্, আমায় ক্ষমা করো,—সিজারের শত্রুগণও এই-রূপ বলিবে।

কাসিয়াস্। আমি তোমায় দোষ দিতেছি না। কিন্তু এ সকল বিলাপে ফল কি? এখন জিজ্ঞাস্য এই, তুমি আমাদেরই একজন হইবে, কিংবা তোমার উপর আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিব না?

আণ্টনি। যখন করস্পর্শ করিয়াছি, তখন তোমাদেরই দলভুক্ত হইয়াছি, জানিও। কিন্তু আমি জানিতে চাই, সিজার কোন্ অপরাধে এই প্রাণদণ্ড ভোগ করিলেন।

ব্রুটাস। আমাদের উদ্দেশ্য এত মহৎ ও পরিষ্কার যে, তুমি যদি সিজারের পুত্র হইতে, তবে সেই তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিতে।

রোমে তখনকার প্রথা ছিল যে, মৃত-ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন মৃতদেহ লইয়া, প্রকাশ্যস্থানে দাঁড়াইয়া, মৃতব্যক্তির গুণগ্রামের কথা, লোকসাধারণের নিকট মুক্তকণ্ঠে পরিব্যক্ত করিবে। তাই আণ্টনি সিজারের সেই মৃত দেহ লইয়া সেইরূপ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রুটাস তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু বলিয়া দিলেন, "অগ্রে আমি সাধারণকে বুঝাইব, এই হত্যার কারণ কি,—তারপর তোমার যাহা বলিবার থাকে, বলিও। কিন্তু দেখিও, আমাদের কোনরূপ নিন্দাবাদ করিও না।"

আণ্টনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ষড়যন্ত্রকারী আততায়ীগণ স্ব স্ব প্রস্থান করিল।

আণ্টনি সেই মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন। এবং সেই নরশোণিত-লোলুপ হত্যাকারিগণকে মনে মনে দারুণ অভিসম্পাৎ করিলেন।

পরে তিনি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, সিজারের ভাগিনেয় (সিজার অপুত্রক ছিলেন,—এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে) অক্টেভিয়াস্ সিজারের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "তাঁহাকে শীঘ্রই আসিতে হইবে।—রোমের অবস্থা এখন ভয়ানক।"

(১৪)

সাধারণ লোক, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসময়েই, প্রায় বুদ্ধিবিবেচনা শূন্য হইয়া, তাৎকালিক প্রধান ব্যক্তির পদানুসরণ করিয়া থাকে। সিজারের হত্যার পর সকলের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কের উদ্রেক হইলেও, ব্রুটাসের কথায় তাঁহারা বুঝিয়া লইল যে, এই সিজার একটি ভয়ানক লোক ছিলেন। ব্রুটাস কথাটা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জন্য, বাজারের প্রকাশ্য স্থানে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমরা অতি অল্পক্ষণ নীরব হইয়া আমার কথাগুলি শুন। এই জনতার মধ্যে সিজারের প্রিয়বন্ধু যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাকেও বলি যে, সিজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালবাসা, তাঁহা অপেক্ষা কম নহে। যদি সেই বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, 'তবে ব্রুটাস সিজারকে হত্যা করিল কেন?' তাহার উত্তর এই, ব্রুটাস সিজারকে তেমন ভাল বাসিতেন না,—স্বদেশ রোমকে যেমন ভালবাসেন। তোমরা কি বলিতে চাও, সিজার বাঁচিয়া থাকুন, আর চির-স্বাধীন রোমবাসী, চিরপরাধীন হইয়া, ক্রীতদাসের ন্যায়, জীবনভার বহন করুক?—সিজার আমায় ভাল বাসিতেন, সেজন্য আমি অশ্রু-বিসর্জ্জন করি;—সিজার ভাগ্যবান্ ছিলেন, সেজন্য আমি আনন্দ করি;—সিজার সাহসী ছিলেন, সে জন্য আমি তাঁহাকে সম্মান করি;—কিন্তু তিনি দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ ছিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে এমন হীনপ্রকৃতির লোক কে আছ যে, পরাধীন দাসের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? যদি কেহ থাকো, তবে তাহার নিকট আমি অপরাধী। এমন পাপাশয় এখানে কে আছে, যে, রোমবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে না চাহে? যদি কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট আমি অপরাধী। এমন মহাপাপিষ্ঠ কে আছে, যে, তাহার স্বদেশকে ভাল না বাসে? যদি কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট ব্রুটাস অপরাধী।—আমি উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।"

তখন সেই জনতার মধ্য হইতে, চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া "কেহ না,—কেহ না" রব উত্থিত হইল। সকলে ব্রুটাসের জয়ধ্বনি করিল।

এইরূপে ব্রুটাস সেই লোকসাধারণকে সিজারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্ম-দোষ ক্ষালনপূর্ব্বক, প্রস্থান করিলেন।

তখন আণ্টনি সিজারের মৃতদেহ লইয়া, সেখানে উপস্থিত হইলেন। লোকে তাঁহার কথা শুনিবার জন্যও দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ব্রুটাসের কথায় সকলে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, ব্রুটাসকে দেবতাজ্ঞানে, সম্মান করিতেছিল।

আণ্টনি আসিয়া বলিলেন, "ব্রুটাসের অনুমতিক্রমে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

দূরস্থ লোকগণ সব কথা শুনিতে না পাইয়া বলিল, "কি, ব্রুটাস কি করিয়াছেন? দেখিও, ব্রুটাসের কোন দোষ দিও না।" আর একজন বলিল, "এই সিজার মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন; আমাদের সৌভাগ্য, যে, তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।"

আণ্টনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"স্বদেশবাসী বন্ধুগণ! আমি সিজারকে সমাধিস্থ করিতে আসিয়াছি,— তাঁহার প্রশংসা করিতে আসি নাই। মানুষ যে কিছু ভালো কাজ করে, তাহা প্রায়ই তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, সকলে বিস্মৃত হয়। কেবল তাহার দোষের কথাই চিরকাল থাকিয়া যায়। সিজারের পক্ষেও তাহাই হউক। উ তহৃদয় ব্রুটাস তোমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সিজার দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ ছিলেন। যদি তাহা সত্য হয়, তবে সিজারের অপরাধ গুরুতর বলিতে হইবে, এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইয়াছে। ব্রুটাস ও অন্যান্য সকলেই উন্নতমনা; তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সিজার আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। ব্রুটাস বলিতেছেন যে, তিনি দুরাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এবং ব্রুটাস নিজে একজন উন্নত-হৃদয় ব্যক্তি। কিন্তু সিজার, রোমে শত শত বন্দী আনিয়াছেন; তাহাদিগের মুক্তি উপলক্ষে বহু অর্থে রোমের ধনাগার পূর্ণ হইয়াছে;—বলো, সিজারের ইহা কি দুরাকাঙ্ক্ষা? যখন কোন দীন দরিদ্র ক্রন্দন করিয়াছে, সিজার তাহার জন্য কাঁদিয়াছেন;—দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির চক্ষে কি জল থাকে? তবু ব্রুটাস বলিলেন,—"সিজার দুরাকাঙ্ক্ষী।" তোমরা সকলেই জানো, লুপার্কেল-মহোৎসবে তিনবার আমি তাঁহার মস্তকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়াছি,— তিন বারই তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;—তবু সিজার

দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণ ছিলেন !—ব্রুটাস যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি যাহা জানি, তাহাই বলিতেছি। এমন দিন ছিল, যখন তোমরা সিজারকে খুবই ভাল বাসিতে; আজ কি গুরুতর অপরাধে তাঁহার জন্য তোমরা একটুও শোক করিতেছ না? হায়! বুঝিলাম নগরের লোক বিবেচনাশূন্য হইয়াছে। আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। আমার অন্তর এখন ঐ মৃতদেহে পূর্ণ রহিয়াছে।"

আণ্টনি নীরব হইলে, জনতার মধ্যে একটা মহানীরবতা আসিল। তারপর দুই একজনে কথা আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সকলেই বলিতে লাগিল, "এই সিজার নিরপরাধ। আণ্টনি প্রকৃত ভদ্রলোক। ব্রুটাস আমাদিগকে ভুল বুঝাইয়া গিয়াছে।"

তখন আণ্টনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আবার বলিতে লাগিলেন,

"কল্য সিজারের কথা, সমগ্র জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিত;—আর আজ তাঁহার কি দশা দেখ! তাঁহার জন্য শোক করিতেও,—হায়! কেহ নাই। যদি আমি তোমাদের অন্তরে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া, ইহার প্রতিশোধ লইতে বলিতাম, তাহা হইলে তোমরা, এক্ষণে ব্রুটাস ও কাসিয়াসের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে। কিন্তু তাহা আমি করিব না। যেহেতু, তাঁহারা সকলে উন্নতমনা, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমি বরং সিজারের, আমার নিজের এবং তোমাদেরও অনিষ্ট করিতে পারি; তথাপি ঐ সকল মহাশয় ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। এই আমি সিজারের বাক্সমধ্যে তাঁহার সম্পত্তির উইল পাইয়াছি। ইহা তোমাদের নিকট আমি পড়িব না। তাহা হইলে, তোমরা এখনি সিজারের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইবে; তাঁহার এই শত শত ক্ষতে তোমরা চুম্বন করিবে; তাঁহার শোণিতে তোমাদের রুমাল আর্দ্র করিয়া, তাঁহাকে মনে মনে পূজা করিবে, এবং তাঁহার মস্তকের কেশ চাহিয়া লইয়া আপনাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। এই উইল পড়িলে শুনিতে পাইবে, সিজার তোমাদিগকে কত ভাল বাসিতেন, এবং তোমাদিগকে তিনি কি দিয়া গিয়াছেন। তোমরা মানুষ বৈ পাষাণ নহ, যে, তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিবে! যদি তোমরা শুন যে, তোমরাই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, জানি না।"

আণ্টনির এই কৌশলপূর্ণ উদ্দীপনময়ী বক্তৃতা শুনিয়া, সমবেত লোকমণ্ডলী, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অমনি সিজারের জন্য চারিদিকে হা-হুতাশ পড়িয়া গেল। ব্রুটাস, কাসিয়াস্ প্রভৃতি হত্যাকারিগণ যে, অতি বিশ্বাসঘাতক ও নরাধম, তাহা তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। তাহারা উইল শুনিবার জন্য ব্যগ্র ও একান্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। আণ্টনিও কৌশল পূর্ব্বক সেই কল্পিত উইল চাপিয়া রাখিয়া, সিজারের সম্বন্ধে আরও গভীর দুঃখপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। লোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসা লইবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইল। সেই বিপুল জনতা অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিল।

আণ্টনি বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ! এত অধৈর্য্য হইও না। আমি তোমাদের হৃদয় সহসা এইরূপ বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছি না। যাহারা এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের নিজের নিজের কোন স্বার্থ ছিল কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তোমরা জানো, তাঁহারা উন্নতমনা।—ব্রুটাসের ন্যায় আমি বাগ্মী নহি। তেমন বক্তৃতায় তোমাদের মন হরণ করিতে আমি আসি নাই। তোমরা জানো, আমি অতি সামান্য ব্যক্তিমাত্র। ভালো কথাবার্ত্তা কিছুই জানি না। কেবল অন্তরের সহিত আমার বন্ধুকে ভাল বাসিতাম,—এই কথাই আমি বলিতেছি। কেমন করিয়া মানুষের দেহের রক্ত,—বাক্যে, উৎসাহে, হাস্যে এবং অঙ্গ ভঙ্গিতে উষ্ণতর করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। যাহা প্রকৃত কথা,—যাহা তোমরা সকলে জানো, আমি তাহাই বলিতেছি। কিন্তু যদি আমি ব্রুটাস হইতাম এবং ব্রুটাস যদি আণ্টনি হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে, সেই আণ্টনি সিজারের দেহের প্রতি-ক্ষতমুখে এমন বাক্‌শক্তি প্রয়োগ করিতেন যে, সেই ক্ষত রাশি, রোমের প্রতি-প্রস্তরখণ্ডকেও উদ্দীপিত করিতে পারিত।"

পুনরায় সেই জনতা ভীষণ কোলাহলে পূর্ণ হইল। কেহ বলিল, "এস, আমরা বিদ্রোহ উপস্থিত করি।" কেহ বলিল, "এস, ব্রুটাসের গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিই।"

তখন আণ্টনি পুনর্ব্বার সেই উইলের কথা উত্থাপিত করিলেন। বলিলেন, "সিজার, তোমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ দিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার

উদ্যান, পাঠাগার প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।—তোমরা এমন লোক কি আর পাইবে?"

তখন সেই বিপুল জনতা দিশাহারা হইয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং সিজারের মৃতদেহ লইয়া সৎকারের জন্য প্রস্থান করিল। তাহারা যে যেখানে যেরূপে পারিল, দ্বার গবাক্ষ ভাঙ্গিল, টুল বেঞ্চ সংগ্রহ করিল,—এবং সেই কাষ্ঠরাশিতে সিজারের দেহ রাখিয়া অগ্নিস্পৃষ্ট করিল। পরে গভীর উত্তেজনায় প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি লইয়া, চারিদিকে ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। যেখানে সিজারের বিরুদ্ধবাদী লোক পায়,—যাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাকে মারিয়া ফেলে, কিংবা তাহার গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়। উন্মত্ত, উত্তেজিত, উদ্বেলিত-চিত্ত সেই লোকবৃন্দ—যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরে। পথে নিরীহ লোকের বাহির হওয়াও দুঃসাধ্য, গৃহে থাকা আরও দুঃসাধ্য।

সেই সময় সিজারের সিনা নামে এক কবি-বন্ধু পথে বাহির হইয়াছিলেন। পাঠকের মনে আছে, সিনা নামে আর এক ব্যক্তি সিজারের ঘাতক-দলভুক্ত ছিল। গত রাত্রে কবি সিনা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন সিজারের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতেছেন। তাই তিনি ভয়ে বাটীর বাহির হইতে চান নাই। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে।

এই সিনাকে পাইয়া, সেই উত্তেজিত লোকবৃন্দের একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" অন্যজন বলিল, "তুমি কোথায় যাইবে?" আর এক জন কহিল, "তুমি কোথায় থাকো?" অন্যজন—"তুমি বিবাহিত, কি অবিবাহিত?—আমাদের সকলের কথার সাফ্ জবাব দাও।"

সিনা। আমি অবিবাহিত। সিজারের সৎকারে চলিয়াছি।

প্রথম লোক। বন্ধুভাবে কি শত্রুভাবে?

সিনা। বন্ধুভাবেই চলিয়াছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। থাকো কোথায়?

সিনা। এই নগরেই থাকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। তোমার নাম?

সিনা। আমার নাম সিনা।

এই নাম শুনিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। বলিল, "সিনা, সিজারের হত্যাকারী।"

সিনা। আমি হত্যাকারী সিনা নাই,—আমি কবি সিনা।

লোকবৃন্দ। মারো,—উহাকে মারো! ভালো কবিতা লেখে না,—মন্দ কবিতার জন্যই উহাকে মারো। উহার নাক কাটিয়া লও;—তার পর উহাকে ছাড়িয়া দাও।

উন্মত্ত লোকবৃন্দ সিনাকে তখনই খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল; এবং প্রজ্বলিত মশাল-হস্তে ব্রুটাস, কাসিয়াস্ প্রভৃতির গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিল।

---

(১৫)

বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও, সেই দারুণ উত্তেজনার ফলে, দেশে শান্তিস্থাপন হইল না। আণ্টনি ও সিজারের ভাগিনেয় অক্টেভিয়াস্,—নানা পরামর্শ করিলেন। সেনেট-সভা আহূত হইল। অক্টেভিয়াস্, আণ্টনি এবং লিপিটাস,—এই তিনজনে মিলিয়া, রোমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সিজারের হত্যাকারিগণ ভয়ে রোম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দূরে ভিন্নদেশে আশ্রয় লইল। কেবল, ব্রুটাস ও কাসিয়াস্ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুঝিবার জন্য, যত্নপর হইতে ছিলেন। আণ্টনি ইহা বুঝিতে পারিয়া অক্টেভিয়াসের সহিত পরামর্শ করিলেন।

সার্ডিস দেশে ব্রুটাস শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের বেতনাদির ব্যয়ের জন্য কাসিয়াসের নিকট তিনি অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন। কাসিয়াস্ ব্রুটাসের ভগিনীপতি, বন্ধু এবং নানাকার্য্যে পরস্পর পরস্পরের সহায়। কিন্তু কাসিয়াস্ তলে তলে স্বতন্ত্ররূপে আপন প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন। নানা উপায়ে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রুটাস সেই অর্থ হইতে কিছু চাহিয়া পাঠাইলেন। কাসিয়াস্ তাহা দিতে চাহিলেন না। তার পর, কাসিয়াসের শিক্ষামত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, সার্ডিসবাসীগণের নিকট হইতে বিস্তর ঘুষ লইত। ব্রুটাস তাহা জানিতে পারিয়া ঘৃণার সহিত তাহাদিগকে এ কার্য্যে নিষেধ করেন। এই সকল কারণে ব্রুটাস ও কাসিয়াসের

পরস্পরের মধ্যে একটা দারুণ মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। বিবাদ এতদূর দাঁড়াইল যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে সৈন্যপর্য্যন্ত সংগৃহীত হইল। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্রুটাস্, কাসিয়াস্‌কে আপন শিবিরে আহ্বান করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তার পর ব্রুটাস সেইরূপ ঘুষ লওয়া, নানা অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়া, কাসিয়াস্‌কে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

কাসিয়াস্ বলিল, "এখন সময় যেরূপ তুচ্ছ, তাহাতে এরূপ সমস্যাময় কথা ধরিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি ব্রুটাস, তাই এইরূপ বলিয়া, এখনও বাঁচিয়া আছ।—অন্য কেহ হইলে, এই কথাই তাহার শেষ-কথা হইত!"

ব্রুটাস। কাসিয়াস্,—মার্চ্চের সেই পনরই তারিখ স্মরণ করো!—ন্যায় বিচারেই তেমন মহাপ্রাণ সিজারের প্রাণহনন করিয়াছি! সমগ্র জগতের অগ্রণী, সেই মহাবীর যে অপরাধের জন্য নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ তোমার আমার মধ্যেও আসিবে? আর সেরূপ অপরাধ করিয়া, তোমায় আমায় বাঁচিয়া থাকিব নির্ব্বিঘ্নে মনে করো? আমি বরং কুক্কুর হইব এবং চন্দ্র দেখিলে হিংসায় কুকুরের স্বরে ডাকিতে থাকিব, তথাপি তেমন ঘৃণিত রোমবাসী হইয়া বাঁচিতেও চাহি না।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস্! এ তিরস্কার আমি সহিব না—এখনও নিরস্ত হও। বোধ হয়, আমি আপনাকে ভুলিয়া যাইব! তুমি আর আমাকে অধিক উত্তেজিত করিও না।

ব্রুটাস। দুর্ব্বল, ক্ষীণপ্রাণ!—দূর হও।

কাসিয়াস্। ইহাও সম্ভব?—বটে, এতদূর!

ব্রুটাস্। তুমি কি মনে করো, পাগলের ঐ দৃষ্টিতে আমি ভয় পাইব?

কাসিয়াস্। হায় ঈশ্বর! ইহাও আমি সহিব?

ব্রুটাস্। ইহাও সহিতে হইবে।—ইহারও অধিক সহিতে হইবে। ক্রোধে তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া থাক্। ভৃত্যদের কাছে গিয়া তোমার এই ক্রোধোন্মত্ত মূর্ত্তি দেখাও। আমি কি উহাতে ভয় করি? তুমি বলো যে, তুমি বড় উৎকৃষ্ট সৈনিক;—এখন তাহাই প্রমাণ করো।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস, আমার স্নেহের উপর বড় বেশী নির্ভর করিও না।

হয়ত এমন কাজ আমি করিতে পারি, যে জন্য শেষে আমায় অনুতপ্ত হইতে হইবে।

ব্রুটাস। তুমি পূর্ব্বেই সেরূপ কাজ করিয়াছ। তোমার তিরস্কারে ও ক্রোধে আমার কোন ভয় নাই। আমি সর্ব্বথা, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করি। সেই সত্যই আমাকে রক্ষা করিবে। তোমার নিকট আমি অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম।—আমি তোমার ন্যায় অসদুপায়ে দরিদ্র কৃষকের শোণিত-সঞ্চিত অর্থ কাড়িয়া লইতে পারি না।—তাই অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে।—সে কাজটা কি কাসিয়াসের ন্যায় হইয়াছিল?

এবার কাসিয়াস্ একটু নরম হইল। বলিল, "আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি না। দূত নির্ব্বোধ যে, সেরূপ সংবাদ তোমাকে দিয়াছিল। যাই হোক্, বুঝিলাম, ব্রুটাসের স্নেহ আর আমার প্রতি নাই।

ব্রুটাস। আমি তোমার অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারি না।

কাসিয়াস্। বন্ধুর চক্ষু বন্ধুর অপরাধ উপেক্ষা করিয়া থাকে।

ব্রুটাস। ঘৃণিত, চাটুকারের সেইরূপ অভ্যাস বটে।—প্রকৃত বন্ধুর চক্ষু সেরূপ হইতে পারে না।

তখন কাসিয়াস দারুণ দুঃখে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াসের উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—

"তোমরা এখনি আসিয়া, এই হতভাগ্য কাসিয়াসের সমুচিত শাস্তি দাও। হায়! আর আমার ঘৃণিত জীবনে প্রয়োজন নাই। যাহাকে ভ্রাতার ন্যায় প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতাম, সেই আমায় এতদূর উত্তেজিত ও উষ্ণ করে!—ব্রুটাস, এই লও উন্মুক্ত অসি,—আমার অনাবৃত বক্ষে ইহা প্রবেশ করাইয়া দাও। আমি তোমায় অর্থ দিতে চাহি নাই,—কিন্তু এই হৃদয় দিতেছি। যেমনি করিয়া সিজারকে হত্যা করিয়াছ, তেমনই করিয়া আমাকেও হত্যা করো।"

সিজারের সেই উগ্রমূর্ত্তি ক্রমে শান্ত হইল। ক্রমে তিনি বুঝিলেন, ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ক্রমশঃ তিনি সংযত হইলেন। তাঁহার জিদ্‌ও নিবৃত্তি পাইল। তখন কাসিয়াস্ হর্ষে ও অভিমানে বলিল, "ব্রুটাস্, ব্রুটাস্! আমি কখন ভাবিতে পারি নাই যে, তুমি আমার উপর এতদূর ক্রোধ করিতে পারো।"

ব্রুটাস্। হায় কাসিয়াস্! কি গভীর দুঃখে যে আমি মর্ম্মাহত হইয়া আছি, তাহা তুমি জানো না।—প্রাণাধিকা পোর্সিয়ার মৃত্যু হইয়াছে!

ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, কাসিয়াসও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। বলিল, "হায়, পোর্সিয়ার মৃত্যু হইয়াছে!—কি পীড়া হইয়াছিল?"

ব্রুটাস্। পীড়া কিছুই নহে। আমার অনুপস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, মনে নানা দুশ্চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া, একরূপ উন্মাদিনী হইয়া, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। একে আমার অনুপস্থিতি, তার উপর তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস উভয়ে একত্র হইয়া, আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে;—এই সব চিন্তায় তিনি শয্যাশায়িনী হন। তার পর দাস দাসী কেহই যখন তাঁহার নিকটে ছিল না, তখন জলন্ত আগুন তুলিয়া, তাহাই খাইয়া, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ব্রুটাস ইতিপূর্ব্বে এ দুঃসংবাদ অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিবার অবসরও হয় নাই। ব্রুটাসের এরূপ আত্মসংযম দেখিয়া, কাসিয়াস্ বিস্মিত হইয়া বলিল, "এমন মানসিক কষ্টের মধ্যে, এমন প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডায়ও যে, কেন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল নাই,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

ব্রুটাস্। থাক্,—সে কথা আর তুলিয়া কাজ নাই।

তখন দুইজনে আবার সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রুটাস অবগত হইয়াছিলেন যে,—আণ্টনি, অক্টেভিয়াস ও লিপিটাস,—এই তিনজনে রোমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সেনেটসভার প্রায় একশত সভ্যকে নিহত করিয়া ফেলিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাগ্মী সিসিরো তাহার মধ্যে একজন। ব্রুটাস্ আরও অবগত হইয়াছেন যে, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস বিপুল সৈন্য লইয়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন, এবং ফিলিপাই নামক স্থান,—উভয় পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্,—যুদ্ধসংক্রান্ত নানা পরামর্শ করিয়া, শত্রু-সম্মুখীন হইবার জন্য, প্রস্তুত হইলেন।

সেই রাত্রে ব্রুটাস তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া, আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, দীপশিখা যেন নিস্তেজ হইয়া আসিল।

তার পর যেন সিজারের প্রেত-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। ব্রুটাস বিস্ময়ে মনে মনে বলিলেন, "একি! বোধ হয়, আমার মানসিক দুর্ব্বলতাহেতু আমি এই মূর্ত্তি দেখিতেছি।—না, ক্রমেই দেখিতেছি, মূর্ত্তি নিকটে আসিতেছে।—তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা,—স্বর্গের দূত? কিংবা নরকের প্রেত?—যে, এমনি করিয়া, আমার উতপ্ত শোণিত শীতল করিয়া দিতেছ? এবং আমার সর্ব্বশরীরের রোমরাশি আতঙ্কে কণ্টকিত করিতেছ?—আমায় বলো, তুমি কে?"

প্রেতমূর্ত্তি। ব্রুটাস, আমি তোমার দুষ্টবুদ্ধি।

ব্রুটাস। দুষ্টবুদ্ধি? কেন আসিয়াছ?

প্রেতমূর্ত্তি। এই কথা বলিতে যে, ফিলিপি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইবে।

ব্রুটাস। ভালো,—তবে পুনর্ব্বার দেখা হইতেছে?

প্রেতমূর্ত্তি। হাঁ, ফিলিপি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে।

প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

---

(১৬)

ফিলিপি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তখন মহা-সমরের উদ্যোগ হইতে লাগিল। একদিকে ব্রুটাস ও কাসিয়াস;—অন্যদিকে আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস বিস্তর সৈন্য ...া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই দিন কাসি... দিন। কাসিয়াস আজীবন ঈশ্বরোপাসনা এবং ধর্ম্ম-চিন্তায় উদাসীন ... ঐহিক সুখ জীবনের মূলমন্ত্র করিলেও, আজিকার দিনে, তাঁহার ম... একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। কাসিয়াস্ যখন সার্ডিস হইতে ... অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন দেখিলেন,—শকুনি, গৃধিনী, এবং বা... উপর বিকট চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন তা... ভীষণ ছায়ার নিম্নে, তাঁহার সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া আছে। ইহা তো ... যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। যদি পরাজয় হয়,—তবে উ...

কাসিয়াস্ চিন্তাকুলিতচিত্তে ব্রুটাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "... উপায়?"

ব্রুটাস। তুমি জানো, মহামতি কেটো এইরূপ কঠিন সমস্যাময় সময়ে আত্মহত্যা করিয়া, শত্রুর অবমাননার হাত এড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তেমন ভাবে জীবনকে, আয়ুসত্ত্বেও আমি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। এজন্য আমি কেটোকে নিন্দা করি।—যদি পরাজিত হই, তবে, মানুষের সকল চেষ্টা ও ক্ষমতার উপরও, যে মহাশক্তির অব্যর্থ শক্তি নিহিত, আমি ধৈর্য্য সহকারে, সেই শক্তিরই বিধান অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

কাসিয়াস। অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বন্দীভাবে বিজেতার গৌরব বর্দ্ধন করিতে করিতে রোমে প্রত্যাগমন করিবে!

ব্রুটাস। না কাসিয়াস্! ব্রুটাসের মন তত নীচ নয়।—বোধ হয়, এই শেষ দেখা। আবার যদি দেখা হয়, তবে, হাসিতে হাসিতে দেখা হইবে। নহিলে, এই শেষ।——বিদায়।

যথাদিনে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রুটাস,—অক্টেভিয়াস্ ও আণ্টনির উপর এরূপ কৌশলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কাসিয়াসও তাঁহাদিগকে অন্যদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। আণ্টনির সহিত কাসিয়াসের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু শেষে কাসিয়াস্ পরাভূত হইয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

তারপর, যুদ্ধে ব্রুটাস কিরূপ শক্তির পরিচয় দিতেছেন,—কোন্ পক্ষে জয় ...রাজয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা জানিবার জন্য, কাসিয়াস্ এক বিশ্বস্ত
...অশ্ব ও অস্ত্রাদি দিয়া ব্রুটাসের নিকট পাঠাইলেন।

...সময় অতিবাহিত হইল, তথাপি সে ব্যক্তি ফিরিল না। কাসিয়াস
...জ পর্ব্বতোপরি উঠিয়া, দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি-
...অগত্যা অন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "তুমি পর্ব্বতের
...উঠিয়া, যুদ্ধের সঠিক সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করো।"

...চ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিল। কাসিয়াস এই ভৃত্যকে চির-
...বে রাখিয়াছিলেন। ভৃত্য আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই
...বসর খুঁজিত। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজি সুযোগ
...মহা-বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিল। যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা যাহ
...য়া, সে সমস্তই বিপরীত বলিল।

কাসিয়াস্ ভাবিতে লাগিলেন, "আজি এই এমনি দিনে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। যে দিনে জীবন আরব্ধ হইয়াছিল, সেই দিনে ইহার সমাপ্তি করিব। দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমার জীবনের পর্য্যটনও শেষ হইয়াছে।"

কাসিয়াস সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বলো, এখন কি দেখিতেছ?" সে, সেই উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে বলিতে লাগিল, "শত্রুগণ আমাদের সৈন্যগণকে ঘিরিয়াছে। যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিপক্ষেরা বন্দী করিয়াছে। আর ঐ দূরে,—আপনার শিবিরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। ব্রুটাস-সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।—বুঝি, সকল আশা ফুরাইল।"

কাসিয়াস্ তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে নামিতে বলিলেন। বলিলেন, "আর না। ইহাই দেখিবার জন্যই কি কাসিয়াস্ জীবনধারণ করিবে?——তুমি আমার বিশ্বস্ত এবং প্রিয় অনুচর;—তোমাকে যখন যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, তুমি তখনি তাহা পালন করিয়াছ। আজিও আমার আজ্ঞা পালন করো, এবং চির-দিনের জন্য স্বাধীন হও।—এই অসি গ্রহণ করো;—একদিন ইহাই সিজারের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়াছিলাম;—আজ তুমি এই বক্ষে উহা বিদ্ধ করো!"

কাসিয়াস্ বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন,—বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য তাহাই করিল।——"হায় সিজার! তোমার হত্যার প্রতিশোধ হইল"—এই কথা বলিতে বলিতে, কাসিয়াস প্রাণত্যাগ করিল।

---

(১৭)

যুদ্ধের সংবাদ বস্তুতঃ তেমন মন্দ ছিল না। ব্রুটাসের সৈন্যগণ যথেষ্ট পরাক্রম দেখাইয়া, শত্রুগণের হৃদয়ে আতঙ্ক ও সন্দেহের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। তবে, কাসিয়াসের শিবির অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জলিতেছিল,—এ কথা সত্য বটে। আর আণ্টনি, কাসিয়াসের সৈন্যগণকেও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুটাস্ অক্টেভিয়াস্‌কে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—সেই বিশ্বাসঘাতক বন্দী ভৃত্য,—সে কথা কাসিয়াস্‌কে বলে নাই। ব্রুটাস্ সেই আনন্দ-সংবাদ পাঠাইবার

জন্য, কাসিয়াসের সেই পূর্ব্ব-প্রেরিত লোককে, কাসিয়াসের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি আসিয়া কাসিয়াসের মৃতদেহ দেখিয়া, এবং তাঁহার সেই বন্দী ভৃত্যকে তথায় উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া, সেই বন্দী ভৃত্যেরই বিষম বিশ্বাসঘাতকতা,—অনুভব করিলেন। দুর্ভাগ্য কাসিয়াসের সেই বিশ্বস্ত লোক,—সেই প্রিয়তম বন্ধু,—কাসিয়াসের পরিণাম দেখিয়া, আত্মহত্যা করিলেন। এই সকল দুঃসংবাদ অবগত হইয়া, ব্রুটাস্ দারুণ দুঃখে অভিভূত হইলেন।

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রুটাস-সৈন্য এবার আরও উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্ এবার সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। ব্রুটাসের সুদক্ষ সৈন্যগণ একে একে আণ্টনি ও অক্টেভিয়াসের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। একে একে ব্রুটাসের দুই একজন প্রিয় অনুচরও তাঁহাদের হস্তে বিনষ্ট হইল। তখন ব্রুটাস যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, অবশিষ্ট বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত, সেই যুদ্ধক্ষেত্রসন্নিহিত এক পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, আকুল-চিত্তে পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। রোমের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা,—প্রজাসাধারণের হিত-সাধন প্রভৃতি,—সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। তবে, এখন আর তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি? আণ্টনি, অক্টেভিয়াস্ ও লিপিটাস,—তিনজনে এখন রোমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন,—তবে ব্রুটাসের বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? রোমের চির-স্বাধীনতা, প্রজাসাধারণের হিত ও উন্নতি,—অন্যের অদৃষ্ট-সূত্রে জড়িত হইল,—তবে ব্রুটাস কোন্ লক্ষ্যে দুর্ব্বহ দেহ-ভার বহন করিবেন? শত্রুগণ সদাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিবে,—আর তিনি পলাতক, ভীরু, কাপুরুষের ন্যায় সদাই আত্মগোপন করিয়া জীবিত থাকিবেন?—সেরূপ ঘৃণিত জীবনে ব্রুটাসের প্রয়োজন নাই। সিজারের হত্যাকারিগণ একে একে নিঃশেষিত হইয়াছে,—কেবলমাত্র ব্রুটাস বাকী। ইতিমধ্যে সিজারের প্রেতমূর্ত্তি, দুইবার ব্রুটাসের সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রুটাসও বুঝিয়াছেন, তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তখন একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে চুপি চুপি তিনি কি বলিলেন। সে শিহরিয়া উঠিল। অন্য একজনকে বলিলেন, সেও শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—

"প্রভু! আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।" তখন আর একজন অনুচর জনান্তিকে অন্য এক অনুচরকে বলিল, "দেখিতেছ না, ঘৃণায় ও দুঃখে,—ব্রুটাসের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছে? সে ভার এত যে, ইহার চক্ষু দিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে!"

কেহই ব্রুটাসের আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইল না।—কেহই প্রভুকে হত্যা করিতে চাহিল না।

অদূরে ব্রুটাসের জনৈক সৈন্য, শত্রুগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ব্রুটাসকে পলাইতে বলিল। ব্রুটাস তাহা শুনিয়া বলিলেন,

"বন্ধুগণ! আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত হইতেছে না।—তোমরা বিদায় হও। আমার বড় আনন্দ এই যে, শেষ পর্য্যন্তও তোমরা, এমন বিশ্বস্ততার সহিত আমার অনুসরণ করিয়াছ! ব্রুটাস তাহার জীবনের ইতিহাস, সম্পূর্ণ করিয়াছে। আজি তাহার বিশ্রামের দিন।—রাত্রির এ অন্ধকার আমার চক্ষে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, এইবার আমি বিশ্রাম করিব। এই বিশ্রামলাভের জন্য এতদিন যে সংগ্রাম করিয়া আসিলাম, আজি তাহা সুসিদ্ধ হইল। তোমরা অগ্রসর হও,—আমি তোমাদের অনুসরণ করিতেছি।"

সকলে প্রস্থান করিল। কেবল একজন ব্রুটাসের পার্শ্বে বসিয়া রহিল। ব্রুটাস তাহাকে বলিলেন,

"বুঝিলাম, তোমার প্রকৃত সম্মানবোধ আছে,—প্রভুর গৌরব তুমিই রক্ষা করিতে জানো।—তবে এই আমার তরবারি গ্রহণ করো,—ইহা লইয়া দাঁড়াও।—আমি দৌড়িয়া আসিয়া ইহা গলদেশে বিদ্ধ করি।"

সে তাহাই করিল। ব্রুটাস্ তীরবেগে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করিলেন। সব ফুরাইল।

তখন আন্টনি ও অক্টেভিয়াস সেইখানে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ অবগত হইলেন। আন্টনি বলিলেন,

"এই ব্রুটাস্ সকলের অপেক্ষা উন্নতহৃদয়, উন্নতচরিত্র,—প্রকৃত মহৎ-লোক ছিলেন। প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারী,—নীচ হিংসাবশে উত্তেজিত হইয়াই সিজারকে হত্যা করিয়াছিল; কিন্তু এই ব্রুটাস্ লোকসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষায় এবং আপন আন্তরিক স্থির-লক্ষ্যসাধনে, সেই দারুণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।—

আমি বিশেষরূপে জানি, ব্রুটাসের জীবন নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল, এবং তিনি সকলগুণের আধার ছিলেন।"

অক্টেভিয়াস্। তবে সৈন্যগণ! তোমরা সকলে মহাত্মা ব্রুটাসের এই মৃত-দেহ সম্মানের চক্ষে দেখিয়া, সযত্নে রক্ষা করো।" যথাসময়ে মহাসমারোহে বীরের অন্তেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তাহাই হইল। বিজয়ী সৈন্যগণ বিজয়োল্লাস করিতে করিতে, ব্রুটাসের অন্তিম-কার্য্য শেষ করিল।

"যেরূপ অভিরুচি।"

(AS YOU LIKE IT.)

(১)

এক সময়ে ফ্রান্সদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্য আপন আপন ক্ষমতায় পরিচালিত হইত। সেই সময় এক ব্যক্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—যথার্থ রাজ্যের অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সেই সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজ্যচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত সেই রাজা,—আর্ডেন নামক এক কাননে পলায়ন করেন। তাঁহার যে সকল প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে রাজার সঙ্গ লইয়া সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা সেই আর্ডেন কাননে প্রকৃত বন্ধু ও ভক্ত অমাত্যগণের সহিত সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সেই স্বেচ্ছায়-নির্ব্বাসিত সামন্তগণের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিয়াও রাজা ও রাজ-পারিষদগণ কোনরূপ কষ্ট বোধ করিতেন না।—বরং রাজ-সংসারে যে প্রকার চিন্তা, মিথ্যা আড়ম্বর ও একটা উদ্বেগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত, অরণ্যের মধ্যে সে সব আপদ-বালাই কিছুই নাই;—এখানে থাকিয়া তাঁহাদের জীবন বড়ই শান্ত ও মধুরভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

মধুর নিদাঘে তাঁহারা অত্যুচ্চ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া বন্য হরিণীগণের মধুর ক্রীড়া অবলোকন করিতেন। এই নিরীহ প্রাণি

উপর তাঁহাদিগের এমনই একটা স্নেহ ও প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, যদি কখন আপনাদের আহারের জন্য তাহাদের একটিকেও মারিতে হইত, তবে তাঁহারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। যখন দারুণ শীতে অতি শীতল বাতাস বহিত এবং সেই নির্ব্বাসিত রাজা বুঝিতেন, তাঁহার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন,—তখন তিনি কিছুমাত্র অধীর না হইয়া নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। বলিতেন, "এই যে শীতল বাতাস আমার শরীর কাঁপাইয়া তুলিতেছে, ইহা যথার্থই আমার অমাত্যের কাজ করিতেছে! এই বাতাস তোষামোদ জানে না, বরং আমি যে কত দীন, আমায় সে দশা জানাইয়া দিতেছে! আর যদিও এই বাতাস শরীরে যন্ত্রণা দিতেছে বটে, কিন্তু নির্দ্দয়তা এবং অকৃতজ্ঞার যে যন্ত্রণা, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক কম। আমি দেখিয়াছি, লোকে দারিদ্র্য-দুঃখকে নিন্দা করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মনে হয়, দারিদ্র্যের মধ্য হইতেও অনেক সুখ পাওয়া যায়। কে না জানে, সর্প-বিষও সময়-বিশেষে সুধার কাজ করে।"

নির্ব্বাসিত রাজা এইরূপ যাহা দেখিতেন, তাহা হইতেই নীতি সংগ্রহ করিতেন, এবং অকাতরে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। এইরূপ যে প্রকৃতি,—যাহা সকল পদার্থ হইতেই তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ, সে প্রকৃতির নিকট অনুমিত হয় যে,—বৃক্ষবল্লরী, তাহারও বাক্‌শক্তি আছে; বেগবতী কল্লোলিনী, তাহার মধ্যেও প্রগাঢ় কাব্যের অপূর্ব্ব ভাব নিহিত আছে; উপলখণ্ডের মধ্যে সারগর্ভ উপদেশ সকল প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে এবং সকল পদার্থের মধ্যেই সেই সর্ব্বমাঙ্গল্যের সত্ত্বা বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মপ্রাণ রাজা এইরূপ মন, এইরূপ উদার প্রশান্ত চিত্ত, এবং এইরূপ অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা লইয়া, সেই আর্ডেন-কাননে সঙ্গিগণের সহিত অতুল সুখ উপভোগ করিতেন।

---

(২)

এই নির্ব্বাসিত রাজার এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম রোজালিন্দ। যখন তাহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিত হন, তখন নূতন রাজা ফ্রেডারিক, ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। তাঁহারও এক কন্যা ছিল,

তাহার নাম—সিলিয়া। সিলিয়া রোজালিন্দকে বড় ভালবাসিত। দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ও সখীত্ব থাকাতে, ফ্রেডারিক ইচ্ছা করিয়া, রোজালিন্দকে, তাঁহার কন্যার সহচরীরূপে রাখিয়া দিয়াছিল। তাই তিনি রোজালিন্দকে পিতার সঙ্গে নির্ব্বাসিত না করিয়া আপন সংসারে রাখিয়াছিলেন। এই দুই ভগিনীর,—পিতায় পিতায় যেরূপ মনান্তর ছিল, তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঠিক তেমনি সদ্ভাব ছিল।—দুইজনের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন,—দুই জনকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। নির্ব্বাসিত পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন রোজালিন্দের হাসি-মুখ ম্লান হইয়া আসিত, তখন সিলিয়া অমনি একান্ত স্নেহভরে আপনার পিতার সেই দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন পাইত। এবং কত সান্ত্বনা-বাক্যে, কত মিষ্ট কথায় রোজালিন্দকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিত। যখন রোজালিন্দ ভাবিত, "আমার পিতা নির্ব্বাসিত, আর পিতার সর্ব্বস্ব-অপহরণকারী এই খুল্লতাতের অন্নে আমি প্রতিপালিত,"—তখন মলিন-বিষাদ-ছায়া বালিকার মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিত। কুমারী রোজালিন্দ তখন হৃদয়ে বড় একটা গভীর বেদনা অনুভব করিত। সিলিয়া সে ভাব বুঝিয়া, একান্ত যত্নের সহিত ভগিনীর সে দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা পাইত।

এমন প্রায়ই ঘটিত। কোন দিন সিলিয়া রোজালিন্দকে বুঝাইত,—"ভগিনি! আমার স্নেহের ভগিনি, এমন ম্লান-মুখে থাকিও না। এই মুখে আবার হাসি আনো;—আমি যে তোমার এ ভাব আর দেখিতে পারি না, বোন্!"

সিলিয়ার স্নেহে রোজালিন্দের সকল দুঃখ দূর হইত, তখন উভয়ে আবার কোনরূপ আনন্দকর বিষয়ের আলোচনা করিত।

একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "আপনারা কেহ মল্লযুদ্ধ দেখিবেন কি? তাহা হইলে শীঘ্র রঙ্গক্ষেত্রে আসুন।"

সিলিয়া ভাবিল, ইহাতে রোজালিন্দ একটু অন্যমনস্ক হইবে,—ভগিনী একটু আনন্দিত হইবে।—এই ভাবিয়া সিলিয়া, রোজালিন্দকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে গেল।

(৩)

এমন এক দিন ছিল, যখন এই মল্লযুদ্ধ দেখিতে স্বয়ং রাজা, তাঁহার অমাত্যমণ্ডলী এবং তাঁহার পুর-মহিলাগণ সকলেই রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখেই মল্লযুদ্ধকারিগণ আপন আপন বিক্রম দেখাইয়া যথেষ্ট আদর ও সৌভাগ্য লাভ করিত। এখনকার দিনে ইহা আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন পল্লীগ্রামের মধ্যেই এই আমোদ চলিত আছে মাত্র। রাজা ফ্রেডারিকের সভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে, বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। রোজালিন্দ এবং সিলিয়াও সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

যাহারা মল্লযুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের একজন নিতান্ত তরুণবয়স্ক যুবক, আর একজন প্রভূত বিক্রমশালী, দীর্ঘকায় ও প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা। অধিকন্তু এ কথাও সকলেই জানিত যে, এইরূপ মল্লযুদ্ধে এই মল্লযোদ্ধা বিস্তর লোককে নিহত করিয়াছে। সেইরূপ ভয়ঙ্কর লোকের সহিত,—এই তরুণবয়স্ক, যুদ্ধ-নৈপুণ্যেহীন এই যুবকের মল্লযুদ্ধে যে, একটা বিষম অনর্থ ঘটিবে,—শেষোক্ত তরুণ-যুবকেরই যে, প্রাণসংহার পর্য্যন্তও হইবে, তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিল। এই অনুমান রোজালিন্দ এবং সিলিয়ার মনকেও আর্দ্র করিল।—তাঁহারা সেই তরুণবয়স্ক যুবকের দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

রাজা তাঁহার কন্যা ও ভ্রাতুস্পুত্রীকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে তোমরাও আসিয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু ইহা দেখিয়া তেমন আনন্দ পাইবে না। কেন না, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর পরস্পরের তুল্য নহে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, এই যুবক যেন আপনার মঙ্গলের জন্যই এই সঙ্কল্প ত্যাগ করে। দেখ দেখি, তোমরা যদি বলিয়া-কহিয়া ইহাকে নিরস্ত করিতে পারো!"

যুবককে দেখিয়াই, স্নেহে রাজকন্যাদ্বয়ের দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। এখন তাঁহারা আহ্লাদের সহিত এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সিলিয়া সেই তরুণবয়স্ক মল্লযোদ্ধাকে বলিলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে, তুমি ঐ বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ করিও না।"

রোজালিন্দও সেই কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "যুবক, আমারও একান্ত এই ইচ্ছা।"

রোজালিন্দের কণ্ঠস্বরে এমন একটু দয়া, এমন একটু স্নেহ এবং এমন একটু মমতার ভাব মিশ্রিত ছিল যে, সেই যুবক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া বরং তাদৃশী লাবণ্যময়ী, গুণবতী কুমারীর সাক্ষাতে আপনার বীরত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অতি বিনীত-ভাবে আপন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেজন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা কেহ আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমি যে আপনাদের কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এজন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত, জানিবেন। আমার বরং ইহাই অনুরোধ, আপনারা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং ঐ প্রশান্ত করুণ নয়নযুগল আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়া রাখুন।—আমি এই যুদ্ধ করিতে করিতে যদি পরাজিত হই, তবে জানিবেন, চির-হতভাগ্য এক ব্যক্তি আজি আপনার দুরদৃষ্টের ফলভোগ করিল! আর যদি নিহত হই, তবে জানিবেন, এমন একজনের মৃত্যু হইল, যে আজীবন মৃত্যু-কামনাই করিতেছিল!—আমার এই ইচ্ছাকৃত মৃত্যুতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। কেন না, আমার জন্য শোক করে, এ পৃথিবীতে এমন আত্মীয় আমার কেহ নাই। আমি পৃথিবীরও কোন উপকারে আসি না—কেন না, এ জগতে আমার কিছুই স্পৃহনীয় নাই। বরং এই পৃথিবীতে যে স্থানটুকু আমি অধিকার করিয়া আছি, আমি মরিলে, সেই স্থানে আমা অপেক্ষা এক সৌভাগ্যশালী কৃতিব্যক্তি আসিতে পারে।"

যুবক আর কোন কথা না কহিয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সিলিয়া বলিল, "এই যুবক যেন অক্ষতশরীরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে।"

কিন্তু রোজালিন্দের হৃদয় তাহার জন্য আর একটু বেশী কাঁদিল। সেই যুবক,—যে আপনার শোচনীয় অবস্থা, সেই মর্ম্মভেদী স্বল্প কথায় জ্ঞাপন করিল, এবং আপন মৃত্যু আপনি আহ্বান করিল,—রোজালিন্দ তাহাকে আপনার ন্যায় ভাগ্যহীন বিবেচনা করিলেন এবং বলিতে কি, সেই যুবকের প্রতি দয়া, স্নেহ ও মমতা,—এ তিন মিশিয়া রোজালিন্দের হৃদয়ে অনুরাগ-সঞ্চার করিল।

বলা ভালো, রোজালিন্দ তখন নব-যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন।

(৪)

রোজালিন্দ ও সিলিয়া,—সেই যুবকের উপর এতটা দয়া ও স্নেহের ভাব প্রকাশ করাতে, সেই যুবকের সাহস ও বিক্রম যেন বাড়িয়া উঠিল। যুবক



অতি আশ্চর্য্যরূপ উৎসাহের সহিত সেই ভীমপরাক্রম প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া, অতি আশ্চর্য্য কৌশলে, অল্প সময়ের মধ্যে, তাহাকে পরাস্ত

করিলেন। পরাজিত ব্যক্তি এত গুরুতর আঘাত পাইল যে, তাহার কথা কহিবার কিংবা নড়িবার-চড়িবার সামর্থ্যও রহিল না!

ফ্রেডারিক এই দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই বিজয়ী যুবককে আপন আশ্রয়ে রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক কহিল, "আমি রোলাণ্ড-ডি-বয়েজ্ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম অর্ল্যাণ্ডো।

অর্ল্যাণ্ডোর পিতা সার রোলাণ্ড,—অনেক দিন হইল, জীব-লীলা শেষ করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি নির্ব্বাসিত রাজার একজন বিশেষ ভক্ত ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। এক্ষণে ফ্রেডারিক যখন শুনিলেন যে, এই যুবক সেই রোলাণ্ডের পুত্র,—তখন যুবকের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার যেটুকু স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল,—তাহা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল। সহোদরের প্রতি বিদ্বেষ থাকাতে, তাঁহার বন্ধুবর্গের উপরও ফ্রেডারিকের এতটা বিদ্বেষ ছিল। তিনি এক্ষণে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অতি-বড়-শত্রু হইলেও যুবকের সেই সাহস ও বিক্রম কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। ফ্রেডারিকও তাহা পারিলেন না। তাই কেবলমাত্র বলিয়া গেলেন, "এই যুবক অন্য কাহারও পুত্র হইলে ভালো হইত।"

রোজালিন্দ শুনিলেন, এই যুবক অর্ল্যাণ্ডো,—তাঁহার পিতার বন্ধুপুত্র। এই পরিচয়ে রোজালিন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি সিলিয়াকে বলিলেন, "ভগিনি, আমার পিতা, সার রোলাণ্ডকে বড় ভাল বাসিতেন। যদি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম যে, এই যুবক তাঁহার পুত্র, তবে আন্তরিক কাতরতার সহিত চক্ষের জল মিশাইয়া এ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে ইহাকে নিবৃত্ত হইতে আরও অনুরোধ করিতাম।"

তারপর, রাজপুত্রীদ্বয় অর্ল্যাণ্ডোর নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজার আকস্মিক বিরাগভাব দেখিয়া, অর্ল্যাণ্ডো কিছু বিস্মিত এবং অপ্রতিভ হইয়াছেন। তখন তাঁহারা বিবিধ উৎসাহ-বাক্যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রোজালিন্দ আর একটু বেশী আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য অর্ল্যাণ্ডোর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন পূর্ব্বক অর্ল্যাণ্ডোকে

প্রদান করিয়া বলিলেন, "বীর, বীরত্বে আজ যে কেবল তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশীভূত করিলে এমন নহে,—তোমার গুণে আর একজনের হৃদয়ও তোমার বশীভূত হইয়াছে। এই হার কণ্ঠে ধারণ করিও,—ইহা আমার একান্ত অনুরোধ। আমার এখন আর অন্য সামর্থ্য নাই, নহিলে তোমার বীরত্বের উপযুক্ত উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতাম।"

---

(৫)

অর্ল্যাণ্ডো চলিয়া গেলে, রোজালিন্দ ও সিলিয়া তাঁহারই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রোজালিন্দের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া, সিলিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনী,—অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভগিনি, ইহা কি সত্য যে, হঠাৎ সেই যুবককে এমনই ভালবাসিলে!"

রোজালিন্দ। আমার পিতা অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

সিলিয়া। তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তুমিও তাঁহার পুত্রকে ভাল বাসিবে? তবে, সে হিসাবে, আমার বরং অর্ল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করাই উচিত। কেন না, আমার পিতা অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তা বলিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে তো আমি ঘৃণা করিতে পারি না!

দুই জনের এইরূপ নানা ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

রোজালিন্দের মধুর প্রকৃতি সকলে ভালবাসিত এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া, সকলেই নির্ব্বাসিত রাজার জন্য দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত। আজ অর্ল্যাণ্ডোর সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, ফ্রেডারিকের মনে বড় একটা বিষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যে কেহ সেই নির্ব্বাসিত রাজার জন্য এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ করিত, কিংবা তজ্জন্য রোজালিন্দের প্রতি এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করিত, অথবা স্নেহ দেখাইত,—সেই-ই ফ্রেডারিকের বিরাগভাজন হইত। এজন্য রোজালিন্দের উপরও মনে মনে ফ্রেডারিকের ঘৃণা ছিল। আজ সহসা সে ভাবটা পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল।—রোজালিন্দ ও সিলিয়া অর্ল্যাণ্ডোর কথা লইয়া নানাপ্রকার হাস্য-পরিহাস করিতেছিল, সেই

সময় ফ্রেডারিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "রোজালিন্দ, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতার নিকট চলিয়া যাও।"

সিলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া পিতাকে এই সঙ্কল্পে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক বলিলেন, "সিলিয়া, কেবল তোমারই জন্য এত দিন উহাকে গৃহে রাখিয়াছি,—দূর করিয়া দিই নাই।"

সিলিয়া। কৈ বাবা, আমি তো কখন উহাঁকে রাখিতে তোমায় বলি নাই! তখন আমি অতি বালিকা ছিলাম, রোজালিন্দের মর্ম্ম বুঝি নাই;—তখন ইহাঁকে তাড়াইলে দুঃখ হইত না। কিন্তু এখন আমি ভগিনীকে চিনিয়াছি, ইহাঁর মর্ম্ম বুঝিয়াছি;—তাই বাবা, তোমায় অনুরোধ করিতেছি, রোজালিন্দকে তাড়াইও না।—আমরা একত্র শয়ন করিয়াছি, একই সময়ে একত্রে উঠিয়াছি, এক সঙ্গে লেখা-পড়া শিখিয়াছি, একত্রে পান-ভোজন করিয়াছি,—বাবা, এতদিনের স্নেহময়ী সঙ্গিনী পরিত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব না।"

ফ্রেডারিক। তুমি অজ্ঞান, উহার ভিতর যে চাতুরী, তাহার মর্ম্ম বুঝিবার সাধ্য তোমার নাই। উহার ঐ শান্তমূর্ত্তি, ঐ উদার ভাব, ঐ সহিষ্ণু আকৃতি,—অধিক কি, উহার ঐ অল্প কথাবার্ত্তা সর্ব্বলোকের বড়ই প্রীতিকর, তাই সকলেই উহার পক্ষপাতী। ও, চলিয়া গেলে, তোমারই রূপ-গুণের সুখ্যাতি সকলের মুখে-মুখে ফিরিবে। উহার জন্য তুমি আমাকে কোন অনুরোধ করিও না। আমি যাহা বলিয়াছি, কিছুতেই তাহা অন্যথা হইবার নয়।

সিলিয়া নিরস্ত হইল। তখন সে মনে মনে ঠিক করিল, "রোজালিন্দ যখন নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইল, তখন আমিও উহাঁর সঙ্গ লইব।"

---

(৬)

সিলিয়া রোজালিন্দের সহিত গোপনে পিতৃ-ভবন হইতে বহির্গত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তারপর ভাবিলেন, "আমরা দুইজনেই স্ত্রীলোক;—এমন অবস্থায় আমাদের এই পরিচিত পরিচ্ছদে দেশ পর্য্যটন করা সুবিধার কথা নহে।"—সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহারা দুই জনে কৃষক-কুমারীর

বেশ ধারণ করিয়া প্রস্থান করিবেন। মনের কথা তিনি প্রিয় ভগিনী রোজালিন্দকেও জানাইলেন।

রোজালিন্দ বলিলেন, "দুইজনেই কুমারী না হইয়া, একজন বরং কৃষক-কুমার আর একজন কৃষক-কুমারীর বেশ ধারণ করি এস।"

সেই যুক্তিই স্থির হইল। আকৃতিতে রোজালিন্দ সিলিয়া অপেক্ষা কিছু বড়। সুতরাং রোজালিন্দ কৃষক-কুমার এবং সিলিয়া কৃষক-কুমারী সাজিলেন। দুইজনে ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিবেন,—এইরূপ স্থির করিলেন।

আপনাদের এইরূপ বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া পথ-খরচের জন্য কিছু অলঙ্কার ও অর্থাদি লইয়া, উভয়ে নিশীথে গোপনে বাটীর বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য, আর্ডেন-কাননে সেই নির্ব্বাসিত ডিউকের নিকট উপস্থিত হইবেন।

রোজালিন্দ এক্ষণে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছেন। নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া, গ্যানিমেড্ নাম ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি পুরুষের নির্ভীকভাবও যেন কতকটা আয়ত্ত করিলেন। সিলিয়ার নাম হইল,—আলিয়েনা। যে অকৃত্রিম স্নেহের টানে সিলিয়া রাজভবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া রোজালিন্দের সহিত এই দুঃসহ পথক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, রোজালিন্দ সে অকৃত্রিম স্নেহ পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। তাই তিনি নানা প্রকারে সিলিয়ার চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্নবতী হইলেন। রোজালিন্দ এমনই সুন্দর কথাবার্ত্তায় ও আনন্দ-উৎসাহে পথ চলিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল, যেন সত্য সত্যই তিনি এক কষ্টসহিষ্ণু নির্ভীক কৃষক যুবক, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিণী ভগিনী—পল্লীবাসিনী আলিয়েনার অভিভাবক। যথাসময়ে তাঁহারা আর্ডেন-কাননে আসিয়া পঁহুছিলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে একটিও অতিথিশালা, কিংবা বাজার-হাট কিছুই মিলিল না। দুইজনেই ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িলেন। রোজালিন্দ এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় ভগিনীকে প্রফুল্ল করিতেছিলেন, কিন্তু এখন নিজেই ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া বলিলেন, "বোন্, ক্ষুধা তৃষ্ণায় এমন কাতর হইয়াছি যে, পুরুষের পরিচ্ছদ আর আমার সাজে না। আমার মনে হইতেছে যে, পুরুষের বেশ দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া, একবার স্ত্রীলোকের মত একটু কাঁদিয়া বুকটা হাল্কা করি।"

সিলিয়া। আমিও আর এক-পা চলিতে পারিতেছি না।

তখন রোজালিন্দ আবার ভাবিলেন, "সে কি, আমি যে পুরুষ সাজিয়াছি! এ অবস্থায় পুরুষ যাহা করে, আমারও তাহাই করা কর্ত্তব্য।"

প্রকাশ্যে সিলিয়াকে বলিলেন, "ভগিনি, এত অধৈর্য্য হইও না, আর অধিক দূর নাই। এই তো কাননের শেষ-সীমায় আসিয়াছি। এখনই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে,—ভাবনা কি?"

কিন্তু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা,—এ প্রবোধ-বাণী বুঝিতে চাহিল না। পুরুষের সাজে এবং কৃত্রিম সাহসে কতক্ষণ সে কাতরতা নিবারিত হইবে? রাজকুমারীদ্বয় আর্ডেন কাননে উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে কানন কতদূর বিস্তৃত, তাহার কোন্ সীমায় নির্ব্বাসিত রাজা বাস করেন,—তাহা কে জানে? ক্ষুধায় দুইজনে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভাবিলেন, সেই কাননের ভিতর উভয়কে বুঝি অনশনে প্রাণ হারাইতে হয়! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যখন তাঁহারা ক্ষুধায় একান্ত কাতর এবং আহার সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া একান্ত নিরাশহৃদয়ে ভূমির উপর বসিয়া আছেন, সেই সময় একজন মেষপালক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রোজালিন্দ অতি কষ্টে বলিলেন, "মেষপালক, অর্থে কিংবা স্নেহে যদি কেহ আমাদিগকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী দেন এবং একটু বিশ্রামের স্থান দেন, তবে দয়া করিয়া সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চলো। এই দেখ, আমার এই বালিকা ভগিনিটি ক্ষুধায় ও পথশ্রমে যার-পর-নাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

---

(৭)

মেষপালক বলিল, "আমি একজনের ভৃত্য মাত্র। আমার প্রভুর বাড়ী-ঘর শীঘ্রই বিক্রয় হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। তোমাদিগকে সেখানে লইয়া গেলে ভালো করিয়া তোমাদিগকে খাইতে দিতে পারিব না; তথাপি প্রভুর যাহা কিছু আছে, সঙ্গে আসিলে, তোমাদিগকে দিতে পারি।"

রোজালিন্দ ও সিলিয়াকে এখন হইতে আমরা গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা নামে অভিহিত করিব। গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা,—মেষপালকের সহিত তাহার প্রভু-গৃহে চলিলেন। সেখানে পান-ভোজন করিয়া পথশ্রান্তি দূর

হইলে, তাঁহারা সেই মেষ-পালকের প্রভুর সেই বাটী ও সমস্ত মেষপাল ক্রয় করিয়া লইলেন এবং সেই ভৃত্যকেই আপনাদের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর ও প্রচুর আহারীয় দ্রব্য সেই-খানেই তাঁহারা পাইলেন, এবং যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বাসিত রাজার কোন সন্ধান পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে মনস্থ করিলেন।

কিছু দিন বিশ্রামের পর রাজপুত্রীদ্বয়ের পথ-শ্রমের সকল শ্রান্তি দূর হইল। তাঁহারা এ অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট থাকিলেন। আপনারা সত্য সত্যই যেন দুইটি কৃষক বালক-বালিকা,—এইরূপ মনে করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু নাম পরিবর্ত্তন এবং বেশ-পরিবর্ত্তনে পুরুষ সাজা সত্ত্বেও, গ্যানিমেড যে রাজকুমারী রোজালিন্দ, সে কথা তিনি ভুলিলেন না,—এবং সার রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্র অর্ল্যাণ্ডো যে তাঁহার প্রণয়-ভাজন, সে কথাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। অনেক সময়ে সেই কথা বার বার তাঁহার মনে পড়িত। অর্ল্যাণ্ডো রাজধানীতে আছেন, আর রোজালিন্দ আজ কত দূরে!—রাজধানী হইতে যে পথ পর্য্যটন করিয়া রোজালিন্দ এত দূরে আসিয়াছেন, আবার ততটা পথ না ফিরিলে, ততটা পথ-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিলে, অর্ল্যাণ্ডোর সাক্ষাৎ তো মিলিবে না। রোজালিন্দ তাহাই ভাবিতেন।

কিন্তু অর্ল্যাণ্ডোও যে, সেই কাননে আসিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল। এখন সেই কথা বলিতেছি।

---

(৮)

সার রোলাণ্ড মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিভারের উপর কনিষ্ঠ পুত্র অর্ল্যাণ্ডোর সকল ভার দিয়া যান এবং অলিভারকে বিশেষরূপে বলিয়া যান, যেন তাহার শিক্ষার কোন ত্রুটি না হয়। যাহাতে আপনাদের বংশগৌরব ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অর্ল্যাণ্ডো জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, সে বিষয়ে যেন অলিভার কোনরূপ ত্রুটি না করে।

পিতার মৃত্যুর পর অলিভার কিন্তু সে কথা রক্ষা করিল না। সেই হিংস্রক,—এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষকের উপর অর্ল্যাণ্ডোর শিক্ষাভার অর্পণ করে

নাই। কখনও তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠায় নাই। বাটীতে সামান্যভাবে তাহাকে রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো হৃদয়ের গুণে এত শান্তস্বভাব ও শিষ্ট-প্রকৃতি ছিলেন যে, পিতার অনুরূপ বলিয়া লোক-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি হইল। আর অলিভার কনিষ্ঠের দেহের সৌন্দর্য্য এবং অন্তরের মাধুর্য্য দেখিয়া, এতদূর হিংসা করিত যে, তাহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই জন্যই বহু-হত্যাকারী সেই মল্লযোদ্ধার সহিত পরামর্শ করিয়া, অর্ল্যাণ্ডোকে মল্লযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। ভ্রাতার এইরূপ ব্যবহার এবং সর্ব্ব-বিষয়ে অনাস্থা ও উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া, অর্ল্যাণ্ডো নিয়তই আপন মৃত্যুকামনা করিত, এবং জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র জানিয়া, সেই জন্যই সেইরূপ মল্লের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন শুনা গেল যে, এই যুদ্ধে অর্ল্যাণ্ডো জয়লাভ করিয়াছেন, এবং তাহাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রশংসা সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন অলিভারের হিংসার আর সীমা রহিল না। পাপিষ্ঠ মনে মনে ঠিক করিল যে, রাত্রিকালে অর্ল্যাণ্ডো ঘুমাইলে, তাঁহার গৃহে অগ্নি দিয়া তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবে। কিন্তু দৈবানুগ্রহে পাপিষ্ঠের সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইল।

আদম নামে তাহাদের পিতার আমল হইতে এক অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সেই বৃদ্ধ, অলিভার অপেক্ষা অর্ল্যাণ্ডোকে অধিক ভাল বাসিত। এই বালকের মুখে বৃদ্ধ তাহার মৃত-প্রভুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইত। যখন অর্ল্যাণ্ডো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, আদম একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার প্রভু, আমার একান্ত স্নেহের ধন, তোমাকে দেখিয়াই আমার সেই মৃত প্রভুকে মনে পড়ে!—কেন তুমি এমন বিপদে গিয়াছিলে? লোকমুখে তোমার প্রশংসা ধরিতেছে না,—কেন তুমি এত গুণবান্ হইয়াছিলে? আর কেনই বা এত রূপ লইয়া তুমি জন্মিয়াছিলে? হায়, তোমার এই রূপ ও গুণই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

অর্ল্যাণ্ডো বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? তুমি কি বলিতেছ,—বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ তখন একে একে সকল বলিল। বলিল, "লোক-মুখে তোমার প্রশংসা শুনিয়া তোমার গুণধর ভাই তোমাকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

আমি বুঝিতেছি, পলায়ন ভিন্ন তোমার প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। এখানে থাকিলে কোন-না-কোন দিন এইরূপেই প্রাণ হারাইতে হইবে!"

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি তো জানো, আমার কিছুই নাই! আমি যেমন আত্মীয়-স্বজন-হীন,—তেমনি অর্থহীন, সঙ্গতিহীন, উপায়হীন।

আদম। তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার প্রতিকার আমি করিয়াছি। দেখ, এ অবধি আমার যাহা কিছু সংস্থান হইয়াছে, তাহা আমি সঙ্গে লইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, যখন খাটিয়া খাইবার আর শক্তি থাকিবে না, তখন যৌবনের সঞ্চিত এই অর্থে দিন কাটাইব। বৎস, এ পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু সংস্থান করিয়াছি, তোমায় দিতেছি। যিনি প্রভাত হইলে পশুপক্ষীর আহার যোগাইয়া থাকেন, আমার বৃদ্ধ বয়সে, তিনি আমাকেও দেখিবেন! আর এক কথা,—আমি আজীবন তোমারই ভৃত্য থাকিব। বৃদ্ধ হইলেও, এখনও এ শরীরে কিছু বল আছে।

অর্ল্যাণ্ডো ভৃত্যের এই মহৎ আত্ম-ত্যাগ দেখিয়া, বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। কৃতজ্ঞতাভরে আনন্দগদগদস্বরে তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধ, তোমাতে আমি প্রাচীন কালের সেই অকৃত্রিম মহত্ত্ব ও দেবভাব দেখিতেছি। তুমি এ যুগের লোক নহ। তোমারই সঙ্গে আমি দেশান্তরে যাইব এবং তোমার এই ক্লেশসঞ্চিত বহুদিনের অর্থ সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া, আমি অন্য উপায়ে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিব।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আদম-সমভিব্যাহারে অর্ল্যাণ্ডো গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না। কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সেই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইলেন।

---

(৯)

এই আর্ডেন-কাননে আসিয়া রোজালিন্দ ও সিলিয়া যেরূপ ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্ল্যাণ্ডো এবং তাঁহার ভৃত্য আদমকেও সেইরূপ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতে হইল। আহার কোথাও মিলিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকালয় অন্বেষণ করিতে করিতে, আদম এমনই কাতর হইয়া

পড়িল যে, তাহার আর এক পাও নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। সে, সেই ভূমিতে শয়ন করিয়া, তাহার প্রভুর নিকট চির-বিদায় প্রার্থনা করিল। তাহার মনে হইল, বুঝি এইখানেই তাহার জীবন শেষ হয়।

অর্ল্যাণ্ডো সেই স্নেহপ্রাণ ভৃত্যের এই অবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত কাতর হইয়া, তাহাকে বাহুমধ্যে আবদ্ধ করিলেন। তার পর তাহাকে এক শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন, "আদম, ততক্ষণ এইখানে বিশ্রাম করো, আমি শীঘ্রই ফিরিতেছি।—মরিবার কথা মুখে আনিও না।"

সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় আদমকে রাখিয়া অর্ল্যাণ্ডো আহার অন্বেষণে বাহির হইলেন এবং ঘটনাক্রমে আর্ডেন-কাননের যে অংশে সেই নির্ব্বাসিত ডিউক অবস্থিতি করিতেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রাজা এবং তাঁহার পারিষদবর্গ শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বসিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মাথার উপর ঘনপত্রবিশিষ্ট তরুরাজি, নিম্নে তাহার প্রশান্ত ছায়া।

অর্ল্যাণ্ডো ক্ষুধায় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, চাহিলে হয়ত ইহারা কিছু দিবে না,—তাই বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য, তিনি তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া কহিলেন, "থামো, আহা[illegible] না। তোমাদের এই সমস্ত খাদ্য আমার চাই।"

সহসা একজন আগন্তুকের এই ব্যবহার [illegible]সিলেন, "যুবক, জঠর-জ্বালা কি তোমায় এমনই উন্মত্ত করি[illegible]মাতে আর এতটুকু ভদ্রতা বা শিষ্টাচার কিছুই রাখে নাই?"

অর্ল্যাণ্ডো। ওঃ! আমি ক্ষুধায় মরিয়া যাই।

রাজা। তবে এস, একত্রে আহার করি।

তখন অর্ল্যাণ্ডো প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"আমি মনে করিয়াছিলাম, এই অরণ্যে সকলেই বন্যপশুর ন্যায়,—চাহিলে হয়ত পাইব না,—সেই জন্যই বলপ্রকাশ করিতেছিলাম।—মহাত্মন্! নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন। আপনারা কে, তাহা জানি না। দেখিতেছি, এই বনে, এই শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া, অতি নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাইতেছেন;—যদি কখন আপনাদের সৌভাগ্যের দিন থাকিয়া থাকে; যদি কখন আপনারা দেব-মন্দিরে

মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিয়া থাকেন; যদি কখন কোন মহৎ লোকের আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিয়া থাকেন; যদি কখন কাহারও জন্য অশ্রুবিন্দু মুছিয়া থাকেন এবং কাহারও দুঃখ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, কিংবা আপনাদের নিজের দুঃখে যদি অন্যে কখন দুঃখিত হইয়া থাকে,—তবে আমার কাতরপ্রার্থনা এই যে, আমার এই দুঃখের সময় যেন আপনাদের দয়ার সঞ্চার হয়।"

রাজা। সত্য বটে, আমরাও এক দিন সুখের মুখ দেখিয়াছি।—এখন যদিও এই অরণ্যই আমাদের বাসস্থান হইয়াছে, তথাপি একদিন আমরাও নগরে ছিলাম; দেবমন্দিরের মঙ্গল শঙ্খধ্বনিও শুনিয়াছি; মহতের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছি; পরদুঃখকাতর হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছি;—এ সকলই সত্য।—আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করো।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ আছে। নিঃস্বার্থ স্নেহে ও স্বর্গীয় আত্মত্যাগে এই অরণ্যে সে আমার অনুসরণ করিয়াছে। এক্ষণে ক্ষুৎ-পিপাসায় সে মৃতপ্রায় হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।——মহাশয়, ক্ষমা করুন,—তাহাকে না খাও[illegible] বিন্দুমাত্রও জলগ্রহণ করিব না।

রাজা[illegible]কে এখানে লইয়া আইস। তোমরা যতক্ষণ না আসি[illegible]হই আহারে প্রবৃত্ত হইব না।

তখ[illegible] হরিণী যেমন আপন ক্ষুধার্ত শাবকটিকে খাওয়াইবার জন্য ব্যা[illegible]য়া যায়,—সেই বৃদ্ধকে আনিবার জন্য অর্ল্যাণ্ডো-ও সেইরূপ ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়া গেলেন এবং আদমকে লইয়া কথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "বৃদ্ধকে তোমার বাহু মধ্য হইতে নামাও এবং তোমরা দুই জনেই আহার করিতে ব'স।"

আদমের আর কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। পান ও ভোজনের পর যেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

তারপর পরস্পরের পরিচয়াদি হইল। রাজা, অর্ল্যাণ্ডোকে আপনার বন্ধু-পুত্র বলিয়া জানিলেন, এবং অর্ল্যাণ্ডোও রাজার পরিচয় পাইলেন। অর্ল্যাণ্ডো মনের সুখে আদম-সমভিব্যাহারে সেই কাননে রাজার নিকট রহিলেন।

(১০)

গ্যানিমেড এবং আলিয়ানা ওরফে রোজালিন্দ ও সিলিয়া,—আর্ডেন কাননের ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতেন, কোন বৃক্ষের শাখায় কেহ যেন "রোজালিন্দ" নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা বৃহৎ তরুগাত্রে রোজালিন্দকে উদ্দেশ করিয়া, কে এক "প্রণয়-গাথা" খোদিত করিয়াছে। তাঁহারা দুই ভগিনী এ রহস্যের কিছুই বুঝিলেন না; পরস্পর পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন মাত্র। পরন্তু উভয়েই কিছু বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। ফলতঃ, এ বিজন বনে কে এমন 'প্রেমিক-পুরুষ' আসিয়াছেন,—যাঁহার অন্তরের অন্তরে 'রোজালিন্দ' নাম অবিরাম গীত হইতেছে! আর কে-ই বা সে আদর্শ প্রণয়ী,—যে আপন প্রাণ-প্রেয়সীর নাম বৃক্ষে বৃক্ষে খোদিত করিয়া অসীম ভালবাসার পরিচয় দিতেছে?—'রোজালিন্দ', রোজালিন্দ'!—এ কি, তবে আর কোনো 'রোজালিন্দ'?

রাজকুমারীদ্বয় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। তার পর, ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহারা অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিতে পাইলেন। রোজালিন্দ ইহাও দেখিলেন যে, সেই মল্লযুদ্ধদিনে তিনি যে হার অর্ল্যাণ্ডোকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা আজিও অর্ল্যাণ্ডোর কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। তখন আর তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

রাজকুমারীদ্বয় এই অরণ্যে অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অর্ল্যাণ্ডো কিন্তু রোজালিন্দকে চিনিতে পারিলেন না। সেই কৃষক-কুমারের বেশে যে রোজালিন্দ এই কাননে বাস করিতেছেন, ইহা কে বুঝিবে?

এদিকে অর্ল্যাণ্ডোর হৃদয়ে সেই করুণাময়ী সৌন্দর্য্যাধার রোজালিন্দ-প্রতিমা দিবারাত্রি বিরাজ করিত। তাই তিনি একান্ত আগ্রহে, হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, বৃক্ষের ত্বকে ত্বকে প্রিয়তমার পবিত্র-নাম খোদিত করিয়া, বৃক্ষের শাখায় শাখায় প্রেম-গাথা-লিপি ঝুলাইয়া রাখিয়া, কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতেন। কিন্তু ভ্রমেও কখন বুঝিতে পারিতেন না যে, যাহা কল্পনামাত্রে এত সুখ ও এত আনন্দ, সেই প্রেমময়ী রোজালিন্দ, কৃষক-কুমারের বেশে তাঁহারই আশে-পাশে ফিরিতেছেন!

প্রেমিক-প্রেমিকার, মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা-সাক্ষাৎ হইত। এবং এইরূপ দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইল, একটু প্রণয়ও হইল। গ্যানিমেডের মুখখানি বড় সুন্দর, কথাগুলি বড় মধুর। গ্যানিমেডের কথা শুনিতে শুনিতে, অর্‌ল্যাণ্ডোর মনে হইত, যেন তিনি রোজালিন্দের কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন। গ্যানিমেডের মুখখানি দেখিতে দেখিতে মনে হইত, এ যেন রোজালিন্দের সেই স্নেহমাখা মুখ! কিন্তু অবয়বে ও কণ্ঠস্বরে এই সাদৃশ্য থাকিলেও, অর্‌ল্যাণ্ডো দেখিলেন, গ্যানিমেড্ কিছু চঞ্চল এবং বহুভাষী;—তাঁহার রোজালিন্দ তো এমন ছিল না?

কিন্তু ইহার ভিতর একটু কথা আছে। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া, যখন কেহ যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, তখন প্রায়ই ইহা দেখা যায়যে, সে অবস্থায় সেই নবীন যুবক কিছু চঞ্চল ও প্রগল্‌ভ হইয়াছে। গ্যানিমেড্ও নাকি আজ সেইরূপ নব-যুবক সাজিয়াছেন, তাই সাধ করিয়া এই প্রগল্‌ভতা ও চঞ্চলতা অভ্যাস করিয়াছেন। এবং অভ্যাসগুণে তিনি এমন একটু বাচালতা শিখিয়াছেন যে, ভালোয়-মন্দে মিশিয়া সেটুকু বড় মধুর লাগিত। সকল ব্যাপার বুঝিয়াও রোজালিন্দ একদিন অর্‌ল্যাণ্ডোকে বলিলেন, "দেখ, অর্‌ল্যাণ্ডো, আমরা এতদিন এই বনে আছি,—কেহ কোন সন্ধান রাখি না,—কিন্তু বোধ হয়, কোন এক "নূতন প্রেমিক" এই কাননে আসিয়াছে। দেখ, সেই প্রেমিক এই ছোট ছোট গাছগুলিতে "রোজালিন্দ" নাম খোদিত করিয়া গাছগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আবার রোজালিন্দের সৌন্দর্য্য বিষয়ে কতই কবিতা লিখিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! না জানি, এ রোজালিন্দ, কে? যদি এই প্রেমিককে কখন দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার এই প্রণয়-ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দেই।"

অর্‌ল্যাণ্ডো সরল মনে সমস্তই স্বীকার করিলেন। স্বীকার করিলেন যে, তিনিই সেই প্রণয়ী,—রোজালিন্দের জন্য তিনিই উন্মত্তপ্রায়;—তাই হৃদয়ের উদ্দাম প্রেম-পিপাসা মিটাইবার উদ্দেশে, অনন্যোপায়ে, বৃক্ষে বৃক্ষে 'রোজালিন্দ' নাম-খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।—অর্‌ল্যাণ্ডো আবেগভরে কহিলেন, "ভাই কৃষক-কুমার! বলো, বলো,—কি করিলে আমার এ প্রণয়-ব্যাধির উপশম হইতে পারে?"

গ্যানিমেড। তুমি প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে এসো। আমি তোমার রোজালিন্দ হইব। তুমি আমাকে তোমার রোজালিন্দ মনে করিবে এবং তাঁহার সহিত যেরূপ আলাপ করিতে, আমার সহিতও সেইরূপ করিবে। আমিও সেই আরাধ্যা প্রেমিকার ন্যায়, কখন হাস্যে ও আনন্দে তোমায় মাতাইয়া তুলিব,—আর কখন বা বিরক্তি-ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে তোমার আশাভরা-হৃদয়ে নিরাশার তরঙ্গ উঠাইব। কখন বা আমার নিকট তুমি বসিয়া থাকিবে,—একটিমাত্র কথা শুনিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিবে,—আমি তাহা বুঝিয়াও অবজ্ঞা করিয়া একটা মিথ্যা কার্য্যে ব্যস্ত হইব;—আবার তুমি কাছে না আসিলে হয়ত অভিমান করিব এবং আসিলে হয়ত বা বিরক্তি-ভাব দেখাইব,—তাহাতে তুমি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইবে;—তখন আমি হাসিমুখে তোমায় ক্ষমা করিব! আবার কখন বা দুর্জ্জয় অভিমানে অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া তোমায় বুঝাইব,—'এ জগতের সকল যন্ত্রণা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি;—সংসারের কোন সুখ আমার ভাগ্যে মিলিল না!' এইরূপ নব-যুবতীর প্রেম-বৈচিত্র্যের নূতন ভঙ্গী দেখিয়া, তুমি আপনার প্রেমে আপনি লজ্জিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রণয়-ব্যাধিরও উপশম হইবে।"

গ্যানিমেডের এই প্রণয়-ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী,—অর্ল্যাণ্ডোর সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তথাপি, এ এক নূতন আমোদ ভাবিয়া, তিনি গ্যানিমেডের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

---

(১১)

গ্যানিমেডের উপদেশমত, অর্ল্যাণ্ডো প্রতিদিন গ্যানিমেডের নিকট আসিতেন। অবশ্য, তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই যে, এই গ্যানিমেডই তাঁহার রোজালিন্দ। তথাপি তাঁহাকেই রোজালিন্দ ভাবিয়া, হৃদয়ের সকল ভাব প্রকাশ করিয়া, সময় সময় তিনি যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন। আর বলা বাহুল্য যে, গ্যানিমেড ওরফে রোজালিন্দ,—তাহাতে প্রকৃতই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, অর্ল্যাণ্ডো যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়েরই কথা এবং সে সকলই রোজালিন্দকেই উদ্দেশ করিয়া।

এই ভাবেই প্রেমিক প্রেমিকার দিন কাটিতে লাগিল। আলিয়েনা ওরফে

সিলিয়া, ভগিনীকে এইরূপে সুখী হইতে দেখিয়া, এক দিনও ভগিনীকে মনে করিয়া দেন নাই যে, নির্ব্বাসিত রাজার সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিতে হইবে। রাজা কাননের কোন্ অংশে আছেন, তাহা অর্ল্যাণ্ডোর নিকট তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। অধিকন্তু, একদিন পিতার সহিত, রোজালিন্দের সাক্ষাৎও হইয়াছিল। কিন্তু যুবক-বেশে আপন কন্যাকে, রাজা চিনিতে পারেন নাই;—কিছু কথা-বার্ত্তার পর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র। চতুরা রোজালিন্দ উত্তর দিয়াছিলেন,—"আপনি যে বংশসম্ভূত, আমিও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

এই উত্তরে রাজা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। কেন না, তিনি তো বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ছদ্মবেশী কৃষক-কুমারই তাঁহার প্রাণাধিকা তনয়া! রোজালিন্দও পিতাকে প্রফুল্ল দেখিয়া আর বেশী কিছু বলেন নাই।—কিছুদিন পরে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন।

---

(১২)

একদিন প্রাতে, যখন অর্ল্যাণ্ডো গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, পথে এক ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে, এবং একটা সর্প তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অর্ল্যাণ্ডোকে আসিতে দেখিয়া, সেই সর্প বন-মধ্যে লুকাইল। অর্ল্যাণ্ডো নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটা সিংহী মৃত্তিকার উপর থাবা গাড়িয়া বসিয়া, বিড়ালের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও লোলুপ দৃষ্টিতে সেই নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। কারণ মৃত বা নিদ্রিত ব্যক্তিকে সিংহ বা সিংহী কখন আক্রমণ করে না। অর্ল্যাণ্ডো যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই, ঐ নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প এবং সিংহীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যখন অর্ল্যাণ্ডো দেখিলেন, সে নিদ্রিত ব্যক্তি অপর কেহ নহে, তাঁহার সেই পাপিষ্ঠ ভ্রাতা অলিভার,—যে গুণধর ভাই তাঁহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল,—সেই গুণধর ভাই অলিভার,—তখন অর্ল্যাণ্ডোর একবার মনে হইল, "এই ক্ষুধার্ত্ত সিংহীর মুখে ইহাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাই।" কিন্তু পরক্ষণেই

স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ এবং বিবেক-বুদ্ধি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া সিংহীকে আক্রমণ ও সংহার করিলেন। কিন্তু সেই মহাবিক্রমশালিনী সিংহীর,—নখর ও দন্তাঘাতে, অর্ল্যাণ্ডো ক্ষত-বিক্ষত হইলেন।



অর্ল্যাণ্ডো যখন সিংহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অলিভারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অলিভার দেখিলেন, যে ভায়ের প্রতি তিনি আজীবন

নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যাহার প্রাণবিনাশ জন্যই সম্প্রতি তিনি এই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইয়াছেন,—সেই ভাই, আজ সিংহীর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিল!—কি আশ্চর্য্য! আপনার প্রাণের জন্যও তাহার এতটুকু মমতা হয় নাই! অলিভার অনুতাপে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। অর্ল্যাণ্ডো জ্যেষ্ঠের মনের ভাব বুঝিয়া, তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং সেই হইতে পরস্পর সৌহার্দ্দ-স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেন।

সিংহীর আক্রমণে অর্ল্যাণ্ডোর শরীর হইতে বহুপরিমাণে শোণিত নির্গত হওয়ায়, অর্ল্যাণ্ডো অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া তাঁহার আর হইল না। তখন অলিভারকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া অর্ল্যাণ্ডো বলিলেন, "তুমি এখনি গিয়া গ্যানিমেডকে আমার এই অবস্থার কথা জানাও।"

অলিভার ভ্রাতার কথামত সেই নির্দ্দিষ্ট কুটীরে আসিয়া, গ্যানিমেড্ এবং আলিয়েনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অর্ল্যাণ্ডোর সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন। তারপর তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে কহিলেন, "আমি অর্ল্যাণ্ডোর সেই পাপিষ্ঠ ভ্রাতা অলিভার। আমি অর্ল্যাণ্ডোকে শত প্রকার অত্যাচারে কষ্ট দিয়াছি! অধিক কি, তাঁহাকে প্রাণে মারিবার জন্যই এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি যে, কিরূপ অনুতপ্ত, তাহা সেই অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরই জানেন। যাই হোক্, ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং আশা করি, এ প্রীতি চিরদিন থাকিবে।"

যে ভাবে অলিভার আপনার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করিলেন, এবং সেই অনুতাপের মধ্যে তাঁহার যে অকৃত্রিম স্নেহ ও গভীর ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহাতে আলিয়েনা অলিভারকে মনে মনে ভালবাসিলেন। এবং অলিভারও, আপনার দুঃখে এই অপরিচিতা কুমারীকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া, কুমারীকে ভাল বাসিলেন। প্রেম যখন এইরূপ চুপি চুপি দুইজনের হৃদয়ে আসিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তখন গ্যানিমেড অর্ল্যাণ্ডোর দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্যানিমেডের পক্ষে সেটা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই। কেবল আলিয়েনাই তাহা বুঝিল। আলিয়েনার যত্নে গ্যানিমেডের সেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া চতুরা রোজালিন্দ অলিভারকে বলিলেন, "আপনি দেখিলেন, আপনার ভ্রাতার বিপদের কথা শুনিয়া আমি কেমন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম! আপনার ভ্রাতাকে অতি অবশ্য অবশ্য এ কথা বলিবেন।—তাঁহার প্রণয়িনী রোজালিন্দও এ কথা শুনিলে ঠিক এইরূপ হইতেন।"

কিন্তু অলিভার দেখিলেন এবং বুঝিলেন,—এ মূর্চ্ছা কৃত্রিম নহে। সে মুখচ্ছবি এখনও ম্লান; সে সুন্দর গণ্ডস্থল এখনও পাংশুবর্ণ।—তিনিও চতুরতার সহিত বলিলেন, "যখন আপনি এমন সুন্দর অনুকরণ করিতে পারেন, তখন আপনি পুরুষেরই অনুকরণ করিবেন!"

চতুরা রোজালিন্দ পাল্‌টি জবাব দিলেন, "আমিও তাহাই কা[illegible] নহিলে সর্ব্বাংশে আমাকে ঠিক স্ত্রীলোকের মত দেখিতে পাইতেন।"

অলিভারের বিদ্যাবুদ্ধি আর খাটিল না।

---

(১৩)

সেই কুটীর হইতে ফিরিতে, অলিভারের অবশ্যই কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যথাসময়ে অর্‌ল্যাণ্ডোর নিকট আসিয়া তিনি সকল কথাই বলিলেন। তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া গ্যানিমেড কেমন মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিলেন; তার পর আলিয়েনার প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছে এবং সে কুমারীও যে, সে ভালবাসা উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও বলিলেন। আলিয়েনার কথা বলিতে বলিতে, অলিভার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি মনে করিয়াছি, আলিয়েনাকে লইয়া এই স্থানে মেষপালকের ন্যায় অবস্থিতি করিব; আর তুমি ভাই গৃহে গিয়া সকল বিষয়-বৈভব লইয়া সুখে দিনযাপন করিবে।—যদি ইহাতেও আমার মহাপাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়!"

অর্‌ল্যাণ্ডো, ভ্রাতার এই কথায় আপত্তি করিলেন। পরে বলিলেন, "যদি যথার্থই তুমি আলিয়েনাকে ভালবাসিয়া থাকো, তবে এ বিবাহে [illegible]আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কল্যই তোমরা বিবাহ করো। আমি,—রা[illegible] ও তাঁহার অমাত্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তুমি যাও,—আলিয়েন[illegible] তোমার

অভিলাষ জানাইয়া তাঁহাকে সম্মত করাও। এখন তিনি কুটীরে একাকিনী আছেন ;—ঐ দেখ না, তাঁহার ভ্রাতা গ্যানিমেড এই দিকেই আসিতেছেন।"

বস্তুতঃ সেই সময় গ্যানিমেড অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন। অলিভার সুযোগ বুঝিয়া, আলিয়েনার নিকট গেলেন। গ্যানিমেড আসিয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্ল্যাণ্ডো, তুমি এখন কেমন আছ ?"

অর্ল্যাণ্ডো বলিলেন, "সিংহীর আক্রমণ তত সাংঘাতিক হয় নাই,—সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই।"

শুনিয়া গ্যানিমেড কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তার পর, উভয়ে অলিভার ও ও আলি র ভালবাসা ও বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, সেই বিষয়ের আলোচন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে অর্ল্যাণ্ডো আপন অন্তর-বেদনা প্রকাশ ক বলিলেন, "হায়, আমার ভাগ্যে এমন দিন কি হইবে যে, রোজালিন্দকে ইয়া আমিও এক দিন এইরূপ সুখী হইব ?"

অর্ল্যাণ্ডোর এই আন্তরিক কামনা বুঝিয়া গ্যানিমেড বলিলেন, "তুমি মুখে যাহা বলিতেছ, তাহা যদি তোমার যথার্থ অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি কল্যই তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।—আমি এই কানন হইতেই রোজালিন্দকে স্বশরীরে বাহির করিতে পারি, এবং যাহাতে তিনি তোমাকে বিবাহ করেন, সে ভারও গ্রহণ করিতে পারি।"

গ্যানিমেড নিজে রোজালিন্দ, সুতরাং রোজালিন্দকে সে স্থানে উপস্থিত করায় আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো কহিলেন, "ইহা নিতান্তই অসম্ভব !—রোজালিন্দ কল্যই কিরূপে এখানে আসিবেন ?"

উত্তরে গ্যানিমেড বলিলেন যে, তিনি কিছু ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা অবগত আছেন, সেই বিদ্যা প্রভাবে এই অসম্ভব ব্যাপার সংঘটন করিতে পারিবেন !

প্রণয়-বিমুগ্ধ অর্ল্যাণ্ডো অবিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস মিশাইয়া, অতি-বড় আশায়, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু গ্যানিমেড,—তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা কি নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে ?—তুমি প্রলাপ উক্তি করিতেছ না তো ?"

গ্যানি । আমি যাহা বলিলাম,তাহা সত্যই বলিলাম। যদি তুমি তাঁহাকে যথার্থ ভা , তবে নিশ্চয়ই কল্য তাঁহাকে পাইবে। অতএব তুমি বরের

যোগ্য বেশ-ভূষায় কন্যা সেই রাজার নিকট উপস্থিত থাকিও এবং রাজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ করিও।

---

(১৪)

যথাসময়ে অর্‌ল্যাণ্ডো ও অলিভার এবং গ্যানিমেড্‌ ও আলিয়েনা,—সেই নির্ব্বাসিত রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাদের সকল কথা শুনিলেন। নির্ব্বাসিত রাজা এতদিন পরে যে তাঁহার কন্যারত্নকে দেখিতে পাইবেন, ইহা তাঁহার একান্ত আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। উপস্থিত একটি পাত্রী, অথচ দুইটি বর ;—তাঁহারা বুঝিলেন, গ্যানিমেড্‌ প্রণয়-মুগ্ধ অর্‌ল্যাণ্ডোর সহিত কি এক চাতুরী খেলিতেছেন। কিন্তু গ্যানিমেড্‌ যখন দৃঢ়তার সহিত রাজাকে বলিলেন যে, এ সমস্তই সত্য, তখন রাজা কিছু বিস্ময়ের সহিত অর্‌ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্যানিমেড্‌ যাহা বলিতেছেন, তাহা তবে প্রকৃত কথা? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।—রোজালিন্দ কেমন করিয়া এখানে উপস্থিত হইবে?"

অর্‌ল্যাণ্ডো কি উত্তর করিবেন,—ভাবিয়া পাইলেন না।

তখন গ্যানিমেড্‌ রাজাকে পুনরায় বলিলেন, "আপনার কন্যাকে যদি এখানে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে কি আপনি অর্‌ল্যাণ্ডোর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন?"

রাজা। নিশ্চয়ই। যদি সেই সঙ্গে আমার আরও কিছু দিতে হয়, তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি।

গ্যানিমেড্‌ অর্‌ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কি কথা আছে বলো?—রোজালিন্দকে আনিয়া দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

অর্‌ল্যাণ্ডো। যদি দৈবক্রমে আমি সমগ্র [illegible]শ্বর হই, তাহা-হইলেও রোজালিন্দ ভিন্ন আর কা[illegible] বিবাহ করিব না!

সকলেই অতি বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত এই বিষয়ের আলোচনায় [illegible]ত হইলেন।

(১৫)

তখন গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। গ্যানিমেড্ পুরুষের পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া আপনার সেই কমনীয়া রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আলিয়েনাও কৃষক-কুমারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া, পুনর্ব্বার সেই রাজ-নন্দিনী সিলিয়া হইলেন। মধুর সাজে সজ্জিত হইয়া রোজালিন্দ ও সিলিয়া,—দুই ভগিনীতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা ভাবিতেছিলেন, "না জানি এ বিবাহ কি-এক কৌতুককর অভিনয়ে পর্য্যবসিত হইবে,"—তাঁহারা সেরূপ ভাবিবার আর অবসর পাইলেন না। রাজকুমারীদ্বয়কে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সকলেরই বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। রোজালিন্দ পিতার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তখন ইন্দ্রজালের কথা কাহারও আর মনে উঠিল না। কারণ, রোজালিন্দ সকলের সমক্ষে, পিতৃব্য-কর্ত্তৃক আপন নির্ব্বাসনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা কন্যাকে বিবাহের সম্মতি দিয়া আপন অঙ্গীকার পূর্ণ করিলেন। যথাসময়ে অর্ল্যাণ্ডো ও রোজালিন্দ এবং অলিভার ও সিলিয়া,—পরস্পরের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিলেন। সেই অরণ্যের মধ্যে সেই শুভ কার্য্য যদিও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি এমন আনন্দ-উল্লাসে, এবং শান্তি-পবিত্রতায়, অতি অল্প বিবাহই হইয়া থাকে। যখন সেই সুশীতল তরুচ্ছায়ায় বসিয়া, নবদম্পতির সহিত সমবেত ভদ্রমণ্ডলী রহস্যালাপ সহকারে বন্যফল ও মৃগমাংস পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছিলেন, তখন এই আনন্দের অসম্পূর্ণতা কিছু থাকিবে না বলিয়াই যেন, সহসা এক দূত সেখানে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাসিত রাজাকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনার ভ্রাতা আপনার অপহৃত রাজ্য আপনাকেই প্রত্যর্পণ করিয়াছেন!"

সহসা ফ্রেডারিকের এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল,—এমন উদার ধর্ম্ম-ভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার কিরূপে আসিল, এখন সেই কথা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা শেষ করিব।

রাজ-ভ্রাতা ফ্রেডারিক যখন শুনিলেন যে, নির্ব্বাসিতা রোজালিন্দের সহিত তাঁহার কন্যা সিলিয়াও পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এক এক করিয়া দিন দিন এমন শত শত লোক সেই আর্ডেন-কাননে



নির্ব্বাসিত রাজার নিকট উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সেই সকল লোককে এবং নির্ব্বাসিত রাজাকে প্রাণে মারিবার জন্য যথাসময়ে একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে আর্ডেন-কাননে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু বিধির বিধানে, সহসা এক অভাবনীয় ঘটনায়, এত দিনে তাঁহার সকল দুরভিসন্ধি দুর হইল।

সৈন্ত-সামন্ত লইয়া অশ্বারোহণে ফ্রেডারিক যখন কানন-বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কোথা হইতে অকস্মাৎ এক তেজোপুঞ্জ-কলেবর ধর্ম্মপ্রাণ তাপস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মের কি বিচিত্র মহিমা!—সেই সাধু তপস্বীর দুই চারি কথাতেই, ফ্রেডারিকের অন্তর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। ফ্রেডারিক বিশেষ অনুতপ্তহৃদয়ে ধর্ম্ম-চিন্তায় ও ভগবৎ-উপাসনায়, জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এক দূতকে অগ্রজের নিকট প্রেরণ করিয়া আপনার এই সাধু সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, এবং অগ্রজ-সমভিব্যাহারী সেই সদাশয় অমাত্যগণের বিষয়াদি ফিরাইয়া দিবেন,—ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন।

এই শুভসংবাদ, সেই শুভ পরিণয়োৎসব-কালে বিশেষ আনন্দকর হইল। আর সিলিয়া,—যদিও তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে বঞ্চিত হইলেন, তথাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত যে অপহৃত রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং ভগিনী রোজালিন্দ যে অশেষ সুখে সুখী হইলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। এমনই তাঁহার উদার অন্তর ও অকপট স্নেহ যে, একদিনের জন্যও রোজালিন্দের প্রতি তাঁহার কোনরূপ দ্বেষ বা ঘৃণা হয় নাই।

নির্ব্বাসিত রাজা রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া,—যাহার যাহা প্রাপ্য, সকলকে তাহা ন্যায্যরূপে প্রদান করিলেন, এবং যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখে ও শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এখন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, আখ্যায়িকাটি যে ভাবে ইচ্ছা, গ্রহণ করিতে পারেন।

কিং জন্।

(THE LIFE AND DEATH OF KING JOHN.)

(১)

জন্—ইংলণ্ডের রাজা, এলিনোর—রাজমাতা। চ্যাটিলন্ নামে ফ্রান্সের রাজ-দূতের সহিত, মাতা-পুত্রের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চ্যাটিলন্, ফ্রান্স আমাদের সহিত কি করিতে চান?"

চ্যাটিলন্ সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমার অপরাধ লইবেন না,—ফ্রান্সরাজ আপনাকে ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া মানিতেই প্রস্তুত নন,—আপনাকে তিনি "ঝুঁটা রাজা" বলিয়াই উল্লেখ করেন।"

এলিনোর সবিস্ময়ে, ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "কি, 'ঝুঁটা রাজা!'——"

জন্ জননীকে বাধা দিয়া কহিলেন, "একটু ধৈর্য্য ধরুন মা, দূতকে সকল কথা বলিতেই দিন।"

চ্যাটিলন্ পুনরায় কহিলেন, "ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ বলেন, ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে আপনার কোন অধিকার নাই,—ইহা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার ভাগিনেয়,—মৃত জেফ্রির প্রিয়পুত্র আর্থার প্লান্টাজেনেটেরই প্রাপ্য,—আপনি অন্যায়রূপে তাঁহার স্বত্ব অধিকার করিয়াছেন। এখন আমার প্রভু ফ্রান্সরাজের বক্তব্য এই, আপনি নির্ব্বিবাদে আয়র্লণ্ড, পাইক্‌টিয়ার্স,

আন্‌জু, টুরেন, এন্‌,—এই সকল দেশ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়িয়া দিন, এবং তাঁহাকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করুন।"

ধীরগম্ভীরস্বরে জন্‌ উত্তর দিলেন, "যদি আমি তাঁর কথা রক্ষা না করি, তাহা হইলে কি হইবে?"

চ্যাটিলন্‌। সারা দেশ ব্যাপিয়া ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, এবং আর্থার তাঁহার ন্যায্য সত্ত্বে সত্ত্ববান্‌ হইবেন।

জন্‌। কি, এতদূর! তবে তাই হোক্‌,—তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুযায়ী কার্য্যই হইবে,—অচিরাৎ নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হইবে! যাও,—বিদ্যুদ্গতিতে তুমি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করো। তোমার পঁহুছিবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার কামানেরও গম্ভীর বজ্র-নিনাদ শুনিতে পাইবে।

তার পর ইংলণ্ড-রাজ, পেম্‌ব্রোক্‌ নামে এক সভাসদকে কহিলেন, "দূতের সহিত যেন সদ্ব্যবহার করা হয়,—ইহাকে নির্ব্বিঘ্নে ফ্রান্সে পঁহুছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

সভাসদ রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, দূতকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজ-মাতা এলিনোর পুত্রকে কহিলেন, "কেমন বৎস! আমি তোমায় বরাবর বলিয়া আসি নাই যে, দুষ্টা কনষ্টান্স—তোমার ভ্রাতৃজায়া, ইহা লইয়া ফ্রান্সকে উত্তেজিত করিবে?—এবং যতদিন তার মনোরথ পূর্ণ না হয়, ততদিন সে, সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করিবে? দেখ, এখন আমার সেই কথা ফলিল কি না! বুঝিলাম, এই অনর্থকারিণীর কূট কৌশলে, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বহু প্রাণ অকালে গত হইবে!"

জন্‌ বলিলেন, "কিন্তু মা, আমাদের এতদিনের অধিকারই, সম্পূর্ণরূপে আমাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবে।

মাতা উত্তর দিলেন, "হাঁ, স্বত্ব জোরের সহিত সাব্যস্ত হইবে বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কাজটা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না। ইহা বাছা, আমিও যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো।—তবে, তা বলিয়া সেই দুষ্টার দুরভিসন্ধি কিছুতেই সিদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না।—না, নিশ্চয়ই না।"

---

(২)

মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় নগরের সেরিফ বা মণ্ডল আসিয়া, রাজাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া জনৈক সভাসদের কাণে কাণে কি বলিল। সভাসদ, রাজাকে সেরিফের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! একটা অদ্ভুত বিচার উপস্থিত। নগরের দুইটা লোক বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে আসিয়াছে। যদি অনুমতি হয়, লোক দুটাকে এখানে আনয়ন করি।"

রাজা সম্মতিপ্রদান করিলেন। সেরিফ সেই বিচার-প্রার্থী লোক দুইটিকে লইয়া পুনরায় রাজসভায় আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন জারজ-সন্তান, অন্যজন প্রকৃত পিতার পুত্র।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে, এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?"

তাহাদের মধ্যে যে জারজ, সে বলিল, "মহারাজ, আমি আপনার একজন অনুগত প্রজা,—নারদাম্টন-সায়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং বিবেচনা করি, রবার্ট ফ্যাল্কন্‌ব্রিজের আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা,—মৃতরাজা প্রথম রিচার্ডের একজন সেনানী ছিলেন এবং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

রাজা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি কে?"

সে বলিল, "আমিও উক্ত ফ্যাল্কন্‌ব্রিজের পুত্র এবং তদীয় উত্তরাধিকারী।"

রাজা। প্রথম ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, আর তুমি উত্তরাধিকারী,—এ কিরূপ?—— তবে তোমরা এক মায়ের সন্তান নও?

প্রথম ব্যক্তি। না মহারাজ, এক মায়ের সন্তান, ইহা সুনিশ্চিত; এবং বোধ করি, এক পিতারও বটে। একথা বলিবার হেতু এই, প্রকৃত জন্মদাতা কে, তাহা মাতাই বলিতে পারেন।

রাজমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "হতভাগ্য, এখান হইতে দূর হ,—মুখে একটু আট্‌কাইল না? মায়ের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহার সম্মান নষ্ট করিলি?—ছি ছি! কি লজ্জা,—কি ঘৃণা!"

প্রথম ব্যক্তি। আর্য্যে! আমি মায়ের সম্মান নষ্ট করিলাম?—আজ্ঞে না,

তা নয়। আমার কোন অপরাধ নাই। আমার এই ভাই যত নষ্টের গোড়া! বার্ষিক পাঁচশত পাউণ্ডের লোভে ইনিই মাতার সম্ভ্রমের লাঘব করিতেছেন।—হায়! ঈশ্বর আমার মা'য়ের সম্মান এবং জমির সত্ত্ব রক্ষা করুন!

রাজা। কোথাকার একটা নীরেট মূর্খ!—কনিষ্ঠ হইয়াও ঐ ব্যক্তি, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারীত্বের দাবী করিতেছে?

প্রথম ব্যক্তি। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!—কেন যে করিতেছে, তাহা ঐ জানে। আমি জানি শুধু ঐ জমিটুকু। তবে একবার আমি শুনিয়াছি, ভায়া আমার জন্মবৃত্তান্ত লইয়া লোকের সহিত একটু কাণাকাণি করিয়াছিলেন। তবে মহারাজ, বলিতে কি, রবার্ট ফ্যালকন্‌ব্রিজের মত চেহারা—আমার হয় নাই,—ভায়ারই তাহা কতকটা হইয়াছে।—অবশ্য সেজন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই।

রাজা। কি কর্ম্মের ভোগ! কোথাকার একটা বদ্ধ পাগল এখানে আসিয়া জুটিল!

রাজমাতা। (পুত্রের প্রতি) দেখিতেছ না, এই লোকটার মুখের আকৃতি আমার প্রিয়পুত্র,—তোমার অগ্রজ রিচার্ডের মত? সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই গঠন, সেই কণ্ঠস্বর,—কেমন এসব তুমি লক্ষ্য করিতেছ না?

রাজা। হাঁ, আমি উত্তমরূপই লক্ষ্য করিয়াছি, এবং ইহাকে অবিকল ভ্রাতা রিচার্ডের মতই দেখিতেছি।—এখন তুমি তোমার ভায়ের বিরুদ্ধে আর কি বলিতে চাও?

প্রথম ব্যক্তি। ভাই আমার পিতার মুখের অর্দ্ধেক ছাঁচ পাইয়াছেন এবং সেই অর্দ্ধেক ছাঁচেই আমার জমিরও দাবী করিতেছেন,—যে অর্দ্ধছাঁচের মূল্য, —বছর-সালিয়ানা পাঁচ হাজার টাকা!

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ধর্ম্মাবতার! পিতা যখন জীবিত ছিলেন, তখন আপনার ভ্রাতা তাঁহাকে অনেক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।——"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তাহাতে কিছু যায়-আসে না। তোমার এখন এই কথা বলা দরকার যে, তিনি আমার মাকে কোন্ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।"

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি স্পষ্টবাক্যে ভাইকে জারজ প্রতিপন্ন করিল। বলিল, যখন তাহাদের বাপ রাজকার্য্যে সেই সুদূর জার্ম্মণিতে যায়, এবং তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে, সেই সময়ে উহার জন্ম হয়। একথা অনেকেই জানে। তাহার বাপ মৃত্যুকালে স্পষ্টই ইহা বলিয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য জমি-জমা সকলই তাহাকে দিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত,—সেই-ই পিতৃবিভবের উত্তরাধিকারী।

রাজা, সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি নানারূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, প্রথম ব্যক্তি কিছুতেই পিতৃ-সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

তাহাতে সেই সভার মাঝে বিচারার্থী দুই ভায়ের মধ্যে ঘোর বাক্-বিতণ্ডা হইবার উপক্রম হইল। গতিক দেখিয়া রাজমাতা প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন,

"আচ্ছা, আমি এক কথা বলি। তুমি মৃত রবার্ট ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের পুত্র পরিচয় দিয়া, তোমার ভায়ের প্রার্থিত ঐ জমিটুকু লইয়া সুখী হইতে চাও,—না, ইংলণ্ডের মৃতরাজা প্রথম রিচার্ডের বংশধর বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেওয়া,—গৌরবের বিষয় মনে করো?"

তখন প্রথম বক্তি ভাঁড়ের মত নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া, নানা আবোল তাবোল বাজে কথা বলিয়া, প্রতিপন্ন করিল যে, রবার্ট ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে, সে অপমান বোধ করে।

রাজমাতা এলিনোর বলিলেন, "সেই ভালো। আমি তোমার অবস্থা উন্নত করিয়া দিব। অতএব এই জমি তোমার ভাইকে দাও।—তুমি একজন সৈনিক হইয়া আমাদের সহিত ফ্রান্সে যাইতে সম্মত আছ?"

জারজ, রাণীর কথায় সম্মত হইয়া তাহার ভাইকে বলিল, "তবে তুমিই ঐ জমি লইয়া সুখী হও,—আমি একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখি। কিন্তু মনে রাখিও ভাই,—বছর-সালিয়ানা পাঁচ হাজারই পাও, আর যাই পাও,—তোমার ঐ মুখখানার মূল্য পাঁচ পাই-এর অধিক হইবে না!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

জারজ। ফিলিপ। এই নামে আমার সম্বোধন আরম্ভ হয়;—সার রবার্টের স্ত্রীর প্রথম সন্তান,—ফিলিপ।

রাজা কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আর এখন তোমার নাম হইল,—সার রিচার্ড প্লান্টাজেনেট!"

এখন হইতে রাজ-পরিবারের মধ্যে জারজের তামাসার নাম হইল,—রিচার্ড।

রাণী বলিলেন, "রিচার্ড, আমি তোমার ঠাকুর মা। এখন হইতে আমাকে তুমি 'ঠাকুর মা' বলিয়াই ডাকিও।"

সকলে চলিয়া গেলে, সেই ভাঁড়-প্রকৃতি মূর্খ জারজ ভাবিতে লাগিল,—

"তবে আজ হইতে সত্য সত্যই আমি একটা বড়লোক হইলাম! আর আমায় পায় কে? এখন অবশ্যই আমি একটি 'জীবন-সঙ্গিনী' করিতে পারি। বড় লোকের আদব-কায়দা, চাল-চলন, ঢং ঢাং,—এখন আমায় রীতিমত শিখিতে হইবে। কথাবার্ত্তাও কতকটা বড়লোকের ধরণের করা চাই। যদি কাহারও 'জর্জ্জ' নাম হয়,—আমি তাহাকে 'পিটার' বলিয়া ডাকিব। কারণ, এইরকম নাম-ভুল হওয়া, হঠাৎ-বড়মানুষীর একটা প্রধান লক্ষণ। অথচ, লোকসাধারণের কাছে খুব বিনীত ভাব দেখাইতে হইবে।—সকলে যেন মনে করে, আমি বড় বিনয়ী! প্রতি কথায় সকলকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। কেবলই মুখ-মিষ্ট কথায়, তোষামোদপূর্ণ সম্বোধনে,—আমি সকলের মন রাখিব। মুখে এমন ভাব দেখাইব যে, যেন আমি সব জানি,—কেবল অতি-বিনীত বলিয়া, আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে ভালবাসি না। এই কৌশলে অনেক বিষয় অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া লইতেও পারিব। লোক ঠকাইয়া বড় হইবার ইহা একটি সহজ উপায়।"

পাগলা, আপন মনে এমন কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার মা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্রের উদ্দেশে নানারূপ ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "সে হতভাগা কুলাঙ্গার কোথায়? হায়, সে আমার সম্মান ও পবিত্রতা—সকলই বিনষ্ট করিয়াছে!"

জারজ। আমার ভাই রবার্টের কথা বলিতেছ?—রবার্ট ফ্যালকনব্রিজের পুত্রের কথা কহিতেছ?

এই উত্তরে তাহার মা রাগিয়া চমকিত ভাবে বলিল, "হতভাগা! কি বলিলি,—'রবার্ট ফ্যালকনব্রিজের পুত্র'?"

তখন জারজ একে একে সকল কথা বলিল। বলিল যে, তাহার ভাই রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া, তাহার জারজত্ব সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ

করিয়াছে এবং পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে,—কাজে কাজে সেও তাহাই স্বীকার করিয়াছে।

অতঃপর জারজ তাহার জননীকে তাহার প্রকৃত জন্মকথা বলিতে অনুরোধ করিল। তাহার মাও তখন মুক্তকণ্ঠে সকল কথা ব্যক্ত করিল। বলিল যে, প্রথম রিচার্ডই তাহার সতীত্ব নষ্ট করে এবং তাহারই ঔরসে ফিলিপের জন্ম হয়। কিন্তু এই অধর্ম্ম-কার্য্য এক দিনে হয় নাই,—তাহার স্বামী ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের অনুপস্থিতিকালে, রিচার্ড তাহাকে অনেক স্তব-স্তুতি-অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, কৌশলে, অনেক দিন পরে, এই কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিল।

একথা শুনিয়া জারজ দুঃখিত হইল না,—পরন্তু সে যে প্রথম রিচার্ডের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিবে, ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া মানিল। কারণ রিচার্ড কেবলই যে, ইংলণ্ডের রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা নয়,—প্রকৃত একজন বীরপুরুষ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য বীরত্বের সহিত তাঁহার এক সিংহ-শিকারের গল্পও আছে। এমন সম্ভ্রান্ত বীর-পুরুষের পুত্র বলিয়া লোকের নিকট আপন পরিচয় দিতে পাইবে ভাবিয়া, জারজ আহ্লাদে আটখানা হইল। এমন কি, হতভাগ্য, অবশেষে আপনার জননীকে, তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের,—অর্থাৎ প্ল্যান্‌টাজেনেট-বংশাবলীর প্রতিকৃতি দেখাইবার জন্য লইয়া গেল।

---

(৩)

ফ্রান্স-রাজ ফিলিপও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইংলণ্ড-রাজ জনের নিকট হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়া কি বলে, তিনি কেবল সেই সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধোপকরণ,—সকলই প্রস্তুত। অষ্ট্রিয়া-রাজের সাহায্যও তিনি পাইয়াছেন। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী আন্‌জিয়ার্স নামক প্রধান নগরের পুরোভাগে তিনি সৈন্যসামন্তাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই আন্‌জিয়ার্স ফ্রান্সের অন্তঃপাতী হইলেও, ইংলণ্ডের অধিকৃত। ভাগিনেয় আর্থারের জন্য প্রথম সেই নগরটি মাত্র দাবী করিতে ফ্রান্সরাজ মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা ভগিনী আর্থার-জননী কনষ্টান্সও তথায় উপস্থিত।

অষ্ট্রিয়া-রাজ বালক আর্থারকে অভয় দিয়া বলিলেন, "আমি প্রাণপণে তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তোমার সেই অত্যাচারী পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিব। যে পর্য্যন্ত না আন্‌জিয়ার্স তোমার অধিকারে আনিব, সে পর্য্যন্ত আমি গৃহে ফিরিব না,—ইহা আমি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

আর্থার-জননী কনষ্টান্স যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনার এই উদারতায় আমি বাধিত হইলাম। বিধবার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এখন চ্যাটিলন্ সংবাদ লইয়া ফিরিলে হয়। সংবাদ যদি শুভ হয়, তাহা হইলে বড় সুখের হয়,—নিরর্থক আর নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হয় না।"

এই সময় চ্যাটিলন্ নামে সেই দূত আসিয়া, তাঁহার প্রভুকে,—ইংলণ্ড-রাজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "বিনা যুদ্ধে জন্ সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমি প্রদান করিবেন না। সৈন্যসামন্ত লইয়া তিনি ফ্রান্সযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্লান্স প্রভৃতিও আসিতেছেন।"

এই সময়ে ইংলণ্ড-রাজের পক্ষ হইতে রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই রাজা জন্, তাঁহার মাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অনুচরবৃন্দের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সেই জারজটা আসিল।

জন্ বলিলেন, "শান্তি হোক্,—নচেৎ এখনি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।"

ফ্রান্সরাজ ফিলিপ উত্তর করিলেন, "শান্তি হয়,—ইহা কাহার না ইচ্ছা? কারণ, ইংলণ্ডকে সত্য সত্যই আমরা ভালবাসি। আপনার সহিত আত্মীয়-কুটুম্বিতায়ও আমরা আবদ্ধ। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন,—আপনিই বিচার করুন,—আপনার এই ভ্রাতুষ্পুত্র,—রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না! আর্থারের মুখ দেখিয়া, আপনার সেই স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠকে স্মরণ করুন। লোকত এবং ধর্ম্মতঃ মৃত জেফ্রির এই শিশু-পুত্রই,—ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকারী;—আপনি অযথা —অন্যায়পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন!"

জন্। আপনি কোন্ নজীরে আমার প্রতি এইরূপ অনুযোগ করিতেছেন?

ফিলিপ্। ধর্ম্মের নজীরে,—ঈশ্বরের আইনে।——আপনি কি বলিতে চান, আমি অন্যায় কিছু বলিতেছি? দেখুন, যখন এই পিতৃহীন নাবালক আমার

আশ্রয়ে আছে, তখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ইহার মুখের পানে আমাকে চাহিতেই হইবে।—আপনি অন্যায়রূপে আর্থারকে বঞ্চিত করিতেছেন!

জন্। না, আপনি অযথা সত্ত্বের দাবী করিতেছেন।

ফিলিপ্। আমি করিতেছি?—ক্ষমা করুন, আপনিই তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন!

এইবার জন্-জননী এলিনোর মুখ ছাড়িলেন। পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "ফ্রান্সরাজ, আপনি, ও কি বলিতেছেন?—আমার পুত্র অন্যায় দাবীর চূড়ান্ত নিদর্শন?"

এইবার আর্থার-জননী কনষ্টান্স উত্তর করিলেন, "উত্তরটা আপনার পুত্রের মুখ দিয়াই বলিতে দিন।"

এলিনোর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"কি দুষ্টা রমণী! তোমার জারজ-সন্তান রাজা হইবে, আর তুমি পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রীনি হইবে,—ঠিক করিয়া আছ?"

কনষ্টান্সও উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমার সন্তান জারজ বটে! বড় গলা-করিয়া বলিতেছি, আমার এই পুত্রের জন্মস্থান যত খাঁটি, ইহার পিতার জন্মস্থান তত খাঁটী নয়। তাহার সাক্ষী,—আপনার এই কথা!"

এলিনোর পৌত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বালক, তোমার মাতাই তোমার পিতাকে কলঙ্কিত করিয়াছে।"

কন্‌ষ্টান্স উত্তর দিলেন, "বৎস, তোমার গুণধরী পিতামহীই তোমার পিতার জন্মকে কলঙ্কিত করিয়াছেন।"

অষ্ট্রিয়া-রাজ উভয়কে সান্ত্বনা করিবার জন্য কহিলেন, "শান্ত হউন, ধৈর্য্য ধরুন।"

ফ্রান্সরাজ এপক্ষে নীরব। কারণ, দুইজনেই তাঁহার আত্মীয় ও কুটুম্ব। কাজে কাজেই অষ্ট্রিয়া-রাজকে মধ্যস্থ হইতে হইল।

অষ্ট্রিয়া-রাজ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন,—ফিলিপ নামে সেই জারজটার ইহা ভালো লাগিল না। কলহটা আরও গুরুপাকে উঠে, ইহাই যেন তাহার ইচ্ছা। অষ্ট্রিয়া-রাজকে লক্ষ্য করিয়া সে উপহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিল,—"শোন শোন, ঐ নকীব কি ফুক্‌রাইতেছে!"

অষ্ট্রিয়া-রাজ বলিলেন, কোথাকার এ অসভ্য একটা চাষা!"

জারজ। হাঁ, আমি যে অসভ্য ও চাষা, এক পক্ষে শীঘ্রই সে পরিচয়টা একবার দিব। সেই সিংহশিকারকারী মহাবল রিচার্ডকে তুমি নিহত করিয়াছ না?—সুতরাং তোমার বীরত্ব কত! শুধু কি তাই,—তাঁর সেই দেশ-বিখ্যাত গাত্র-বস্ত্রখানিও তুমি লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকো। আহা, বীর বলিয়া পরিচয় দিবার সাধটা তোমার বড়,—না? কিন্তু সত্য বলিতে কি, তোমার গায়ে সিংহের-চামড়ার ঐ পোষাকটা দেখিয়া আমার মনে হয়, যেন সিংহচর্ম্মাবৃত একটি মূর্ত্তিমান্ গর্দ্দভ আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে!

অষ্ট্রিয়া। কোথাকার একটা ক্যাঁক্কেঁকে চিড়িয়া রে!—বক্ বক্ বকিয়া, কাণ ঝালা-পালা করিয়া তুলিয়াছে!

এই সময়ে ফ্রান্সরাজের ইঙ্গিতে, তাঁহার এক প্রধান অমাত্য বলিলেন, "বাজে কথা যাক্,—ইংলণ্ড-রাজ! আমাদের স্পষ্ট কথা এই,—ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, আন্জু, টুরেন, মেন্,—এই সকল দেশ যদি আপনি সহজে আর্থারকে ফিরিয়া না দেন,—বলুন, আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

জন্। তাহাই হোক্,—আমি ইহার এক বিন্দুও ভূমি প্রত্যর্পণ করিব না।"

তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারকে বলিলেন, "বালক, আমার অধীন হও,—আমি তোমাকে ইহাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বস্তু দিব,——ফ্রান্সরাজ যাহা কখন চক্ষেও দেখেন নাই।"

এলিনোর বলিলেন, "বালক, আমার সঙ্গে এস,—আমি তোমাকে প্রচুর জিনিস দিব।"

কনষ্টান্স বলিলেন, "হাঁ, যা বাছা, যা,—তোর পিতামহীর সঙ্গে যা। তুই তোর রাজ্যটা ওঁকে দে,—তার বদলে উনি তোকে ফুল দিবেন, ফল দিবেন, কুল দিবেন, মিষ্ট জাঁব দিবেন,—আরও কত কি দিবেন!—এমনি তোর গুণের ঠাকুর-মা, বাছা!"

বালক আর্থার কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "মা, ক্ষান্ত হউন। হায়! আমার জন্যই এই সব অনর্থ!—কবরে গেলেও আমার এ দুঃখ ঘুচিবে না।"

এলিনোর। আহা, হতভাগিনী মার জন্যে বাছা চোকের জল ফেল্‌চে।

কনষ্টান্স। হাঁ, আমার জন্যই বাছা চোকের জল ফেল্‌চে বটে।—দেখ, তোমার এই পাপের পরিত্রাণ নাই। এই দুখের-বাছার এই যে চোখের

জন,—ইহাতে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে!—ঈশ্বর তোমাদের সমুচিত প্রতিফল দিবেন!

এলিনোর। সর্ব্বনাশিনি,—হতভাগিনি! তুই স্বর্গের এবং এই পৃথিবীর একটা মহাপাপ।

কনষ্টান্স। পাপ আমি?—তোমার এবং তোমাদের সকলের অপেক্ষা? হায়, এই পিতৃহীন শিশুর সর্ব্বস্ব যাহারা অপহরণ করিল,—দস্যু তস্কর অপেক্ষাও যাহারা হীন ও ঘৃণাকর কাজ করিল,—পাপ তাহারা নয়?——আর যাহারা সেই পাপের প্রতিফল দিতে চেষ্টা পাইতেছে,—পাপ হইল তাহারা? হা ধর্ম্ম, তুমি ইহা দেখ!

এলিনোর বলিলেন, "সম্পত্তি তোমার পুত্রের নহে,—আমার। এ সম্বন্ধে এক উইল আছে।"

কনষ্টান্স। উইল? কে বিশ্বাস করিবে,—সে উইলের কথা? তোমার মত পিতামহীর উইল,——

এবার ফ্রান্সরাজ বাধা দিয়া কহিলেন, "ভগিনি, ক্ষান্ত হও। ঐ শুন,—নাগরিকদিগের উচ্চ কোলাহল! অন্য সম্পত্তির কথা এখন দূরে থাক্,—এই আন্‌জিয়ার্স কাহার প্রাপ্য,—ঐ কোলাহলই তাহা বলিয়া দিবে।"

রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। কয়েকজন নগরবাসী তথায় উপস্থিত হইল।

প্রথম নগরবাসী বলিল, "আন্‌জিয়ার্সের এই সুবিস্তৃত প্রাচীর রক্ষা করিতে, কে আমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন?"

ফ্রান্স-রাজ। ইংলণ্ডের জন্য,—ফ্রান্সই তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন।

ইংলণ্ড-রাজ। ইংলণ্ড তাঁর নিজের জন্যই তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। তোমরা আন্‌জিয়ার্স-বাসী,—আমার ভক্ত প্রজাবৃন্দ,——

ফ্রান্স। তোমরা ভদ্র আন্‌জিয়ার্সবাসী,—আর্থারের প্রজাবৃন্দ;——তোমরা কি ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিবে না?

ইংলণ্ড। (নাগরিকের প্রতি) আচ্ছা, আমার যাহা বলিবার আছে,—শুন।——তোমাদের এই দেশ চিরদিন আমার অধিকারভুক্ত। আজ ফ্রান্স অন্যায় পূর্ব্বক তাহার দাবী করিতেছেন। এই সুদৃঢ় প্রাচীর আজ ফ্রান্স,

গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিবে,—তোমাদের সহস্র সহস্র লোকের আজ রক্তপাত হইবে। অতএব, আমাকে সসৈন্যে নিরাপদে তোমাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও। আশ্রয় পাইলে, আমি ফ্রান্সের সকল দর্প চূর্ণ করিতে পারিব। রাজভক্ত প্রজা তোমরা,—তোমাদের রাজার সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করো।

ফ্রান্স। এবার আমার যাহা বলিবার আছে শুন। আমার এই ভাগিনেয় আর্থার ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (জন্‌কে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি অন্যায় পূর্ব্বক এই বালককে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমরা ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া, কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া, কার্য্য করো,—ইহাই আমার প্রার্থনা।—যদি তোমরা ন্যায়পথ অবলম্বন করো, তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজন,—সকলে সুখে ও শান্তিতে থাকিবে,—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন। ইহাকে সসৈন্যে তোমরা কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিতে দিতে পারো না। যদি দাও, তাহা হইলে, এখনি ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হইবে। ঐ দেখ, উভয় পক্ষই সমরসজ্জায় সজ্জিত; তোমাদের মুখের কথা শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীবভাবে দণ্ডায়মান;—এ সময় তোমরা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ন্যায়পথ অবলম্বন করো,—ইহাই আমার অনুরোধ।

নাগরিক। সংক্ষেপে বলি,—আমরা ইংলণ্ডেরই প্রজা।

জন। তবে তোমরা আমাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে? এখন আমি সসৈন্যে তোমাদের নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি?

নাগরিক। না, তা পারেন না। ইংলণ্ডের আমরা প্রজা বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা কে, যতক্ষণ না তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, ততক্ষণ আমরা কোন পক্ষকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না।

জন্। কি, ইংলণ্ডের এই রাজমুকুটও কি, রাজার প্রকৃত নিদর্শন নয়? বলো ত, না হয়, ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র লোক, মুক্তকণ্ঠে ইহার সাক্ষ্য দিক।

এবার ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ বলিলেন, "সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশে যাহাদের জন্ম, তাহারা সকলেই ইহা অস্বীকার করিবে। কে না জানে, আর্থারের পিতাই তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। এবং সেই জ্যেষ্ঠাধিকার-সত্ত্বে তাঁহার পুত্রও তদীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

নাগরিক। যতক্ষণ অবধি না আমরা ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, কোন পক্ষের জন্যও আমাদের এই দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না।

জন্। হায়! তবে ঈশ্বর ক্ষমা করুন,—এখনি ভীষণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র প্রাণী নিহত হইয়া এক পক্ষের জয় ঘোষণা করিবে।

ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ কহিলেন, "সৈন্যগণ, তবে প্রস্তুত হও।"

সেই জারজটা এতক্ষণ অবধি অতিকষ্টে, চুপটি করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। যাই যুদ্ধের সংবাদ জাহির হইল, অমনি সে অষ্ট্রিয়া-রাজের প্রতি এক বিষম বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলি, এইবার চাঁদ! এখন করবেন কি? "সিংহ মহাশয়"! আপনার সেই সাধের সিংহিনীটি এখন দাঁড়ান কোথা,—আমি কেবল তাই ভাবছি।"

অষ্ট্রিয়া-রাজ দেখিলেন, এ দুর্ম্মুখ ভাঁড়ের মুখের নিকট দাঁড়ানো বিড়ম্বনা। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "থাক্, বিনয় করি, ক্ষান্ত হউন,—আর কিছু বলিবেন না।"

জারজ। কি "সিংহ মহাশয়"! সিংহ-গর্জ্জন শুনিয়া থতমত খাইলেন নাকি?

অষ্ট্রিয়া-রাজ আর কথা কহিলেন না,—নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ইংলণ্ডরাজ জন্ সৈন্যসামন্তাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ফ্রান্স-রাজ ফিলিপও সম্যকরূপে প্রস্তুত হইলেন। যথাসময় উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

---

(৪)

কিছুক্ষণ পরে এক ফ্রান্স বা ফরাসী-দূত আসিয়া, আন্জিয়ার্সবাসীগণকে বলিল, "তোমরা নগর-দ্বার উন্মোচন করো এবং তন্মধ্যে ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা আর্থারকে প্রবিষ্ট হইতে দাও। আজিকার ভীষণ যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ ইংলণ্ডের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। আজ কত জননী পুত্রহারা এবং কত পত্নী পতিহারা হইয়াছেন! ফ্রান্স অতি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়াছেন,—অতএব তোমরা আর্থারকেই ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া

স্বীকার করো এবং তাঁহাকেই সদলবলে তোমাদের নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দাও।"

ফরাসী-দূত এই কথা বলিবার পর ইংরেজ-দূত আসিল। সেও এইরূপ বলিল, "আজিকার যুদ্ধে ইংলণ্ডই জয়যুক্ত হইয়াছেন। ইংরেজ-সৈন্য আজ ফরাসী-রক্তে স্নান করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছে। তোমরা সানন্দে তোমাদের জয়-ঘণ্টা নিনাদিত করো। এবং নগর-দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক জেতাকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দাও।"

প্রধান নগরবাসী বলিল, "তোমরা যে যার নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেছ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এখনও কোন পক্ষে জয়-পরাজয় অবধারিত হয় নাই। রক্তপাত, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সংঘর্ষণ,—উভয়পক্ষে সমভাবেই চলিতেছে। যতক্ষণ অবধি না এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অন্য পক্ষকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নগর-দ্বার উন্মোচন করিব না। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। আবার বলি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স,—উভয়েই আমাদের নিকট সমান।"

উভয় পক্ষের দুই দূতের এইরূপ বাক্য-যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, উভয়েই—সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইংলণ্ডের রাজমাতা এলেনোর, ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্লাঙ্কা ও সেই জারজটা,—এবং ফ্রান্সপক্ষে রাজপুত্র লুইস্ এবং অষ্ট্রিয়ার ডিউকও সেই সঙ্গে আসিলেন।

জন্ বলিলেন, "ফ্রান্সরাজ! আরও কি রক্তদানের ইচ্ছা করেন? বলুন,—ইংলণ্ডের অপ্রতিহত গতিকে কি আরও বাধা দিবার সাধ আছে?"

ফিলিপ উত্তর দিলেন, "আপনার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে আপনার পরিত্রাণ নাই। জানিবেন, ফ্রান্স সহজে আপনাকে ছাড়িতেছে না। আজিকার যুদ্ধে আপনারই সম্যক ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তো অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই নিহত হইয়াছে। কিন্তু আপনার পক্ষে কি হতাহতের সংখ্যা আছে?—বৃথায় আপনি আত্মপ্রাধান্য দেখাইতেছেন,—ফ্রান্স তাহাতে ভুলিবে না।"

জারজ উপহাসচ্ছলে ফ্রান্স-রাজকে বলিল, "রাজন্! আপনার গৌরবধ্বজা দুর্গের মাথাও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে! ওঃ, কি বীরত্ব,—কি তেজ!"

জন্ নাগরিকগণকে বলিলেন, "তবে এখন কোন পক্ষকে তোমরা জেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাও?"

ফিলিপ্। বলো,—নগরবাসীগণ! কে তোমাদের রাজা?

নগরবাসী। ইংলণ্ডের রাজাকেই আমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিব,—যখন আমরা ইংলণ্ডের প্রকৃত অধীশ্বর কে, ইহা জানিতে পারিব।

ফিলিপ, আর্থারকে লক্ষ্য করিয়া নগরবাসীগণকে বলিলেন, "আমাদের মধ্যেই তোমরা প্রকৃত রাজাকে দেখিতে পাইতেছ।"

জন্ উত্তর দিলেন, "আল্‌জিয়ার্স-বাসী, আমাকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া স্বীকার করো।"

নগরবাসী। না, তাহা পারিব না। প্রকৃত প্রস্তাবে যতক্ষণ না আমরা একপক্ষকে প্রকৃত জেতা বলিয়া বুঝিতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কথা শুনিব না।—আপনাদের দুইজনকেই এখনও আমরা সমান-সমান বোধ করিতেছি।"

রঙ্গভঙ্গ-প্রিয় সেই জারজটা আপনা আপনি বলিল, "ব্যাপার মন্দ নয়। তোমরা কাটাকাটি, মারামারি করিয়া মরো,—আর উহাঁরা কেবল আঙ্গুলে গণনা করিয়া দেখিতে থাকুন,—কার কত লোক মরিল,—কোন্ দলে কত হত হইল! সমবেদনা নাই, সহানুভূতি নাই,—কোন বালাই-ই নাই, কেবল চোক মেলিয়া মজা দেখা,—কোন্ দলের কি হইল! ঠিক যেন রঙ্গালয়ের দর্শক।—অভিনেতা-বেচারীরা কত কষ্ট করিয়া, কত আয়াস পাইয়া, আপন আপন অভিনেয় অংশ অভিনয় করিতেছে,—আর দর্শক মহাশয়েরা হাঁ করিয়া, চাহিয়া থাকিয়া একথা-সে কথা কহিতে কহিতে, অবান্তর গল্পগুজব করিতে করিতে, সেইখানেই অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহাদের মূল্যবান্ মন্তব্য পাশ করিতেছেন!"

অতঃপর ইংলণ্ড-রাজকে লক্ষ্য করিয়া জারজ বলিল, "মহারাজ, যাহা করিতে হয় করুন! প্রকৃত বীরের মত আপনার বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়-নিশান উড্ডীন করুন। যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য, তখন আর বৃথা কালক্ষেপে ফল কি?"

জন্। তবে তাহাই হোক্। এইবারের শেষ যুদ্ধে দেখাইব,—এই নগরের অধিকারী কে?

ফিলিপ। আমিও তাহাই বলি।—আপনারা কোন্ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে চান ?

জন্। পশ্চিম দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইব।

অষ্ট্রিয়া। আমি উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণ করিব।

ফিলিপ। আর দক্ষিণ দিক্ হইতে আমাদের কামান গর্জ্জিতে থাকিবে।

জারজ স্বগত বলিল, "মন্দ নয়। ইহারা পরস্পর উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে পরস্পরকে আক্রমণ করিবে। আসন্নকালে এইরূপ বিপরীত বুদ্ধিই হইয়া থাকে।"

এইবার কি ভাবিয়া সেই নাগরিক, যুদ্ধোদ্যত রাজাদ্বয়কে বলিল, "আমরা নগরবাসী,—উভয় রাজারই হিতাকাঙ্ক্ষী,—আমরা একটি বিষয়ে প্রস্তাব করিতেছি,—যাহাতে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তি,—এবং নগরধ্বংসের পরিবর্ত্তে নগর রক্ষা হয়,—হে প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্!—আমাদের সেই কথাটা একবার শুনিবেন কি ?"

জন্। কি বলিবে, বলো,—আমরা মনোযোগ পূর্ব্বকই শুনিতেছি।

নগরবাসী। সকলে দেখিতেছেন,—অদূরে ঐ পরমাসুন্দরী,—স্পেন-দুহিতা—ইংলণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ব্লান্স দাঁড়াইয়া আছেন,—আর এদিকে ফ্রান্স-রাজকুমার—শ্রীমান্ লুইস্ রহিয়াছেন,—ইঁহাদের মধ্যে শুভ বিবাহ সংস্থাপিত হইলে,—এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও রাজ্য-বিপ্লব থামিয়া যায়,—দেশ শান্তিময় হয়। ব্লান্সের ন্যায় রূপবতী, উচ্চকুলোদ্ভবা, পবিত্র-চেতা রমণীরত্ন আর কোথায় মিলিবে ? সৌন্দর্য্যে, সুশিক্ষায় ও বংশগৌরবে,—ইনি অতুলনীয়া। ফ্রান্স-রাজকুমার লুইসও সর্ব্বাংশে যোগ্যপাত্র। এই দাম্পত্যমিলনে একদিকে যেমন সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূর্ণ হইবে, অন্যদিকে তেমনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ, অশান্তি, হাহাকার, জীঘাংসা, রক্তপাত,—থামিয়া যাইবে। এমন শুভ সংযোগ ও সদনুষ্ঠান,—কাহার না অনুমোদনীয় ? যদি আমাদের এ প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব, উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইবে,—আমাদের এই রুদ্ধ নগরদ্বার-সম্মুখে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ হারাইবে।"

কথাটা উভয় পক্ষেরই মনঃপূত হইল। সকলেই আপন আপন ন।

অস্থরঙ্গের নিকট চুপি চুপি তাহা বলিতে লাগিল। এলিনোর পুত্রকে জনান্তিকে কহিলেন,

"বৎস, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই যুক্তি-যুক্ত। যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, ঠিক বলা যায় না।—অথচ এই প্রস্তাবানু-যায়ী কার্য্য করিলে, তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, পক্ষান্তরে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিতও সখ্যতা স্থাপিত হয়। তুমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ব্লান্সকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি দিও,—তাহা হইলে বিনা বাধায় এই বালক আর্থারকে চিরকালের জন্ম তুমি জয় করিতে পারিলে,—ভবিষ্যতে আর কেহ তোমার সিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ হইবে না।——ঐ দেখ, ব্লান্সেরও এ প্রস্তাবে সম্মতি আছে। বালিকা কেমন আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত আপন বন্ধুবান্ধব লইয়া এই বিষয়ের পরামর্শ করিতেছে।—বৎস, শুভ কার্য্যে এখনি সম্মতি দাও,—বিলম্বে বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে।—অতঃপর চাই কি, ফ্রান্সের ততটা ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে।"

নগরবাসী পুনরায় দুই রাজাকে সম্বোধন করিয়া, আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিল।

ফিলিপ। (জন্‌কে লক্ষ্য করিয়া) ইনিই প্রথম আসিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছেন,—অতএব অগ্রে ইঁহার অভিমত জানা আবশ্যক।

জন্‌। আমি আর কি বলিব,—এখানে আপনার পুত্র আছেন,—সর্ব্বাগ্রে উনি বলুন,—আমার এই লাবণ্যবতী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উনি পছন্দ করেন কিনা? যদি উঁহার মত হয়, তবে আমি এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ আন্‌জু, টুরেন, মেন্‌, পইকটিয়ার্স প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল দেশই দিব,—কেবল এই আন্‌জি-য়ার্সটি আপন অধীনে রাখিব। কারণ এই নগরটি ইংলণ্ডের সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অপিচ, এ কথাও আমি বড়-গলা করিয়া বলিতে পারি,—সৌন্দর্য্যে, সুশিক্ষায় ও বংশগৌরবে,—ব্লান্স পৃথিবীর যে কোন রাজ-রাণীর যোগ্যা।

ফিলিপ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলো?—এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

পিতঃ, আমি আর কি বলিব,—এই বরাননীর অতুল রূপমাধুরীতে

আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাঁর চক্ষের অপরূপ রূপ-জ্যোতি দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি। সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, ইহাঁকে পত্নীরূপে পাইলে আমি যার-পর-নাই সুখী হইব।

যুবক-যুবতী জনান্তিকে পরস্পরের প্রেম-সম্ভাষণে ব্যাপৃত হইলেন।

অতঃপর ব্লান্স প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমার পিতৃব্যের যাহা অভিমত, আমার অভিমতও তাই।—যুবরাজকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।"

জন্। তবে আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি এই শুভ পরিণয়ের উপঢৌকনস্বরূপ উক্ত দেশগুলি দিব,—তদ্ব্যতীত ত্রিশ হাজার ইংলণ্ডীয় মুদ্রাও দান করিব।—ফ্রান্সরাজ! আপনি তবে বর-কন্যার দুই হাত এক করিয়া দিন।

ফিলিপ্। তাহাই হোক্।—তোমরা পরস্পর হাতে হাত দাও।

অষ্ট্রিয়া। এবং মধুর চুম্বনে পরস্পর পরস্পরের প্রীতির নিদর্শন দেখাও!—আমাদেরও এককালে এমন দিন গিয়াছে।

ফিলিপ। তবে তোমরা আনজিয়ার্সবাসী,—তোমাদের নগরদ্বার উন্মোচিত করো,—ঐ নগরের পবিত্র সেণ্ট মেরী গির্জ্জায় এই শুভ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।——আমার ভগিনী কনষ্টান্স কি এখানে নাই? না থাকায় ভালোই হইয়াছে। তিনি থাকিলে এই শুভকার্য্যে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। যা হোক্, কোথায় তিনি এবং তাঁহার পুত্রই বা কোথায়?

লুইস। তাঁহারা মহারাজের তাঁবুর মধ্যেই আছেন।

ফিলিপ। বুঝিতেছি, এই সার্ব্বজনিক মঙ্গল তাঁহার অসুখের কারণ হইবে।—ভ্রাতঃ ইংলণ্ড-রাজ! এই বিধবার সন্তোষার্থ আমরা কি করিতে পারি?—এক করিতে আসিয়া, আমরা তো আর এক কাজ করিয়া বসিলাম!

জন্। আর্থারকে আমরা ব্রিটেনের ডিউক করিব,—এবং এই আন্‌জিয়ার্স নগরের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিব। আপনার ভগিনী,—আমার ভ্রাতৃজায়াকে এখনি সংবাদ দিন,—কোন দূত গিয়া শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আসুক। যাহাতে তিনি সুখী হন, আমরা অবশ্যই তাহা করিব।

সকলে প্রীতি-প্রফুল্লমনে, পূর্ণ-মনোরথ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান

গতিক দেখিয়া জারজ সবিস্ময়ে বলিল, "হা পৃথিবি! তুমি কি! তোমার গতি কি এতই পরিবর্ত্তনশীল? সত্যাই কি তুমি ক্ষিপ্ত?—ইহারই নাম কি মনুষ্য-চরিত্র? এই ইংলণ্ড, এই ফ্রান্স,—পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পরস্পরের রক্তদর্শনে লোলুপ হইয়াছিল, আর ইহারই মধ্যে সখ্যতার শান্তি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল? হায়রে স্বার্থ! হায় রে ধনৈশ্বর্য্য! তুমি মানুষকে অমানুষ,—দেবতাকে পশু করিতে পারো! ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্ব,—সকলেই তোমার ছলনায় ত্যাগ করে। হায় আর্থার,—দুঃখিনী কনষ্টান্স! তোমাদের মুখের পানে চাহিবার আর কেহ রহিল না! যে ফ্রান্স ইতিপূর্ব্বে তোমাদেরই জন্য জীবনপণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন,—দেখ দেখ, সেই-ই এখন স্বার্থের মোহে সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন! হায় রে বড়লোক! তোমাদের মত দুঃখী আর এসংসারে কে আছে? না, না, আমি মিথ্যা বড়াই করিতেছি,—যদি আমি কখন বড়লোক হই, তাহা হইলে, আমার মতিগতিও আবার ঐরূপ হইবে।—ধর্ম্মভীরু দীন-হীন,—বড় মানুষকে সেই পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাঙাল ভাবিয়া থাকে,—যে পর্য্যন্ত না তাহার আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, সেও আবার 'দশের একজন'—সংসারেরই মত হইয়া থাকে। হায় রে সংসার!"

---

(৫)

সালিসবারি গিয়া কনষ্টান্সকে ফ্রান্স-রাজের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কনষ্টান্স বিস্মিত হইয়া কহিলেন,

"এঁ্যা! বিবাহ করিতে গেল? পরস্পরে শান্তি-সংস্থাপন করিল? রক্ত-পাতের বিনিময়ে বন্ধুত্ব? ব্লান্স ও লুইসে বিবাহ?—না, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ! হয়ত তুমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছ? ইহা কি সম্ভব? ফ্রান্সরাজ,—আমার স্নেহময় ভাই যে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া, আমার মনঃকষ্ট ঘুচাইতে অগ্রসর হইয়াছেন! দেখ, তুমি সত্য কথা বলো,—নহিলে তোমায় রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। দেখ, আমি পীড়িতা; এই দারুণ দুসংবাদে আমার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইবে। আমি অবলা স্ত্রীলোক,—অত্যাচারে প্রপীড়িতা, হৃত-সর্ব্বস্বা বিধবা,—

সহজেই আমি ভীতা ;—দোহাই তোমার, এ দুঃসংবাদে আমাকে আর ভয় দেখাইও না।——কেন তুমি অমন করিয়া মাথা নাড়িতেছ ? কেন তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হতাশ-দৃষ্টিতে আমার পুত্রের মুখপানে চাহিতেছ ? তোমার চক্ষু অমন জলভারাক্রান্ত কেন ? বলো, বলো,—সত্য বলো,—যাহা বলিতেছ, উহা কি বাস্তবিকই সত্য ?——বলো, সংক্ষেপে বলো,—সত্য কিনা ?”

সালিস্‌বারি। দেবি, আপনি যেমন দৃঢ়তার সহিত ইহা মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিতেছেন, আমার কথা সেইরূপ সত্য,—সেইরূপই দৃঢ়।

কনষ্টান্স। হায় সালিসবারি! এ গভীর দুঃখ-কাহিনী বিশ্বাস করিতে যেমন আমায় শিক্ষা দিলে,—তেমনি বলিয়া দাও, কেমন করিয়া আমি মরিতে পারি! লুইস ব্লান্সকে বিবাহ করিবে? ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে ?—হা পুত্র! তাহা হইলে তোমার পরিণাম কি হইবে ?—তোমার দুঃখিনী জননীর পরিণাম কি হইবে ?—দূত, তোমার আকৃতিও এখন আমার চক্ষে অসহ্য!

সালিসবারি। দেবি, আমার দোষ কি ? এ সংবাদ কখন ছাপা থাকিত না। আমি না বলিলেও, আর কেহ আপনাকে এই সংবাদ দিতে প্রেরিত হইত।

কনষ্টান্স। তা হোক্।—যে, দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনে, সেও দুঃসংবাদের মত দুর্ব্বিনীত—দুষমন্!—দুঃসংবাদের মত তাহার আকৃতিও ভীষণ।

আর্থার। মা, মিনতি করি,—ক্ষান্ত হউন,—ধৈর্য্য ধরুন।

কনষ্টান্স। ওরে দুঃখিনীর সন্তান! ধৈর্য্য ধরিব কিরূপে ? যদি তুই কুৎসিত, কদাকার বা কোনরূপ বিকলাঙ্গ হইতিস্‌,—যদি তুই কাণা, খোঁড়া বা অকালজাত সন্তান হইতিস,—তাহা হইলে বুঝি তোর জন্যে আমি এতটা অধৈর্য্য হইতাম না! কিন্তু বাপ আমার! তুমি যে সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়—পূর্ণ শশধর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ! তোমার লোক-মনোহারিণী মূর্ত্তিই যে, তোমাকে রাজার উচ্চাসনে বসাইতে চাহিতেছে!—হায়! প্রকৃতি ও অদৃষ্ট,—তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে বরেণ্য করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিল ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই অদৃষ্ট ও প্রকৃতি—দুই-ই তোমার প্রতিকূল। তোমার খুল্লতাত—অত্যাচারী জন্ তোমাকে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে ;—তাহার উপর আবার আমার ভ্রাতাও বাদ সাধিলেন! এখন আমি কাঁদিব,—দুঃখকে আরও গর্ব্বিত

হইতে দি। (সালিসবারির প্রতি) যাও,—তুমি নিজস্থানে চলিয়া যাও। তোমার সহিত আমি যাইব না। এই আমি দুঃখের বোঝা লইয়া এখানে বসিলাম। এইখানেই তোমার রাজা-রাজড়াগণকে আসিতে বলো। এই ভূমিই আমার রত্নসিংহাসন হইল!

এমন সময় ফ্রান্সরাজ,—ইংলণ্ড-রাজ প্রভৃতির সহিত সেখানে আসিলেন।

ফ্রান্সরাজ বলিলেন, "ভগিনি! এ কি! উঠ,—এ ধরাসন ত্যাগ করিয়া উঠ। আজিকার দিন বড় পবিত্র। সূর্য্যদেব সুবর্ণ রশ্মি বিতরণ করিয়া জগৎকে আনন্দিত করিতেছেন। চারিদিক্ আনন্দ ও উৎসবময়।—এ শুভদিনে তুমি এমন বিষণ্ণ মলিনভাবে ধরাসনে কেন?"

কনষ্টান্স গর্জ্জিয়া কহিলেন, "কি, শুভদিন? পবিত্র দিন? আনন্দের দিন?—না, আজিকার দিন অতি অশুভ,—অতি অপবিত্র,—অতি নিরানন্দময়!——ভ্রাতঃ, এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা? এই কি তোমার সেই শপথ? এই কি শত্রুর সহিত যুদ্ধ? হায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে অনায়াসে তুমি সেই উচ্চ সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলে? কোথায় রক্তপাত,—কোথায় বিবাহ? কোথায় হাহাকার,—কোথায় বিমল শান্তি? কোথায় বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা,—আর, কোথায় মিত্রতা?——হা ঈশ্বর! এ দুঃখিনীর কি কেহ নাই? এই অনাথিনী বিধবা রমণীর কি কেহ নাই? তবে প্রেমময়! তুমিই আমার পতি হও,—তুমিই আমার প্রকৃত পতির কাজ করো,—আজিকার এই অধর্ম্মদিনে এই দুই অধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে———"

অষ্ট্রিয়া-রাজ বাধা দিয়া কহিলেন, "সাধ্বী কনষ্টান্স, শান্ত হউন,—ধৈর্য্যধারণ করুন।"

কনষ্টান্স। না, যুদ্ধ,—যুদ্ধ,——যুদ্ধই আমার শান্তি!—অষ্ট্রিয়া-রাজ! এই কি তোমার মনুষ্যত্ব? এই কি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান?—হায়, কি লজ্জা,—কি ঘৃণা! ভীরু, কাপুরুষ, ক্রীতদাস,—কি বলিলে তুমি? আমি শান্ত হইব? ধৈর্য্য অবলম্বন করিব? হায়, যে পক্ষ প্রবল ও বলবান্ দেখ,—কর্ত্তব্য, বিবেক—সকলকে পদদলিত করিয়া, তুমি সেই পক্ষই অবলম্বন করো!—তুমিই না আমাকে সহস্র প্রকারে আশ্বাসিত করিয়াছিলে? তুমিই না আমার আর্থারের মুখচুম্বন করিয়া তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে?

—হা অদৃষ্ট-ক্রীড়নক!—দুর্ব্বল, ভীরু, নির্ব্বোধ! তুমি কোন্ মুখে, কেমন করিয়া, এ ঘৃণিত প্রস্তাব করিলে? এই তোমার সেই বিশ্ববিজয়ী বীরত্ব? সিংহ-চর্ম্মে আবৃত হইয়া তুমি আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক;—কিন্তু আমি দেখিতেছি, গর্দ্দভের সাহসও তোমাতে নাই! আজ হইতে তুমি তোমার ঐ সিংহ-চর্ম্ম দূরে ফেলিয়া, বাছুরের চামড়া অঙ্গে পরো!———

অষ্ট্রিয়া। কনষ্টান্স, কি বলিব, তুমি অবলা স্ত্রীলোক,—কোন পুরুষ এ কথা বলিলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইত।

সুযোগ বুঝিয়া জারজ, অঙ্গভঙ্গিসহকারে বলিয়া উঠিল, "আহা, একটি বাছুরের চামড়া ঐ দেহে ঝুলান্ গো!"

অষ্ট্রিয়া। মূর্খ! জীবনের জন্য সাবধান হ'।

জারজ পুনরায় শ্লেষ করিয়া বলিল, "আহা, একটি বাছুরের চামড়া ঐ দেহে ঝুলান্ গো,—বাহার খুলিবে ভালো।"

ইংলণ্ড-রাজ ঈষৎ বিরক্ত হইয়া জারজকে বলিলেন, "ইহা আমাদের ভালো লাগিতেছে না,—তুমি আপন অবস্থা বিস্মৃত হইতেছ।"

এই সময় প্যান্‌ডল্‌ফ নামে রোমের প্রবল প্রতাপান্বিত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্ম্মযাজক তথায় উপস্থিত হইলেন। সে সময় পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম-যাজক-পতি পোপের প্রবল প্রতাপ ছিল। এক হিসাবে তাঁহারাই দেশের রাজা ছিলেন। বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, সমাজ-শাসন,—যাহা কিছু, সকলই তাঁহারা করিতেন। রোম, ফ্রান্স প্রভৃতি সর্ব্বদেশের রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিতেন। কেবল ইংলণ্ড ইঁহাদের বিরোধী ছিলেন। ইংলণ্ড-রাজ জন্ কেবল পোপের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহাদের সম্মানার্থ, তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরের করাদিও দেন নাই। সময় বুঝিয়া, প্যান্‌ডল্‌ফ আসিয়া, সেই অনুযোগ করিলেন। বলিলেন,

"ইংলণ্ড-রাজ! সদ্বিবেচক ও জ্ঞানী হইয়া কেন তুমি আমাদের সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছ? আমাদের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের যাহা প্রাপ্য,—সমগ্র খৃষ্টীয়-সমাজ যাহা অবনত মস্তকে পালন করিয়া থাকে,—তুমি কেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ?—ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, ইংলণ্ডের নিকট যাহা আমাদের প্রাপ্য, আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে, আমি তাহা তোমার নিকট দাবী করিতেছি।"

জন্। তোমার আচার্য্যকে বলিও, তাঁহার আদেশ মানিতে আমি প্রস্তুত নহি। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, মর্ত্তের মানবকে আমি উপাসনা করিব? ঈশ্বর আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে মানবশ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন;—আমরাই আপামর সাধারণের উপর কর্তৃত্ব করিব,——কে তিনি? কিসের ভয় তাঁর? আর যে করে করুক,—মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্র মানবের নিকট ইংলণ্ড কখন মস্তক অবনত করিবে না!——তুমি গিয়া তোমার আচার্য্যকে আমার এই কথাগুলি বলিও,—বরং কিছু বেশী বলিও,—আমি দুঃখিত হইব না।

ফ্রান্সরাজ ফিলিপ জন্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! ইহাতে আপনার নিন্দা হইবে।"

জন্। যদি সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজ ইহাতে আমাকে ধিক্কার দেয়, তথাপি আমি আমার এ মত পরিবর্ত্তিত করিব না। কি আশ্চর্য্য! মানুষ হইয়া মানুষের পাপপুণ্যের বিধান করিবে? না,—আমি এ মতের পোষকতা করিতে পারিব না। ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনার ব্যবসায়ে আমি প্রশ্রয় দিতে পারিব না। অন্য ব্যবসায় নহে,—ধর্ম্মের ব্যবসায়।——তুমি চুরি করো, মিথ্যা কথা কও, ব্যভিচার করো,—অধিক কি, নরঘাতী হও,—পুরোহিতকে কিছু দান করিলেই সকল পাপ দূর হইল!—হা, এই কপটতা, জাল, বুজরুকির,—আমি প্রশ্রয় দিব? না, আমার দ্বারা তাহা হইবে না। যদি এই বিপুলা পৃথিবীর জনপ্রাণীকেও আমার অনুকূলে না পাই, তথাপি আমি একাকীই সেই অধর্ম্মাচারী, কপট ও ভণ্ড পোপের প্রতিকূলে দাঁড়াইব।

প্যানডল্‌ফ। তবে আমি তোমাকে তোমার এই ঘৃণিত জীবনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অভিশাপ দেই?—মাননীয় পোপের এইরূপ আদেশ আছে।

অভিমানিনী কনষ্টান্স গর্জ্জিয়া কহিলেন, "দেব! দাও—দাও, অভিশাপ দাও!—জলন্ত অভিশাপে মর্ম্মাহত করো! হায়, আমার দুর্ব্বল জিহ্বায় অভিশাপ দিবার শক্তি নাই।—হায়, এই অধর্ম্মাচারী, কপট, শঠ, প্রবঞ্চক,—আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে,—আমার পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া আপনি সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে!"

প্যানডল্‌ফ, ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে বলিলেন, "রাজন, তবে আমি ইংলণ্ডেশ্বরের মস্তকে জলন্ত অভিশাপ অর্পণ করি,—আপনি উঁহার পাপহস্ত ত্যাগ করুন।"

এলিনোর। ফ্রান্সরাজ! একি! আপনার মুখ যে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল!—না, না, আমার পুত্রের ঐ মিত্রতার হস্ত পরিত্যাগ করিবেন না!

কনষ্টান্স। ভ্রাতঃ, ঐ নারকীর পানে আর চাহিও না,—উহার হস্ত ত্যাগ করো। নচেৎ অনুতাপানলে তোমাকে দগ্ধ হইতে হইবে। তোমার আত্মা নীরয়গামী হইবে।

এইবার অষ্ট্রিয়া-রাজও বলিলেন, "ফ্রান্সরাজ, আপনি মাননীয় পোপ-প্রতিনিধির আদেশ পালন করুন।"

জারজ আর স্থির থাকিতে পারিল না,—অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা! ঐ অপরূপ দেহে একটি বাছুরের চামড়া ধারণ করুন।"

ফ্রান্সরাজ জন্‌কে বলিলেন, "পোপ-প্রতিনিধির বিষয়ে আপনি কি বলেন?"

কনষ্ট্যান্স। কি আর বলিলেন,—ভ্রাতঃ, তোমার কাজ তুমি করো।

এইবার যুবরাজ লুইস্ বলিলেন, "পিতঃ! বড় কঠিন সমস্যা। বিশেষরূপ বিবেচনা করুন। একদিকে মাননীয় পোপের জলন্ত অভিশাপ, অন্যদিকে ইংলণ্ডরাজের মিত্রতা!——কি শ্রেয়স্কর, বিবেচনা করুন!"

ব্লাঙ্গ। পোপের অভিশাপ।

কনষ্টান্স। লুইস্, মায়াবিনীর মোহিনীরূপে ভুলিও না,—উহার কথা শুনিও না।

জন্। দেখিতেছি, ফ্রান্সরাজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন,—তাই কোন কথা কহিতেছেন না।

কনষ্টান্স। ভ্রাতঃ! আর ভাবিতেছ কি,—ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করো,—ধর্ম্মযাজকের কথা রাখো।

অষ্ট্রিয়া। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবেন না।

জারজ। (অষ্ট্রিয়াকে) আহা, একটি বাছুরের চামড়া গায়ে দিন,—বাহার খুলিবে ভালো!

ফিলিপ। আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, কি করিব।

প্যানডল্‌ফ। ইহার আর বোঝা-বুঝি কি?—তবে ধর্ম্মের অভিশাপই গ্রহণ করুন!

ফিলিপ। দেখুন, সত্যই আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি